বিবর্ত্ত বিলাস।

অর্থাৎ।

বৈষ্ণব ও ফকিরি সম্প্রদায়ীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ

ও

নিগূঢ় তত্ত্বাবলী।

শ্রীলালবিহারী দের দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

বড়বাজার, ইণ্ডিয়ান ট্রেডস্ এসোসিয়েশন যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়িদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অদ্যাবধি প্রকাশ না থাকায় আমরা বহু পরিশ্রমের সহিত এই নিগূঢ় তত্ত্বাবলী খানি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম এক্ষণে গোস্বামী প্রভুদিগের ও সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে সমাদরের সহিত গৃহীত হইলে প্রকাশকের যত্নের সফলতা লাভ হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রকাশক।

দুষ্প্রাপ্য
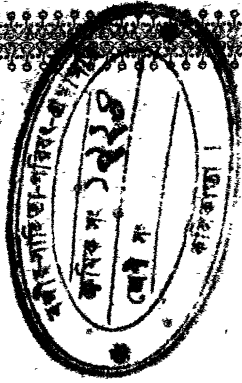
বিবর্ত্ত বিলাস।

শ্রীশ্রী রসিক চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ গৌড়দযে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ সন্দৌ তমোনুদৌ ॥ অনর্পিতং ত্রয়ো বাঞ্ছাং চৈতন্য অর্পণ মহী বাত্যান্তরং পরক্রিয়া বাণযুক্ত রসিকাসহ। কবিরাজ প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং। বালোপি কুরুতে গ্রন্থং দৃষ্টা চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ জয় জয় নবদ্বিপচন্দ্র গৌররায়। জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ॥ জয় জয় সিতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী। জয় জয় গৌর সঙ্গে ভক্ত এক ঠাঁই ॥ মহাপ্রভুর সাঙ্গ পাঙ্গ পরিষদ যত।

সবার চরণে করি প্রণাম অনন্ত ॥ জয় জয় কবিরাজ শরণ তোমার। তব পাদপদ্ম বিনা নাহি জানি আর ॥ শুন শ্রোতাগণ এবে সূত্রের গণন। সূত্র কবি গ্রন্থ লিখেন সর্ব মহাজন ॥ স্বরূপ রূপ রঘুনাথ এই তিন ভক্ত। আত্ম তত্ত্ব নিয়া যাতে সাক্ষ্য মহত্ত্ব ॥ কবিরাজ চাঁদের মর্ম্ম যাহা হইতে পাই। এক স্থানে নাহি কহি অবসিকেবে ডবাই ॥ শিক্ষা গুরু কেমনেতে সাধন কেমন। পরকীয়া ধর্ম্ম যার তত্ত্ব নিরূপন ॥ তিন জন্ম কৈছে সারস নাম্না এই দিন। এই শ্লোকের মর্ম্ম গর্গের প্রমান ॥ গুণেতে বাণেতে রাগভক্তি সার। আনুকূল্য বাহ্য মর্ম্মে এ দুই বিস্তার ॥ গোস্বামীর ধর্ম্ম স্থায়ী স্থিতির নির্দ্ধার। তিন বাঞ্ছা সাধুকৃপা সকল প্রচার ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকা করি দিলা। শ্রীজীব শ্রীকর্ণপুর দুই গোসাঞী মিলিলা ॥

কাম ব্রহ্ম বেদমাতা গায়ত্রীর অর্থ। দুই গায়ত্রীর অর্থ মুই করিব ব্যাকত ॥ পঞ্চম বিলাস গ্রন্থ করিব বর্ণন। স্থানে স্থানে সাক্ষী কবিরাজের লিখন ॥ বিবর্ত্তয়ে ধর্ম্ম গোসাঞী স্বরূপ হইতে। আসিয়া প্রকাশ হইল রসিক ভকতে ॥ অষ্ট শক্তি মহাপ্রভু রূপে সমর্পিয়া। যে প্রকারে দিল আগে দ্রব্য উথারিয়া ॥ মহাদেব মর্ম্ম আর পুরাণের সার। দেবাহুতিকে শিক্ষা কপিল দেবে প্রচার ॥ ভাগবত মর্ম্ম নববিধ ভক্তি আর। যে সাধন করি পায় নিত্যের প্রচার ॥ সেই মত ধর্ম্ম মুই প্রকাশ করিব। উদ্দীপন লাগি মাত্র সকল লিখিব ॥ রায় মহাশয় নিজ পদ শুনাইলা। কবিরাজ চাঁদ লিখি

লীলাতে জানিলা । তিন রাধা নাম আগে সংক্ষেপে কহিব । বিস্তারিয়া তার অর্থ কহিতে নারিব ॥ কাদম্বা [illegible]
প্রাণনাথের নাম । প্রবর্ত্তসিদ্ধ সাধকসিদ্ধ সিদ্ধের সিদ্ধ জান ॥ স্বতঃসিদ্ধ রতি হইল তিন সাধ্যরূপে । গাইবে [illegible]
প্রবৃত্ত সঙ্গ যেন রূপে ॥ গোসাঞী শ্রীচণ্ডীদাস পদের মর্ম শিক্ষা । উদ্ধারি কহিব মুই যাতে [illegible] [illegible] ॥ [illegible]
যোগ জ্ঞান গুণ ইথে নাই ব্রজগোপীগণ উপাসনা মাত্র গাই ॥ এই সকল তত্ত্ব মুই প্রকাশ করিলা । অনুরাগ নিগূঢ়েরে
দিতে নিষেধিলা ॥ নিজ শিষ্য যোগ্য হইলে তারে গ্রন্থ দিবা । অনুরাগহীন জনে কদাচ না কহিবা ॥ শ্রীচৈতন্য
শ্রীরাধিকা শ্রীরূপ নিতাই । এই চারি বিনা তাই আর কেহ নাই ॥ এচারি গোসাঞি পাদে শর শির্যে দিলে
এই মোর কলরব শুনিবে সকলে ॥ এইমাত্র স্মরি কৈল ইথে মঙ্গলাচরণ । করিলা যাহাতে পূর্ণ বাঞ্ছিত
পূরণ ॥ পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে যাতে বোবা গায় গীত । কালা শ্রুতিধর হয় মূর্খ যে পণ্ডিত ॥ সেইত স্মরণ এবে
শ্রী শুন মন দিয়া । শুনে যে শুনায় দোঁহে যায় উদ্ধারিয়া ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ । জয় নিত্যা-
নন্দ চন্দ্রের শাখাচন্দ্রগণ ॥ জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখার গণন । এই তিন জনের পদ করিলা স্মরণ ॥ শিরে
ধরি বন্দো মুঁই সবার চরণ । সবে মনে কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ একে একে সবাকার করিলা স্মরণ ।
মো অধমে দেহ প্রভু শুদ্ধ ভক্তিদান ॥ নিত্যানন্দ গৌর বিনা তোমরা না জান । ঐছে অনুরাগ সবে
করহে প্রদান । কৃপার সমুদ্র সবে শুনি সাধুমুখে । অনুরাগ শুদ্ধ ভক্তি সবে দেহ মোকে ॥ প্রেমের [illegible] সবে [illegible]
সমুদ্র । স্মরণে করয়ে যে পাষণ্ড মন আর্দ্র ॥ নাম মাত্র লই দোষ না লবে আমার । নাম বীজ সম [illegible] শাস্ত্রের প্রচার ॥
সবে গৌরপ্রেমে মত্ত সবে দয়াময় । জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রমে কিছু না হও নিশ্চয় ॥ প্রভুর ঘরণী আর গণবর্গগণে । প্রথমে
প্রণাম করি সবার চরণে ॥ জয় জয় শ্রীমাধব পুরী শচি জগন্মাতা । জয় শ্রীঈশ্বর পুরী জগন্নাথ পিতা ॥ জয় জয় শান্তি
ঈশ্বরী ঈশ্বর । কৃপা করি দেহ শুদ্ধ ভক্তি হউক মোর ॥ দেবী পদ্মাবতী জয় হাড়াই পণ্ডিত । পরমানন্দ পুরী জয়

…ন্দ্রিবহে তীর্থ ॥ জয় শ্রীকেশব পূরী পুরী ব্রহ্মানন্দ। জয় সুখানন্দ পূরী পুরী কৃ[…] কেশব ভারতী বিষ্ণু পুরী। অনন্ত প্রণাম তোমা সবে পদে করি। জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ঠাকুরাণী। জয় জয় শ্রীবসুধা জাহ্নবা মালিনী॥ শরণ লইনু মুই তোমা সবাকার। দেহ ভক্তি অনুরাগ হউক আমার॥ এবে শুন মহাপ্রভুর শাখা গণ যত। সবার চরণে করি প্রণাম অনন্ত॥ শ্রীবাস পণ্ডিত জয় শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীপতি শ্রীনিধি বসু প্রেমেতে পূর্ণিত॥ আচার্য্য রত্ন চন্দ্রশেখর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি। গদাধর পণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রেমনিধি॥ জগদানন্দ পণ্ডিত রাঘব মকরধ্বজ কর। মাদয়ামুক্তি গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর।

দামোদর পণ্ডিত শঙ্কর সদাশিব। প্রত্যুম্ন ব্রহ্মচারী স্মরণে প্রেমলাভ॥ শুক্লাম্বর শ্রীমান পণ্ডিত নারায়ণ। বাসুদেব মুকুন্দ দত্ত আচার্য্য নন্দন॥ ব্রহ্মহরিদাস সত্যরাজ রামানন্দ। মুরারী গুপ্ত শ্রীমান সেন শিবানন্দ॥ গদাধর দাস শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী। চৈতন্যদাস রামদাস কবী কর্ণপূরী॥ সার্ব্বভৌম দামোদর স্বরূপ মাধাই। মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত যদুনাথ জগাই॥ শ্রীধর শ্রীমধুসূদন শ্রীপুরুষোত্তম। দ্বিজহরি চন্দ্রশেখর জগন্নাথ সালিম॥ শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। সত্যরাজ রামানন্দ চিরঞ্জীব সুলোচন॥ বল্লভ শ্রীকান্ত সেন শ্রীগোবিন্দানন্দ। বিজয়দাস কৃষ্ণদাস দত্ত গোবিন্দ॥ খোলা বেচা শ্রীধর ভগবান পণ্ডিত। শ্রীজিরণ্য পুরুষোত্তম জগদীশ পণ্ডিত॥ রামাই নন্দাই জয় হরিদাস বড়। কাশীশ্বর মাধবীদেবী গোবিন্দ

গরুড়॥ সঞ্জয় পণ্ডিত বনমালী খান বুদ্ধিমন্ত। গরুড় পণ্ডিত গোপীনাথ সিংহ দেবানন্দ॥ যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ। বাণীনাথ অনুপম বসু রামানন্দ॥ তপন আচার্য্য জয় উড় সিংহেশ্বর। কমলাভট্ট সিংহভট্ট রঘু নিলাম্বর॥ রঘুনাথ দাস শঙ্কর ন্যায়রাজেন্দ্র গোসাঞী। শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব গোসাঞী॥ শ্রীমুকুন্দ কাশীনাথ শ্রীনাথপণ্ডিত। কৃষ্ণ বৈদ্য শ্রীআচার্য্য জগন্নাথ॥ শেখর পণ্ডিত বল্লিবর কবিচন্দ্র। শ্রীরাম ঈশান শ্রীনাথ মিশ্র সুভানন্দ॥ শ্রীনিধি সুবুদ্ধি মিশ্র গোপীকান্ত ভগবান। হৃদয়ানন্দ সুরেশ্বর পণ্ডিত কমল নয়ন॥ ভাগবত জগন্নাথ তীর্থ সারঙ্গদাস।

রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস ।। শ্রীগোপাল আচার্য্য জয় শ্রীজানকীনাথ । মাধব গোবিন্দ ঘোষ বিপ্র বাণীনাথ । রামদাস অভিরাম গোপাল বাসুদেব । ভাগবতাচার্য্য রঘুনন্দন চিরঞ্জীব ।। গোপীনাথ আচার্য্য কাশীমিশ্র ভবানন্দ । প্রদ্যুম্ন মিশ্র বাণীনাথ রায় রামানন্দ ।। কলানিধি সুধানিধি পট্টনায়ক গোপীনাথ । ভগবানাচার্য্য পরমানন্দ মহাপাত্র । প্রতারুদ্র উড় কৃষ্ণানন্দ শিবানন্দ । শিখী মাহাতী মুরারী ভারতি ব্রহ্মানন্দ ।। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কুলীন কৃষ্ণদাস । রাম-ভট্টাচার্য্য জয় ছোট হরিদাস ।। দত্ত শিবানন্দ লোম গঙ্গাদাস । তপন মিশ্র বৈদ্য চন্দ্রশেখর বিষ্ণুদাস ।। রঘুনাথ ভট্ট জয়

শ্রী অচ্যুতানন্দ । স্মরিএগ এবে নিত্যানন্দ শাখা পদারবিন্দ ।। বীরভদ্র রামদাস গঙ্গাধর দাস । গৌরিদাস পণ্ডিত পুরন্দর কৃষ্ণদাস ।। সুন্দরানন্দ রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় । মুরারী চৈতন্যদাস কমলাকর পিপিলায় ।। বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য উদ্ধারণ দত্ত । নন্দনদাস গঙ্গাদাস শ্রীজীব পণ্ডিত ।। পরমানন্দ জগদীশ পণ্ডিত ধন-ঞ্জয় । এসবা চরণে শুদ্ধ ভক্তি লাভ হয় ।। পরমানন্দ উপাধ্যায় গুপ্ত পরমানন্দ । নারায়ন কৃষ্ণদাস মনো-হর দেবানন্দ ।। মহেশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বলরাম দাস । যদুনাথ কবিচন্দ্র দ্বিজ কৃষ্ণদাস ।। সদাশিব কবি-রাজ কালা কৃষ্ণদাস । কানু ঠাকুর বিষ্ণুদাস পুরুষোত্তমদাস ।। বিহারী কৃষ্ণদাস জয় নকড়ি মুকুন্দ । মাধব শ্রীধর সূর্য্য বসু রামানন্দ ।। জগন্নাথ মহীবর গোকুল শ্রীমন্ত । সনাতন গোপাল হোড় নবমী বসন্ত ।।

শ্রী ২

শঙ্কর মুকুন্দরাম জ্ঞানদাস । মনোহর পণ্ডিত মিনকেতন রামদাস ।। অবধৌত পরমানন্দ হরি মুকুন্দাই । হরানন্দ শিবাই হাজরা বিষ্ণাই । শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য সুলোচন রাম সেন । কবিরাজ রামচন্দ্র শ্রীকংশারি সেন ।। দামোদর দাস পিতাম্বর রঙ্গ কবি । মাধবাচার্য্য মুকুন্দ কবি শ্রীগোবিন্দ কবি ।। নর্ত্তক গোপাল গৌরাঙ্গদাস বৃন্দাবন । নৃসিংহ চৈতন্য মোরে করহ পাবন ।। নিত্যানন্দ চন্দ্রের শাখা করিল স্মরণ । অদ্বৈত চন্দ্রের শাখার পদ করি ধ্যান ।। অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ মিশ্র নন্দন আচার্য্য । শ্রীগোপাল ভাগবত বিষ্ণুদাসাচার্য্য ।। চৈতন্যদাস [illegible] আচার্য্য । বল্লভ বিশ্বাস

নন্দিনী চক্রপাধ্যাচার্য্য ॥ বনমালী দাস জয় ভবনাথ কর। হৃদয়ানন্দ সেন জয় জগন্নাথ কর্ ॥ যদবদাস বিয়জ্ঞ দাস ভোলানাথ দাস। জনার্দ্দন কানুপণ্ডিত শ্রীঅনন্তদাস ॥ হরিদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবটু পণ্ডিত। দাস নারায়ণ্‌ জয় পুরুষো-ত্তম পণ্ডিত ॥ পুরুষোত্তমব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণদাস। বনমালী কবিচন্দ্র রঘুনাথ দাস ॥ বৈদ্যনাথ লোকনাথ মুরারি পণ্ডিত হরিচরণ রামবিজয় মাধব পণ্ডিত ॥ অদ্বৈতচন্দ্রের শাখা করিল স্মরণ। প্রভু গদাধর শাখার পদ করি ধ্যান ॥ ধ্রুবানন্দ জয় শ্রীধর ব্রহ্মচারী। ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ অনন্ত আচার্য্য কবিদত্ত মিশ্রনন্দন। গঙ্গামন্ত্রি মাম ঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ভগীরথদাস জয় ভূগর্ভ বাণীনাথ। বল্লভ চৈতন্য চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ ॥ উদ্ধবদাস জগন্নাথদাস জিতা মিশ্র। সাদিপুরা গোপাল জয় হর্ষ রঘু মিশ্র ॥ হরি আচার্য্য মঙ্গল বৈষ্ণব রঘুনাথ। যদু গাঙ্গুলী জয় পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ॥ চৈতন্য অমোঘ পুষ্প গোপাল। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রেমেতে পাগল। রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস পদে করি আশা। জন্মে জন্মে তোমা সবার করিএ প্রত্যাশা ॥ তিন প্রভুরগণে করি এই নিবেদন। শরণ লইনু কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥ চেষ্টায়নগণ সবার প্রেমে অনর্গল। প্রেমে দিতে কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে বল ॥ কৃপা সিদ্ধ সাধন সিদ্ধ নিত্য সিদ্ধ সবে। এ সবা স্মরণে প্রেমভক্তি ভাব লবে ॥ একবারে বন্দনা করিল সবাকার। অনন্ত প্রণাম করি চরণে সবার ॥ আমি মূঢ়মতি আর কিছু নাহি চাই। সবে কৃপা করি দেহ গৌর নিতাই ॥ ধন জন নাহি চাই কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধ ভক্ত জনের পথ দেহ কৃপা করি ॥ সর্ব্বজ্ঞ সকলে হও ইথে নাহি আন। কৃপা করি দেহ যাহা চায় মোর মন ॥ এই চাহি দেহ শুদ্ধ ভক্তি অনুরাগে। এই মোর বাঞ্ছা তোমা সবাকেই লাগে ॥ যে ধনের দাতা সবে তাহা দেহ দানে। দীনহীন কাঙ্গালে ভিক্ষা চাহে অবিশ্রামে ॥ ঔষধী ভিক্ষায় মুই অনুপাম হীনে। ভবরোগ ইথে মোর যাইবে কেমনে ॥ লোভ অনুরাগ ইথে অনুপাম হয়। এই পাই তবে মোর ভবরোগ যায় ॥ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় প্রাতে যেই পড়ে শুনে। প্রেমভক্তি হয় নিতাই গৌর চরণে ॥

সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ স্মরিলে কায় মনে। মূর্খ যে পণ্ডিত হয় ইহার শ্রবণে॥ যথা তথা যাও পরাভব নাহি হয়। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ নক্ষত্র গণয়॥ বিশেষ সামান্যে সর্ব্ব পাই অনায়াসে। আমি কি কহিব দেখ করিঞে বিশ্বাসে॥ ভব রোগ দেহরোগ সকল নাশিবে। যে সকল কহিলাম প্রত্যক্ষ হইবে এইত কহিল সূত্র মঙ্গল স্মরণ। আপনি হৃদয় শুদ্ধ করিতে শোধন॥ আঁহা কবিরাজ গোসাঞী কৃপা কর মোরে। তোমার সিদ্ধান্ত যেন স্ফুরয়ে অন্তরে॥ কোটী সমুদ্র গম্ভির প্রবেশিতে নারি। তোমার স্মরণে অর্থ লিখিব প্রচারি॥ তোমার চরণে ইথে নাহি অপরাধ। কবিরাজ চাঁদ মোরে করহ প্রসাদ॥ আপনা পবিত্র লাগি করিঞে স্মরণ। মোর হৃদে বসি গোসাঞী করাহ স্ফুরণ॥ শ্রীরূপের গণের পদে কোটী নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ নহুক আমার॥ হইঞাছে হইবে যত শ্রীরূপেরগণ। তা সবায় চরণে মোর অনন্ত প্রণাম॥ শুন শ্রোতাগণ সবে কহিয়ে কথন। বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ করিয়ে লিখন শুদ্ধাশুদ্ধ পুনরুক্তি না কর বিচার। কবিরাজ চাঁদ মর্ম্ম করিঞে প্রচার॥ বিদ্যাহীন ভক্তিহীন হওত সন্তোষে। চরিতামৃত অর্থ কিছু করিঞে প্রকাশে॥ কবিরাজ গোসাঞের মহা কৌশল সামর্থ্য। এক স্থানে উক্তি করেন আর স্থানে অর্থ॥ আমিও কহিঞে তাঁরে অষ্টাঙ্গ হইঞা। তাঁহার মনের অর্থ লিখি ছড়াইঞা॥ অক্ষরের ক্রম আর উক্ত শ্রোত ভঙ্গ। এই দুই দোষ না লবে সিদ্ধান্ত তরঙ্গ॥ দোষ না লইও সবে বালবুদ্ধি আমি। দুগ্ধপোষ্য দেখি দোষ সবে ক্ষম তুমি॥ শুদ্ধাশুদ্ধ ইহা কেহ না করিবা মনে। ভাবগ্রাহী কহে ভক্ত প্রভু জনার্দ্দনে॥ তথাহি পদ্মপুরাণে॥ মূর্খে বদতি বিষ্টায় ধীর বদতি বিষ্ণবে। উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনে। ইতি। সাধন বিবর্ত্ত পঞ্চ বাণেতে কহিব। আগে পাছে পাছে আছে সকল লিখিব॥ চৈতন্যের মর্ম্ম যাহা শুনহ কারণে। বৃন্দাবনে তিন বাঞ্ছা করিলেন মনে॥ আস্বাদ নহিল মোর তিন বাঞ্ছা মর্ম্ম। কলিকালে নবদ্বীপে প্রকাশিব ধর্ম্ম॥ এতকহি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যাতে। অবতীর্ণ হইলা প্রভু আপনে নদিয়াতে॥ রাধাভাব কান্তি প্রেম অঙ্গী

শ্রী ৩

কার করি। সেই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা গৌরহরি ॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ পূর্ব্বব্রজ বিলাস রসে, সেই তিন অভিলাসে, যন্নেহ আস্বাদ না হইল। শ্রীরাধিকার ভাব সাধ, আপনে করি অঙ্গীকার, সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ইতি॥ ভাব কান্তি প্রেম এই তিনবাঞ্ছা নহে। কোন বাঞ্ছা লাগি কবিরাজ চাঁদ কহে ।। তথাহি আদির চতুর্থে ॥ কোন কারণে হইল যবে অবতারে মন। যুগধর্ম্ম কালের হইল সে কালে মিলন ।।ইতি।। কেহ কহে জীব উদ্ধার নাম দাতা হয়ে। যুগধর্ম্ম নাম দান বাঞ্ছা কভু নহে॥ কবিরাজ চাঁদ লিখিলা করিয়া বিচার। আদি লীলা চতুর্থে করিয়া নিদ্ধার ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ।। এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ

পূর্ণ ভগবান। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তার কাম।। ইতি॥ করিলে তিন সেই সেই অষ্ট অক্ষর। তিন সুখ রাখে গোসাই ইহার ভিতর তথাহি আদির চতুর্থে ॥ রাধিকার প্রেম দেহ অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ রাধাভাব অঙ্গে করি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হইব অবতীর্ণ ॥ ইতি ।। এককার্য্য দ্বারে প্রভু বহু কার্য্য করে। অবিচিন্ত্য শক্তি প্রভুর কে বুঝিতে পারে ।। তথাহি মধ্যের ত্রয়োদশে ॥ চারিদিকে নৃত্যগীত করে যতজন। সবে কহে করে প্রভু আমারে দর্শন ।। তথাহি অন্তলীলায়। তীর্থের মহিমা নিজ ভক্ত আত্ম সাত। এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত ।। ইতি ॥ অতএব ভক্ত বাক্য সত্য করি মানি। সর্ব্ব কার্য্য করেন চৈতন্য রত্নমণি ।। তথাহি আদিতে ।। এইমত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞী।

সর্ব্বাবতার লীলা করি সবারে দেখাই ।। চৈতন্যলীলা গম্ভির কোটী সমুদ্র হইতে। কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে।। ইতি।। বাঞ্ছাপূর্ণ লাগি অবতীর্ণ হন তবু। যুগ মন্বন্তরা বিষ্ণু আসি মিলে প্রভু।। তার দ্বারে যুগধর্ম্ম করেন প্রকাশ॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তাঁর প্রেমের বিলাস ।। তথাহি আদির নবমে ।। সেইদ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সবারে ।। ইতি ॥ বিলাস কহিঞা যাতে পরকীয়া ভাব। বাহেতে করিলে অন্তরঙ্গ হয় লাভ ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন। আত্মসঙ্গে প্রেমময় কৈল ত্রিভুবন ॥ ইতি ॥ চৈত-

ন্যের মর্ম্ম সেই গোস্বামীর ধর্ম্ম। গোস্বামীর ধর্ম্ম যাহা সাধকের কর্ম্ম ॥ সাধুমুখে এইশুনি করিঞে বিচার। পৃথক পৃথক কেনে দেখিঞে আচার ॥ কেহ কার সঙ্গে নাহি করে আলাপন। কেহ কার সঙ্গে নাহি করঞে ভোজন ॥ তবে কৈছে ইহা সবার গোস্বামীর ধর্ম্ম হয়। বুঝিতে না পারি মোর হইল সংশয় ॥ অতএব গোস্বামীর ধর্ম্ম কহিশুন। গোস্বামী শাস্ত্রানুসারে করিঞে লিখন ॥ অষ্ট শক্তি পঞ্চ গুণ বাণ যে শিক্ষণ। প্রভুরূপ সনাতনে কবিলা অর্পন। সেই শক্তি গুণ ব্রাণ গোস্বামী রাখিলা। ধর্ম্মশিক্ষা সেই এই ব্রহ্মাণ্ডে রহিলা ॥ ইহা যেই না পাইল ধর্ম্ম কহে তুণ্ডে। অহংবুদ্ধে সবেনিন্দে

বাজ ফেলে মুণ্ডে ॥ আপনার দোষে সে আপনে ফেলে বাজ। নিন্দাকরি যার সেই নরক সমাজ একে ধর্ম্ম নাহি জানে আরোপরে নিন্দে। এই দোষে রহে সেই ভব কূপ বন্ধে ॥ বহুমত ধর্ম্ম সত্য মিথ্যা কিছু নয়। গোস্বামীর ধর্ম্ম কিন্তু সতান্ত্রিক হয় ॥ সবে কহে গোস্বামীর ধর্ম্ম করেছি আশ্রয়। তবে কেন সবাসঙ্গে সবা না চলয় ॥ গণ পষ্ট আর কেনে পরিবার কহে। উপাসনা দ্বারে দেখি তিন বুক্কি নহে ॥ শ্রীরূপের গণ আর গোসাঞের গণ। পরিবার গণ বহু কে করে গণন ॥ বস্তু মাত্র ভালমতে জানে গোসাঞের গণ শ্রীরূপের গণ রূপ করে দরশন ॥ আচার্য্য না মানে কেহ মনে আরোপন। নাম মন্ত্র জপ পরিবারের সাধন ॥ অতএব সবায় পদে প্রণাম আমার। দুঃখ না ভাবিহ সবে করহ বিচার ॥ রূপ গোসাঞী নিজ ইষ্ট পষ্ট করি কহে

তথাহি অন্তরের প্রথমে ॥ রায় কহে কহ ইষ্ট দেবের বর্ণন। প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ তবে গোসাঞী রূপ শ্লোক পড়িলা। প্রভু কহে এই অতি স্তুতি শুনাইলা ॥ তথাহি নাটকে ॥ অনর্পিত চরীংচিরাৎ ॥ ইত্যাদি ॥ গোপী অনুগত কৈছে মন্ত্র ধ্যান রহে। ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োদশে ॥ নহে গোপী যোগেশ্বর, তোমার পাঁদ কমল, ধ্যানকরি পাইবে সন্তোষ ॥ ইত্যাদি ॥ আচার্যাকে নাস্তিক করি সিদ্ধান্ত লিখিত। তবে গোস্বামীর শাস্ত্র কি মতে চলিত ॥ তথাহি ॥ ইষ্টে সারেশি কিংরাগ পরমা বিষ্ণুতা ভবেৎ ॥ ইত্যাদি ॥ গোপী ভাব বর্ত্তমান

শ্রী ৪

গোসাঞী লিখিল। মনারোপ মন্ত্র জপ কেমনে রহিল ॥ দর্পণে দেখায় যৈছে আপনার মুখ। গোপীভাব তৈছে ভজে কৃষ্ণসেবা সুখ ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ গোপীভাব দর্পণে২, নব নবক্ষণে, তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য সুদুর্ল্লভ ॥ ইতি ॥ তথাহি দীপ কজ্জলে ॥ ব্রজভাবে রতি যস্য রাগেচ প্রাপ্তি লালসা ॥ গোপীরূপানুগা ভূত্যা মন্ত্র ধ্যানাদিকং ত্যজেৎ ॥ ইতি ॥ অতএব বস্তু তত্ত্ব শুন সমাচার। আমি কি কহিব দেখ করিয়া বিচার ॥ সত্যরূপে জগমধ্যে করঞে বিহার। তার পর হরে মন কেমন প্রকার ॥ শুদ্ধ সত্য স্বতঃসিদ্ধ বিশুদ্ধ করণ। সাধু সঙ্গ বিনে নাহি জানে কোন জন ॥ উপাসনা গোলমাল সিদ্ধান্ত করায়। সিদ্ধের কারণ সেই প্রবৃত্তে ঘটায় ॥ সাধকের কর্ম্ম কহে প্রবৃত্ত সিদ্ধেতে। এইমত কহে ধর্ম্ম না জানে ক্রমেতে ॥ প্রবৃত্ত সাধক কার্য্য সিদ্ধে কভু নহে। অহংপূর্ণ জীবত্ব দেহে ঐছে ধর্ম্ম কহে ॥ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত পদ অভ্যাস করিয়া। ব্যাখ্যানয়ে ধর্ম্ম সাধু সঙ্গ না করিঞা ॥ শিক্ষাগুরু করি জানে গোস্বামীর ধর্ম্ম। অন্তর্যামী সাধু হন জানেন সর্ব্ব মর্ম্ম ॥ চৈতন্যের মর্ম্ম ব্যক্ত করানাহি যায়। এই দৃষ্টে জান ভাই কহিল আশয় ॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা বড়। গায়ত্রীবীজ সিদ্ধ কৈল সেই ভক্ত দড় ॥ দুই বীজ এক ঠাই সাধিব কেমনে। বুঝিতেনা পারি কিছু ইহার কারণে ॥ কবিরাজ গোসাঞী মহা চতুর শিরোমণি। তাহার মনের কথা বুঝিতে না জানি ॥ বৃন্দাবন অপ্রাকৃত বলিয়া লিখিল। বাহির অন্তর মর্ম্ম দুইত রাহিল ॥ কামগায়ত্রী কামবীজ উপাসনা যার। নিশ্চয় পাইবে সেই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজ যাঁর উপাসন ॥ ইতি ॥ কামগায়ত্রী কামবীজ ॥ হয় দুইরূপ। কৃষ্ণের গায়ত্রী বীজ রাধার স্বরূপ ॥ দোঁহে দোঁহাকার মন্ত্রে করে উপাসন। দোঁহে দোঁহাকার রূপ করয়ে ভাবন ॥ দোঁহ রূপ দোঁহ কাছে কহে পূর্ণমাসী। দোঁহাকার গুণ দোঁহা কাছেতে প্রশংসি ॥ দোঁহাকার মন লোভায় কহি রূপ গুণ। উভয়েতে ভাবে দোঁহে দোঁহার চরণ ॥ সাধন করয়ে দোঁহে কিসের লাগিঞা। কবিরাজ চাঁদ তাহা লেখে

আচ্ছাদিয়া ॥ শৃঙ্গার সাধন কুঞ্জে নিরবধি কৈল। যদ্যপি করিল তিন বাঞ্ছা না পূরিল ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বন। তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ॥ এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন ॥ তথাহি ॥ বাচাসূচিত সর্ব্বরী রতিকলা ॥ ইত্যাদি ॥ আশ্রয়েতে শ্রীরাধিকার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলা। বিষয়েতে কৃষ্ণ তাহা সাধিতে নারিলা ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হইতে কোটী গুণ আশ্রয় আহ্লাদ ॥ ইতি ॥ বাঞ্ছা লাগি রাধাভাব করি অঙ্গীকার। আশ্রয় বিষয় দুই কৈল পরচার ॥

দুই মিলি হয় পূর্ণ মাধুর্য্যাস্বাদন। কবিরাজ চাঁদ তাহা কৈল প্রকাশন ॥ তথাহি মধ্যের শেষে ॥ চৈতন্য-লীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দুই মিলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধু গুরু প্রসাদে, সেই ইহা আস্বাদে, সেই যানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥ প্রতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ইতি ॥ সাধু

শ্রী

গুরু প্রসাদে যে হেন কৃপা পায়। কোটী পরনাম মোর তাঁর পাদদ্বয় ॥ আশ্রয় কাহারে কহি বিষয় কাহারে। ৫

সাধু সঙ্গ হইলে জানি এসব আচারে ॥ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই ব্যবহারে। দোঁহা ব্যবহারাচার জানি সাধকেরে ॥ সাধু কৃপায় আস্বাদে তারে ভাগ্যবান গণি। একেরে কহিলে মর্ম্ম সবাকার জানি ॥ অদ্যাবধি সেই লীলা এই রূপে হয়। ভক্তদ্বারে তিন বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ সাধয় ॥ প্রভুর কর্ম্ম করে যেই ক্রিয়া তার ঠাঁই। তাঁর কর্ম্ম করে তাঁরে হিয়াতে বসাই ॥ কৃষ্ণ কোন প্রেম ভক্তের নারেন শোধিতে। কোন প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ নপারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং ॥ ইত্যাদি ॥ ময়ী ভক্তির্হি ভূতানাং ॥ ইত্যাদি ॥ আকাশাদির গুণ কিবা কহে রামরায়। ক্রমে পঞ্চাত্মায় বাড়ে কহে মহাশয় ॥ পরিপূর্ণ সেই প্রেম কৃষ্ণকে পাইতে। তার আগে প্রেম কেন নাহি ভুবনেতে ॥ রসিক কৃপায় আমি কহিব সকল। তাঁহার চরণে যদি জন্মে ভক্তি বল ॥ আমি দুরাচার কিছু নাহি বুঝি কাজ। মনে বসি হস্ত ধরি লেখে কবিরাজ। স্পষ্ট উক্ত নাম কবি কহিবারে চাই।

লিখিতে না দেন বুঝি কবিরাজ গোসাঞী ॥ অতএব তাঁর পদে প্রণাম অনন্ত। মোর অপরাধ যদি তেঁহোই ক্ষেমন্ত ॥ শ্রীরূপের গণ মোরে করহ সন্তোষ। শরণ লইনু কর নিজ পদ দাস ॥ হইয়াছে হইবে যত শ্রীরূপের গণ। সবার চরণে মোর অনন্ত প্রণাম ॥ দন্তে তৃণ ধরি চাহি এ মোর প্রার্থণ। জন্মে জন্মে যেন করি রূপ নিরীক্ষণ ॥ আমি অতি মূঢ়মতি নাহি ভক্তি গন্ধ। সবে মিলি মো অধমে দেহ একবিন্দ ॥ ভক্তিহীন বুদ্ধিহীন সাধনহীন আমি। হীন দেখি দয়া মোরে সবে কর তুমি ॥ মৃত্তিকা বাসনে সিংহদুগ্ধ নাহি রয়। তেমতি হইল বুঝি আমার হৃদয় ॥ আহা শ্রীরূপের গণ কৃপা

দৃষ্টে চাহ। মোর শূন্য শরীরে শক্তি সঞ্চারহ ॥ পৃথিবীর রেণু যদি একে একে গণি। তবু মোর পাপ সংখ্যা করিতে না জানি ॥ আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি কোন জনে। একা রূপের গণ বিনে কে আছে ভুবনে ॥ বৈষ্ণব ঠাকুর যত আছে পৃথিবীতে। সবার চরণে করি সহস্র প্রণতে ॥ এই কৃপা কর মোর এই যেন হয়। চক্ষুদান শিক্ষাগুরু পদে মন রয় ॥ এই কৃপা কর সবে দয়াবান হইঞা। জন্মে জন্মে গৌর গুণ বেড়াই গাইঞা ॥ নিত্যানন্দ পদ যেন হৃদয়ে ধরিঞা। তোমা সবা কৃপা বলে অনায়াসে হইঞা ॥ বিবর্ত্তবিলাস এই করিঞে বর্ণন। শ্রীরসিকের পাদপদ্ম করিয়ে স্মরণ ॥ শ্রীরূপের গণ মোরে দেহ এই বরে। তোমা সঙ্গ বিনে গ্রন্থ কেহ বুঝিতে নারে ॥ বিবর্ত্ত পরম তত্ত্ব করিয়ে লিখন। বিচার করিয়ে

সবে করহ গ্রহণ ॥ এইত কহিনু সূত্র মঙ্গলাচরণ। সাঙ্গ পাঙ্গ পারিষদ চৈতন্য স্মরণ ॥ এবে তো কহিব শুন কবিরাজ গুণ। চরিতামৃত গ্রন্থ টিকা মুকুন্দ মিলন ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ। অকিঞ্চন হইঞা করি বিবর্ত্তবিলাস ॥ ইতি শ্রীবিবর্ত্তবিলাসে মহাপ্রভুর তৃতীয় বাঞ্ছা কারণাবতীর্ণ সূত্র বর্ণনং মঙ্গলাচরণং নামঃ প্রথম বিলাস ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥ *

নিত্যস্থানমুঞ্জরী নাম কন্ত রসিকাবৃন্দ। সো ইয়ং প্রকাশ করিব সো পাদপদ্ম ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় ভক্ত বৃন্দ ॥ জয় শ্রীরূপ জয় রামানন্দ রায়। জয় রূপ সনাতন করুণ হৃদয় ॥ জয় দাস রঘুনাথ শ্রীভট্ট গোসাঞী। জয় শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীজীব গোসাঞী ॥ জয় জয় কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোসাঞী। তোমার চরিত্র যেন মহানন্দে গাই ॥ সর্ব্বাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি। পাথর গলিয়া যায় তব গুণ শুনি ॥ কৃষ্ণ লীলা গৌর লীলা একত্রে বর্ণন। চৈতন্যচরিতামৃত যাঁহার গ্রন্থন ॥ কবিরাজ গোসাঞী মোরে করহ সন্তোষ। ক্রম ভঙ্গ পুনরুক্তি এই দুই

দোষ ॥ কৃপা দৃষ্টি করি ক্ষেমি আত্মসাৎ কর। নিজ গুণে মোরে গোসাঞী অঙ্গীকার কর ॥ তব কৃত গ্রন্থ অর্থ জানিবার তরে। তোমার চরিত্র কহি স্ফুরিয়ে অন্তরে ॥ কবিরাজ চাঁদে করি অনন্ত প্রণাম। কহিয়ে তাঁহার গুণ শুন শ্রোতাগণ ॥ একে নিত্যানন্দ কৃপা আর গাঢ় ভক্তি। চৈতন্য করুণারূপ রঘুনাথ শক্তি ॥

শ্রী

মহাপ্রভু যৈছে শ্রীরূপেরে শিক্ষা দিল। তৈছে সেই অষ্ট শক্তি করিঞা রোপিল ॥ ইহাতে বিচিত্র নাহি

নাহি অগোচর। সব লিখিয়াছেন গোসাঞী পাইয়া গোচর ॥ চৈতন্যচরিতামৃত দেখ বিচারিয়া। যাহাতে সন্দেহ সব যাইবে ভাঙ্গিয়া ॥ কেহ না পাইঞাছে সেই গ্রন্থ দরশনে। তাহার প্রমাণ করি লিখিল কেমনে ॥ রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধললিত। এ তিন প্রধান রূপ কৈল নিজ কৃত ॥ আর যত গ্রন্থ কৈলা নাহি তার অন্ত। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তাঁর গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ॥ সেই সব গ্রন্থ করি কুটির মধ্যে ভরি। দ্বার রুদ্ধ রাখিলেন বহু যত্ন করি ॥ সেবার সময়ে মাত্র জল পুষ্প দেন। অন্য কেহ নাহি পায় গ্রন্থের দরশন ॥ শ্রীজীবেরে আজ্ঞা রূপ দিল যত্ন করি। সাবধানে রাখ গ্রন্থ প্রাণাধিক করি ॥ গৌড় হইতে আসিবেন শ্রীনিবাস নাম। তাঁরে দিও গ্রন্থ যাঁর নবদ্বীপে ধাম ॥ এত কহি গ্রন্থ সব কুটির মধ্যেতে। রাখিলেন গ্রন্থ কেহ না পায় লইতে ॥ সেই সব নাম গ্রন্থ শ্লোক আনিঞা। কৈছে লেখে কবিরাজ দেখ বিচারিয়া ॥ তথাহি মধ্যের প্রথমে ॥ প্রধান প্রধান কিছু করি নিরূপন।

লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত। দ[illegible] ॥ দান কেলি-
কৌমদী আর বহু স্তবাবলী। অষ্টাদশ লীলা ছন্দ আর পদাবলী ॥ ইত্যাদি ॥ অতএব তাঁর অগোচর কিছু নাই।
সর্ব্বশক্তি ধরে মোর কবিরাজ গোসাঞী ॥ কৃষ্ণ ধর্ম্ম লীলা যৈছে লেখে বেদব্যাস। চৈতন্যের মর্ম্ম তৈছে লেখে কৃষ্ণ-
দাস ॥ আরে মোর মোর কবিরাজ গোসাঞী। দয়াকর তোমা বিনে আর জানি নাই ॥ উর্দ্ধ বাহু করি গ্রন্থ শুন
সর্ব্বজন। চৈতন্য চরিত সদা কর দরশন ॥ সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের পাইবে পার। সর্ব্ব তত্ত্ব আছে পাবে অনুভব যার ॥

তথাহি মধ্যের শেষে ॥ শ্রদ্ধাকরি এই লীলা শুন ভক্তগণ। ইহাতে পাইবে শ্রীচৈতন্য চরণ ॥ ইহা হইতে
পাইবে কৃষ্ণতত্ত্ব সার। সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত ইহাতে পাবে পার ॥ ইত্যাদি ॥ এই আজ্ঞা মোর গোসাঞের
করহ পালন। অনায়াসে লভ্য হবে সকল সন্ধান ॥ আমি কি কহিতে জানি তাঁর গুণ রিত। গোচর হয়েন
যাঁর চৈতন্য চরিত ॥ প্রকট করিল চৈতন্যের গুণসিন্ধু। সর্ব্ব লিখি দৈন্য করি কহে কণাবিন্দু ॥ তথাহি
মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ চৈতন্যের বিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু, তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ইত্যাদি ॥
তাহার কল্লোল ঢেউ সাত্বিক যে সব ॥ ॥

অষ্ট সাত্বিক মূল কণার লাগিঞা। কহে তায় কবিরাজ দৈন্য দীন হইঞা। সর্ব্ব শাস্ত্রাগম তার নয়নে
গোচর। প্রকট প্রমাণ তরে করিনু প্রচার ॥ তথাহি ॥ ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ। কৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রে প্রকট
প্রমাণ ॥ ইতি ॥ দন্তে তৃণ ধরি কহি শুন সর্ব্বজন। সর্ব্ব তত্ত্ব পাবে তায় করহ দর্শন ॥ কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ মনুষ্যের সাধ্য নহে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। যার হৃদে বসি লেখে নিতাই চৈতন্য ॥ তাঁর গুণ
চরিত্র কি কহিবারে পারি। অল্প লেখান যদি মন হস্ত ধরি ॥ তবে প্রকাশিব কিছু তাঁর গুণ লীলা। যে প্রকারে নিজ গ্রন্থ টিকা
করাইলা ॥ সমাপ্ত হইল গ্রন্থ রাধাকুণ্ড তীরে। সমাপ্ত করিয়া মনে করিলা বিচারে ॥ জীব গোস্বামীর সহি বিনে চলিত নহিব।

গ্রন্থ লইয়া আইলা বৃন্দাবন দেখিবারে ॥ তথাহি
চৈতন্যচরিতামৃত টিকা করাইব ॥ এইমনে কবিরাজ চলিলা সত্বরে। গ্রন্থ লইয়া আইলা বৃন্দাবন দেখিবারে ॥ তথাহি
চৈতন্যচরিতামৃত টিকা করাইব ॥ এইমনে কবিরাজ চলিলা সত্বরে। স্বকেনিচ কৃতানিচ রাধাকুণ্ডস্য
অন্তের শেষে ॥ চৈতন্য সে লীলায়াং শ্লোকানি যানি কানিচৎসম্পন্না নিমৃদাতানি স্বকেনিচ কৃতানিচ রাধাকুণ্ডস্য
অন্তের শেষে ॥ চৈতন্য সে লীলায়াং শ্লোকানি যানি কানিচৎসম্পন্না নিমৃদাতানি ইতি ॥ জীবগোস্বামী আছেন শ্রীরাধা-
পূর্ব্বেখিন। °রাধারমণ কুট্টিমে চরিতামৃত শ্লোকানি পূরাতানি স্বকেচন ॥ ইতি ॥ জীবগোস্বামী আছেন শ্রীরাধা-
পূর্ব্বেখিন। °রাধারমণ কুট্টিমে চরিতামৃত শ্লোকানি পূরাতানি স্বকেচন ॥ হেন কালে কবিরাজ
দামোদরে। সেবা করেন গ্রন্থ শাস্ত্র করিল প্রচারে ॥ নিজগণ লইঞা গোসাঞী আছেন বসিয়া। হেন কালে কবিরাজ
দামোদরে। সেবা করেন গ্রন্থ শাস্ত্র করিল প্রচারে ॥ আইস আইস কবিরাজ বলেন ডাকিঞা ॥ আসি
উত্তরিল গিঞা ॥ জীব গোসাঞী কবিরাজে কহেন হাসিঞা। আইস আইস কবিরাজ বলেন ডাকিঞা ॥ আসি
উত্তরিল গিঞা ॥ জীব গোসাঞী কবিরাজে কহেন হাসিঞা। তবে কবিরাজ তাঁরে কৈল
কবিরাজ তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা। দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে মহাসুখ পাইলা ॥ তবে কবিরাজ তাঁরে কৈল
কবিরাজ তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা। দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে মহাসুখ পাইলা ॥ গ্রন্থ ধরি দৈন্য ভক্তে জীবে ফেলি দিলা। টিকা
নিবেদন। মোর মনোবাঞ্ছা গোসাঞী করহ পূরণ ॥ গ্রন্থ ধরি দৈন্য ভক্তে জীবে ফেলি দিলা। টিকা
নিবেদন। মোর মনোবাঞ্ছা গোসাঞী করহ পূরণ ॥ ক্রোধ প্রায়ে কবিরাজে
করেন কহি গ্রন্থ তাহারে কহিলা ॥ জীব গোসাঞী গ্রন্থ দেখি স্তম্ভিত হইলা। ক্রোধ প্রায়ে কবিরাজে
করেন কহি গ্রন্থ তাহারে কহিলা ॥ জীব গোসাঞী গ্রন্থ দেখি স্তম্ভিত হইলা। ব্যাকত
কহিতে লাগিলা ॥ বাহ্যে ক্রোধকরেন তেঁহ অন্তরে উল্লাস। সক্রোধে কহেন ওহে শুন কৃষ্ণদাস ॥ ব্যাকত
কহিতে লাগিলা ॥ বাহ্যে ক্রোধকরেন তেঁহ অন্তরে উল্লাস। সক্রোধে কহেন ওহে শুন কৃষ্ণদাস ॥ আমরা লিখিনু গ্রন্থ সংস্কার করিয়া।
করিয়া কেন করিলা বর্ণনে। পরক্রিয়া ভাব কেনে কৈলা প্রকাশনে ॥ আমরা লিখিনু গ্রন্থ সংস্কার করিয়া।
করিয়া কেন করিলা বর্ণনে। পরক্রিয়া ভাব কেনে কৈলা প্রকাশনে ॥ কঠিন প্রমান কেহ
ধর্ম্ম প্রকাশিঞা তাহা রাখিলা ঢাকিয়া ॥ বিদ্যাবান নহিলে কেহ নারিবে বুঝিতে। কঠিন প্রমান কেহ
ধর্ম্ম প্রকাশিঞা তাহা রাখিলা ঢাকিয়া ॥ বিদ্যাবান নহিলে কেহ নারিবে বুঝিতে। গোপাল-
নারিবে পড়িতে ॥ এক এক শ্লোকের অর্থ শত শত ধারে। বর্ণিয়াছেন প্রভু রূপ করিয়া বিস্তারে ॥ গোপাল-
নারিবে পড়িতে ॥ এক এক শ্লোকের অর্থ শত শত ধারে। বর্ণিয়াছেন প্রভু রূপ করিয়া বিস্তারে ॥ এতকহি
চম্পক নামে গ্রন্থ মহাশূর। লিখিয়াছেন নিত্য লীলা যাহাতে প্রচুর ॥ ভাষাকরি হেন গ্রন্থ করিতে জুয়ায়। এতকহি
চম্পক নামে গ্রন্থ মহাশূর। লিখিয়াছেন নিত্য লীলা যাহাতে প্রচুর ॥ ভাষাকরি হেন গ্রন্থ করিতে জুয়ায়। কবিরাজ
ক্রোধ কৈলা জীব মহাশয় ॥ বাহ্য ক্রোধাবেশে গোসাঞী কহিলা বচন। মূর্খেহ পড়িবে ইহায় ধর্ম্ম প্রচারন ॥ কবিরাজ
ক্রোধ কৈলা জীব মহাশয় ॥ বাহ্য ক্রোধাবেশে গোসাঞী কহিলা বচন। মূর্খেহ পড়িবে ইহায় ধর্ম্ম প্রচারন ॥ মনে করে
কহে গোসাঞী করহ করুণা। বৈষ্ণব আজ্ঞাতে মুই করিনু বর্ণনা ॥ এত শুনি জীব গোসাঞী মৌন করিলা। মনে করে
কহে গোসাঞী করহ করুণা। বৈষ্ণব আজ্ঞাতে মুই করিনু বর্ণনা ॥ এত শুনি জীব গোসাঞী মৌন করিলা। চৈতন্য প্রকট
এই গ্রন্থ নিতাই বর্ণিলা ॥ ভালমতে এই গ্রন্থে শক্তি দেখাইব। চৈতন্য প্রকট ইহায় লোকে জানাইব ॥ চৈতন্য প্রকট
এই গ্রন্থ নিতাই বর্ণিলা ॥ ভালমতে এই গ্রন্থে শক্তি দেখাইব। চৈতন্য প্রকট ইহায় লোকে জানাইব ॥ কিছু করি নিরূপন।
হইঞা যৈছে শিক্ষা দিলা। ভক্ত তৈছে আচরিবে ইহাই লিখিলা ॥ এই মনে

করে কিছু ভঙ্গি ॥ জীব গোসাঞী আর বার করেন উত্তর । ঐছে মর্ম্ম কাহে লেখ গ্রন্থের ভিতর ॥ মহাভাব নিত্য কেনে প্রকাশ করিলা । তাহার স্বরূপ রাধা জীবে জানাইলা ॥ তুমি যে লিখিলে জীবে সম্ভব না হয় । এত কহি গ্রন্থ লইয়া যমুনা ডারয় ॥ যমুনা বহয়ে জল নির্ম্মল কজ্জ্বল । রবির ছটায় তাহে করে ঝলমল ॥ তার মধ্যে গ্রন্থ যেন ভাসে হংসরাজ । জয় জয় কহে সবে ধন্য কবিরাজ ॥ বৃন্দাবনের মধ্যে বৈসে যতেক বৈষ্ণব । সবে কহে মনে করি মহানুভব ॥ নকুলের দেহে যৈছে আবির্ভাব হইলা । তৈছে এই গ্রন্থে গৌর আসিয়া বসিলা ॥ যমুনার স্রোতবহে বিষম তরঙ্গ ।

তৃণখণ্ড পড়ে যদি হয়ে যায় ভঙ্গ ॥ মধ্যে মধ্যে জলপাকে মধাথল হয় । তার মধ্যে গ্রন্থ যেঞা স্থির হঞা রয় ॥ ঐছন তরঙ্গে গ্রন্থ উজান চলিল । দেখিঞা শুনিঞা সবে চমৎকার হইল ॥ উজান ধাইঞা গ্রন্থ লাগিলেক তটে । শ্রীমদনমোহন মন্দিরেব নিকটে ॥ গোবিন্দঘাটেতে গ্রন্থ ফেলাইঞা দিলা । এতদূর ভাসি গ্রন্থ উজিঞা লাগিলা ॥ গ্রন্থের যতেক বাণী মদনমোহন । লিখিয়াছে কবিরাজ কহেন বচন ॥ তথাহি আদির পঞ্চমে ॥ এই গ্রন্থ লেখান মোরে মদনমোহন । আমার লেখন যেন শুকের পঠন ॥ সেই লিখি মদনমোহন লেখায় । কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ইতি ॥ ইহাতে সন্দেহ যার সেই হবে নাশ । অবিচিন্ত্য শক্তিতে যার না হয় বিশ্বাস ॥ অবিশ্বাস হইলে তার নাহিক নিস্তার । নাহি নাহি নাহি মুই কহি বারে বার ॥ ইহা ত অদ্ভুত নহে গ্রন্থের চরিত । চৈতন্য বৈসেন যাতে তাহা বিকসিত ॥ তিন দিন ঐছে গ্রন্থ জলের উপরে । আনিতে না দিল জীব শক্তি দেখাবারে ॥ ইহা বিনা বৈষ্ণবের উপাসনা নাই কবিরাজ বর্ণে বৈসে চৈতন্য গোসাঞী ॥ শ্রদ্ধা করি পড় ভাই শ্রদ্ধায সেবন । শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা করি কর দরশন ॥ শ্রদ্ধা করি শুন পাবে চৈতন্য চরণ । নিতাই চৈতন্য পদে পাবে প্রেমধন ॥ তবে সর্ব্ব বৈষ্ণবে শ্রীজীবে নিবেদিলা । জল হইতে জীব গোসাঞী গ্রন্থ আনাইলা ॥ আনাইলা গ্রন্থ বহু প্রশংসা করিঞা । কুঠরীর মধ্যে গ্রন্থ রাখিলা মুদিঞা ॥ গোস্বামীরা যত

গ্রন্থ করিলা বর্ণন। কুঠরী মধ্যে রাখিয়াছে করিঞা যতন॥ সেই কুঠী মধ্যে সর্ব্ব গ্রন্থের মধ্যেতে। রাখিলেন গ্রন্থ কেহ না পায় লইতে॥ কবিরাজে কহে জীব শুন কৃষ্ণদাস। আমা সবা গ্রন্থ সঙ্গে যাবে গৌড়দেশ॥ প্রভু শ্রীরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন আমারে। নাম শ্রীনিবাস আইলে গ্রন্থ দিবা তারে॥ এত শুনি কবিরাজ মন দুঃখী হইলা। মন দুঃখে কবিরাজ মথুরা আইলা॥ মথুরার ব্রাহ্মণ ঘরে আসিঞা রহিলা। সকল জানেন তত্ব বিষাদ ভাবিলা॥ উপকার লাগি তার এই এক লীলা। কারে কি কহিব বলি মৌন করিলা॥ শ্রীগৌড়মণ্ডলে শিঘ্র পাঠাইবার কারণ। বিষাদ ভাবিঞা মিথ্যা কহেন বচন॥ বৃদ্ধকালে প্রভুর গুণ করিনু বর্ণন। বৈষ্ণবে পড়িতা মোকে করিতা স্মরণ॥ তবে সে আমার শ্রম হইত সফল। এত বলি কবিরাজ হইল বিকল॥ সেই ক্ষণে শ্রীমুকুন্দ সঙ্গে ছিলা তাঁর। সকল শুনিঞা কহে অবতার॥ মন দুঃখে তিন দিন রহে উপবাসে। গৌরাঙ্গ চিন্তিয়া করে হাহা হুতাশ॥ মুকুন্দ কহে বৃদ্ধকালে একগ্রন্থ কৈল। দৈব যদি হয় তবে কেহনা পাইল॥ গোস্বামীরা লক্ষ গ্রন্থ বর্ণন করিলা। শত সহস্র দৈবেতেই গেলা॥ তথাপিও ক্ষতি নহে অন্য গ্রন্থ পাই। ব্যাপক হইবে ধর্ম্ম পণ্ডিতে মাত্র গাই॥ সর্ব্বভক্ত গণের ইথে নহে অধিকার। ব্যাকরণ বিনে অর্থ নাহি জানে তার॥ আমি যে করিনু গ্রন্থ সবার কারণে। বিদ্যা না হইলে ধর্ম্ম বুঝিবে দরশনে॥ প্রভুর যে শেষ লিলা কেহ না জানিবে। প্রেম ভক্তি আচরণ কেহ না বর্ণিবে॥ দ্বাদশ বৎসরে প্রভু যত লিলা কৈল। মুখ্য মুখ্য মর্ম্ম মুই ইহাতে কহিল॥ হেন গ্রন্থ দৈবে গেল কেহ না পাইবে। দয়াল চৈতন্য লীলা কেহ না জানিবে॥ সত্য কহি কবিরাজের অপ্রাকৃত মন। শ্রীনিবাস গ্রন্থ আনে হইল বিবটন॥ যবে শ্রীআচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে গেলা। জীব গোসাঞী সব গ্রন্থ তাঁরে সমর্পিলা॥ আসিতেই গ্রন্থ গৌড়ে হইল বিঘটনে। রাঢ়দেশে বীরভূমে বিষ্ণুপুর গ্রামে॥ বিস্তার ভয়েতে তাহা না করি লিখন। কবিরাজের লীলা মাত্র করিঞে বর্ণন॥ অনন্তাচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস। নিতাই চৈতন্যে তাঁর পরম বিশ্বাস। চরিতামৃত হরিদাস আনিতে

না দিল। কবিরাজের সাক্ষর গ্রন্থ ব্রজেতে রহিলা ॥ অদ্যাবধি সেই গ্রন্থ ব্রজভূমী রয়। ভাগ্যবান যেই সেই দরশন পায় ॥ তবে কবিরাজ সঙ্গে শ্রীমুকুন্দ গেলা। মথুরায় মন কথা মুকুন্দে কহিলা ॥ হেন মতে কবিরাজ মনোদুঃখে রয়। গোসাঞী মুকুন্দ তাঁর পায়ে ধরি কয় ॥ স্নানাদি করহ প্রভু করহ ভোজন। অবশ্য মিলিবে প্রভু তোমার বর্ণন ॥ তবে কবিরাজ গোসাঞী হর্ষাইয়া চিত্তে। কেমনে পাইব বাপ কহ প্রিয় বাতে ॥ মুকুন্দ কহেন প্রভু করহ ভোজন। চিন্তা না করিহ প্রভু করি নিবেদন ॥ তবে কবিরাজ গোসাঞী করিঞা মৃদ্ধান্ন। কি কহিলা বাপ কিছু না বুঝি কারণ ॥

কেমনে পাইব বাপ কহ বিবরণ ॥ মোর চিত্ত আত্মা মন সেই গ্রন্থ হয়। লোকে না পাইলে মোর মরণ নিশ্চয় ॥ মুকুন্দ কহেন প্রভু করি নিবেদন। যে কালে আপনি করেন গ্রন্থের লিখন ॥ পরিচ্ছেদ সাঙ্গ হইলে লইযাছি মাগিঞা। পড়িঞা লিখিঞা প্রভু দিতাম আনিঞা ॥ তিন লীলা গ্রন্থ প্রভু আছে মোর ঠাঁই। সন্তুষ্ট হয়েন প্রভু মোর কেহ নাই ॥ [illegible] দুই পরিচ্ছেদ আছে মোর পাশ। ইহা শুনি কবিরাজ হইলা উল্লাস ॥ মুকুন্দে আনন্দ হইঞা কহি[illegible]নে। প্রকাশ না করিহ এবে বাপ সাবধানে ॥ প্রেমানন্দ হইঞা তাবে আত্ম সাথ কৈলা। সেই হইতে শ্রীমুকুন্দ প্রেমেতে ডুবিলা ॥ অষ্ট শক্তি দিলা গোসাঞী মুকুন্দ উপরে। সেই হইতে মুকুন্দ গ্রন্থ বর্ণে নিরন্তরে ॥ কবিরাজের গণ যত নাহিক গণন। মুকুন্দ হইলা সবার

কৃপার ভাজন। কবিরাজে মর্ম্ম শাখার করিঞা গণন। যে সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ গোপাল ক্ষেত্রীয় বিষ্ণুদাস মহাশয়। রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বড় দয়াময় ॥ গোবিন্দ অধিকারী আর মুকুন্দ গোসাঞী এই পঞ্চ জন মুখ্য শাখা করি গাই ॥ মুকুন্দ কনিষ্ঠ শাখা সবার স্নেহের ভাজন। কবিরাজ চাঁদের তেঁহ হন প্রাণ সম ॥ এই মতে কবিরাজ মুকুন্দে কৃপা কৈলা। বিস্তার আছয়ে পূর্ব্ব শেষ যে কহিলা ॥ মুকুন্দ চরিত্র তাহা করহ শ্রবণ। যেমতে আইলা পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন ॥ তাঁর পূর্ব্ব কথা কিছু করিয়া প্রকাশ। সাধু মুখে শুনি যাহা কহিঞে আভাস ॥ পশ্চিমেতে জন্ম নামে মূলতান

গ্রাম। সদাগর পুত্র তেঁহ মহাভাগ্যবান॥ তাঁর সুখ ঐশ্বর্য্যের কি কহিব পার। বৈকুণ্ঠের সম যেন আলয় তাঁহার। একদিন নিজালয়ে আছেন শয়নে। শেষ রাত্রে শ্রীমুকুন্দ দেখেন স্বপনে॥ বৃন্দাবন নাথ গোবিন্দ যেয়ে তাঁর পাশে। বৃন্দাবনে আইস কহে শ্রীমুখের হাসে॥ শীঘ্র উঠহ মুকুন্দ করহ গমন। বৃন্দাবনে যাহ হবে বাঞ্ছিত পূরণ॥ এত কহি প্রভু রাধা সখী সঙ্গে লইঞা। অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লইঞা॥ মুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল হেন কালে। কি দেখিনু চমৎকার কহেন বিকলে॥ হাহা হুতাশ করে স্থির নাহি বান্ধে। দুনয়নে শত ধারা ঊর্দ্ধমুখে কান্দে॥ হায় হায় বিধি মোরে নিদারুণ হইলা। পাইনু জগন্নাথ কেন কাড়ি নিলা॥ এতেক বিষাদ করি কহে স্থির হইঞা। প্রভু আজ্ঞা দিল যাহা করি দড়াইঞা॥ এতেক বিচার করি পিতা পাশে গিএঞা। জোড় হস্তে কহে পিতার পদরেণু লইঞা॥ আজ্ঞা করুন মোরে যাব পূর্ব্বদেশ। বাণিজ্য করিতে যাব হয়েন সন্তোষ॥ বাণিজ্যের ছলে কহে পিতার চরণে। তার পিতা কহে কর যে তোমার মনে॥ তার মন কথা তার পিতা না জানিল। অতএব ইচ্ছামত আজ্ঞা তারে দিল॥ তবেত মুকুন্দ তিন নৌকা আনাইলা। নানা সৌগন্ধ জিনিষ তাহাতে ভরিলা॥ মনে করে ব্রজবাসীর সেবাতে লাগিবে। ব্রজবাসীর সেবায় কৃষ্ণ সেবা হইবে॥ জায়ফল এলাচি লবঙ্গ মরিচ কর্পূর। বহু মূল্য দ্রব্য কত অনেক প্রচুর॥ শাল পট্ট বনাতাদি রোম বস্ত্র যত। পট্ট বস্ত্র বহুবিধ কে গণিবে কত॥ হীরা জহর মুক্তাদিক কতেক লইঞা। বাণিজ্য করিতে আইসেন পিতারে কহিঞা॥ কোন বাণিজ্য কিছু না বুঝি কারণে। মুকুন্দ বাণিজ্য তাহা জীবে নাহি জানে॥ ভাগ্যবান জনের বাণিজ্যেতে মন। মুকুন্দ যাহাকে করে কৃপাবলোকন। চলিলা মুকুন্দ ব্রজে আনন্দ অন্তরে। বহু জন সঙ্গে চারি দিনের ভিতরে॥ আসিয়া লাগিল ভরা বৃন্দাবন ঘাটে। শ্রীমন্দির মদনমোহনের নিকটে॥ বৃন্দাবনের শোভা দেখি গদ গদ। উথলিল প্রেম দেহে না যায় ধরণ॥ কোকিলের ধ্বনি শুনি ময়ূরের দেখি নৃত্য। ফলে ফুলে বৃক্ষলতা বড়ই চমৎকৃত॥ ভ্রমর গুঞ্জরে তাতে শীতল

পবন। দেখি আকর্ষিল তবে মুকুন্দের মন ॥ মন্দির দেখিঞা কহে কোন দেব হন। ব্রজবাসী কহে কৃষ্ণ মদনমোহন ॥ তবেত মুকুন্দ ধামে অষ্টাঙ্গ হইঞা। দর্শনে চলিলা মনে আনন্দ পাইঞা ॥ মদনমোহন দেখি প্রেমে মূর্চ্ছা হয়। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥ হুহুঙ্কার করি পুন করেন হুতাশ। মদনমোহন মোরে কর নিজ দাস ॥ তবে তথা আছিল যে বৈষ্ণবগণ। সবে কহে শ্রীগোবিন্দ করহ দরশন ॥ তবে সবাকারে তেঁই প্রণাম করিলা। শ্রীরাধাগোবিন্দ দেব দরশনে চলিলা ॥ গোবিন্দ দেখিয়ে যত প্রেমের বিকারে। অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ গদ শরীরে ॥ প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা দেখি তুষ্ট সর্ব্বজন। আসি কবিরাজে সবে করে নিবেদন ॥ এক মহাজন পুত্র আইল বৃন্দাবন। কৃষ্ণ ভজনের যোগ্য হয়েন উত্তম ॥ তবে কবিরাজ তাঁরে শুভদৃষ্টি কৈলা। আনন্দ হইয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ গোসাঞী কহে আরে বাপ কোথা জন্ম স্থান। মুকুন্দ কহেন ঠাকুর জন্ম মুলতান ॥ গোসাঞী কহে কি কার্য্যেতে এত দূর দেশে। মুকুন্দ কহেন তব দরশন আশে। কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে লোভিনু জনম। কৃপা রজ্জু দিয়া তোল মোবড় অধম ॥ কৃপা কর মোরে ঠাকুর লইনু শরণ। আমা উদ্ধারিতে বলি নাহি কোন জন ॥ তবে নমস্কার করে পুন পুনর্ব্বার। পুন উঠি স্তুতি করে জুড়ি দুই কর ॥ তোমা বিনে প্রভু মোর কেহ নাহি আর ॥ আত্মসাথ করিলেহ মুই দুরাচার ॥ কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে আর পড়িতে না হয়। এই মোর মনোবাঞ্ছা শুন দয়াময় ॥ স্তুতি শুনি কবিরাজ কৈল আলিঙ্গনে। সবে কৃপা কর গোসাঞী কহে নিজ গণে ॥ সবাকারে শ্রীমুকুন্দ কৈল পরণাম। সবে কৃপা কৈল কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ আর দিন মুকুন্দ নৌকার জিনিষ তুলিয়া। ব্রজবাসীগণে সবে দিল লুটাইয়া ॥ এই ত কহিল মুকুন্দের পূর্ব্ব কথা। যাহার শ্রবণে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ উপশাখাদিক মনে যতেক আছয়। সর্ব্বক্ষান্তি পাবে হবে নির্ম্মল হৃদয় ॥ গোস্বামীর পাদপদ্মে অনুরাগ যার। এই সব শ্রবণে আনন্দ হয় তার ॥ এবে শুন কবিরাজের কৃপার স্বভাব। যাহার শ্রবণে কাষ্ঠে উপজয়ে ভাব ॥ মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমন। তাহা

মধ্যে শিবানন্দপুত্রের মিলন ॥ তিন লীলা গ্রন্থ যবে মুকুন্দে কহিলা। শুনি কবিরাজ গোসাঞী আনন্দ পাইলা ॥ পাঠা-
ইব গ্রন্থ গৌড়ে মনেতে করিল। মনকথা কবিরাজ মুকুন্দে বলিল ॥ কাঁহা না কহিবে এবে বারণ করিল। মোর মনো-
বাঞ্ছা গৌর পূরণ করিল ॥ চৈতন্যচরিতামৃত তোমা সঙ্গে দিয়া। গৌড়ে পাঠাইব ভক্তগণের লাগিয়া ॥ এত কহি হর্ষ
হইয়া রহে মথুরায়। রাত্র দিন চৈতন্য কথায় আনন্দ হীরায় ॥ হেন কালে শিবানন্দপুত্র মহাশয়। গৌর প্রেমে মত্ত
তেঁহ বড় দয়াময় ॥ মথুরা আইল তেঁহ গৌড় দেশ হইতে। বিশ্রামঘাটেতে দেখা কবিরাজ সাথে ॥ তাঁরে দেখি কবি-
রাজ করিল পরণাম। উঠাইয়া কর্ণপূর কৈল আলিঙ্গন ॥ গৌরাঙ্গ বিরহে দোঁহে বিহ্বল হইয়া। স্তম্ভ
পুলক কম্প অশ্রুতে ভাসিয়া ॥ ভূমিতে পড়িলা দোঁহে হইয়া অচেতন। আস্তে ব্যস্তে প্রভু যেয়া করাইল
চেতন ॥ দোঁহে স্থির হইয়া তাঁরে [illegible] হইলা। দোঁহাকারে মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥ দোঁহে বৃন্দাবনে
যাহ চিন্তা কিছু নাই। তোমা দোঁহা হৃদে আমি থাকিব সদাই ॥ তবে দোঁহে স্থির হইয়া বৃন্দাবনে
আইলা। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দরশন কৈলা ॥ কর্ণপূর শ্রীজীবকে কহিল গোপনেতে। কৃষ্ণদাসে তুষ্ট
হও কায়মনোচিতে ॥ তথাহি কবি কর্ণপূর বাক্য ॥ ইহ বিনাশ্যতি রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জাধিকারী। তদভয় রস-
রিতে সিদ্ধ সিদ্ধান্তধারী ॥ সকল সুজন গায়, কৃষ্ণদাস বিধায়, তব পদ নিখিল গুণানাং ॥ ইতি ॥ যে আজ্ঞা
বলিয়া গোসাঞী ঈষৎ হাসিলা। সেই কালে গ্রন্থ তেঁহ আনিতে কহিলা ॥ যাইয়া বৈষ্ণব এক কপাট খুলিল। সর্ব্ব
উপরেতে গ্রন্থ দেখিতে পাইল ॥ তবে সেই গ্রন্থ বৈষ্ণব সভাতে লইয়া। দেখান সবারে সবে বিস্ময় হইয়া ॥ সকল গ্রন্থের
মধ্যে সে গ্রন্থ রাখিলা। কেমনে সকল গ্রন্থের উপরে আসিলা ॥ চৈতন্যচরিতামৃত সকল গ্রন্থ সার। এই কথা কর্ণপূর
কহে বার বার ॥ সমুদ্র মন্থনে যৈছে সুধা উঠাইল। তৈছে কবিরাজ শাস্ত্র মন্থে গ্রন্থ কৈল ॥ সুধা পান করিলে সে যৈছে
অমর হয়। তৈছে চরিতামৃত পানে নিত্যধাম পায় ॥ প্রণাম করেন সবে অষ্টাঙ্গ হইয়া। মস্তকে ধরিব সবে কহে

মগ্ন হইঞা ॥ নতশিরে ধরি সবে কান্দিল প্রচুর। গ্রন্থ টীকা কর কহে কবি কর্ণপূর ॥ তবেত শ্রীজীব গোসাঞী কলম হস্তে ধরি। টীকা করিলেন গ্রন্থ উল্লাস উপরি॥ কবিরাজ গোসাঞী মহাচতুর শিরোমণি। টীকার কারণে স্থান রাখিলা আপনি॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ বলিয়া লিখিলা। মধ্যে স্থান রাখি ইতি পরিচ্ছেদ করিলা॥ তবেত শ্রীজীব গোসাঞী প্রেমানন্দ হইয়া। কৃষ্ণদাস কহে মধ্যে দিলেন লিখিয়া॥ প্রেমানন্দ হইয়া গ্রন্থে করিলা অষ্টাঙ্গ। সকলে প্রণাম কৈল প্রেমের তরঙ্গ ॥ তবেত শ্রীজীব গোসাঞী কহে নিজগণে। আস্বাদহ এই গ্রন্থ কায় বাক্য মনে ॥ এই চরিতামৃত সুধাসারময়।

পিব পিব পুনঃ পুনঃ কহে মহাশয়॥ তাবৎ বৈষ্ণবগণ লিখিয়া লইল। চৈতন্যচরিত ব্রজে সর্ব্বত্র ব্যাপিল॥ তবে কবিরাজ গোসাঞী গোপনে ডাকিয়া। মুকুন্দে কহেন বড় দয়াল হইয়া ॥ তুমি রাখিয়াছ যেই গ্রন্থ নিজ পাশে। সেই গ্রন্থ লইয়া বাপ যাহ পূর্ব্ব দেশে ॥ গ্রন্থ লইয়া যাহ বাপ শ্রীগৌড় মণ্ডল। লিখিয়া লয়েন যেন বৈষ্ণব সকল ॥ যারে তারে দিবা বাপ কহিলা বচন। এত কহি মুকুন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ॥ বিদায় করিল তারে প্রসাদ করিয়া। নবদ্বীপে আইলা তেঁহ প্রেমানন্দ হইঞা ॥ সকল গ্রন্থের আগে চৈতন্যচরিত। শ্রীগৌড় মণ্ডলে আসি হইলা ব্যাকত ॥ গুরু আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ দিলা যারে তারে। সিদ্ধ আজ্ঞায় গ্রন্থ দেখা হইল ঘরে ঘরে ॥ এইত কহিল গ্রন্থ টীকার কারণ ।ইহা বশ্রণে ভক্তের জুড়ায় কর্ণমন ॥

কবিরাজ মুকুন্দের মহিমা অপার। আমি কি কহিতে জানি হইয়াজীব ছার ॥ দোঁহ গোসাঞী নিজ গুণ কহেন আপনি। দোঁহার চরিত্র কিবা কহিবারে জানি ॥ যৈছে তৈছে কহি মুই আপনা শোধিতে। টানা টানি করি এই ভব উদ্ধারিতে॥ শ্রদ্ধা করি এই গ্রন্থ করহ আস্বাদ। অনায়াসে পাবে ইথে চৈতন্য প্রসাদ ॥ চৈতন্য পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি হবে। চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়িতে নারিবে ॥ কবিরাজ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ করিয়া লিখন ॥ আপনার আত্মা মুই শোধিবার তরে। কবিরাজে গুণলীলা করিনু প্রচারে॥ এইত কহিল কবিরাজের চরিত।

যাহার শ্রবণে হয় হৃদয় পবিত্র ॥ নিতাই চৈতন্য হৃদে ধরে যেই জন। তাহার আনন্দ হবে করিতে শ্রবণ ॥ গোস্বামীর পদে যার দৃঢ় ভক্তি হয়। সেই সে বিশ্বাস করি লইতে পারয় ॥ গৌর অনুরাগহীনের না হয় আনন্দ। অবিশ্বাস করে সেই তর্কের প্রবন্ধ ॥ কবিরাজ পাদপদ্মে অনুরাগ যায়। এসব শ্রবণে মন ডুবয়ে তাহার ॥ যেই কথা সাধু মুখে শুনিনু শ্রবণে। সেই মত লিখি দোষ না লইবা মনে ॥ এইত কহিল কবিরাজ মুকুন্দের গুণ। এবে কহি শিক্ষাগুরু যেই মতে হন ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ। অকিঞ্চন হঞা করি বিবর্ত্ত বিলাস ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক চরণে এই বল। যাহার কৃপাতে মুই হইব সফল ॥ শুদ্ধাশুদ্ধ ইহা কেহ না করিবে মনে। ভাবগ্রাহী কহে ভক্ত প্রভু জনার্দ্দনে ॥ তথাহি পদ্মপুরাণে। মূর্খো বদতি বিষ্টায় ধীর বদতি বিষ্ণবে উভয়স্তু সমং পুন্য ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনে ॥ ইতি ॥ বিবর্ত্তবিলাসে কবিরাজ গোস্বামীর মহিমা ও গ্রন্থটীকা করণ এবং মুকুন্দ গোস্বামীর পূর্ব্ব গুণ বর্ণনং নাম দ্বিতীয় বিলাস ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥ * ॥

চিন্তামনি জয়তি সোমগিরি গুরুমে শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখীপিঞ্চ মৌনী যৎপাদ কল্পতরু পল্লব শিখরেষু লীলা স্বয়-স্বররসং লভতে জয়শ্রী ॥ ইতি ॥ শিক্ষাগুরু চৈত্তরূপ দর্শন কারণং মপিয়তি গুহ্যান্তর বাণং গোচর নয়নদ্বয়ং ॥ জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যধাম। জয় জয় অবধৌত নিত্যানন্দ রাম ॥ জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞী। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যাঁহা হইতে পাই ॥ য়জজয় গৌরসঙ্গে যত পারিষদ। অপরাধ ক্ষেমি মোরে করহ প্রসাদ॥ এবে কহি শিক্ষাগুরু যেই মতে হয়। সেইমতে শিক্ষাগুরু করহ আশ্রয় ॥ সর্ব্ব অভিমান ছাড়ি ধরহ চরণ। রাধিকা স্বরূপ জানি শিক্ষা মহাজন॥ ওহেমন শুন কহি তোমার উপকার। তব উপকারে ভাই ভাল সে আমার॥ চরণে ধরিয়া কহি ব্যাগ্রত করিয়া। মহা-জন মত ধর্ম্ম লহ বিচারিয়া ॥ রতিরূপ আত্মা তারে করহ শোধন। বাণরূপে অগ্নি দিয়া করহ যাজন॥ তবে সংস্কার হইয়া হইবে নির্ম্মল। মহাজন মত সূক্ষ্ম কহিব সকল॥ তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে॥ পড়ুয়া সকলে বলে ধাতু সংস্কার। প্রভু বলে কৃষ্ণভক্ত বহি নাহি আর॥ ইতি ॥ রসিক ভক্ত বিনে ইহা কেপারে শোধিতে। রতিখণ্ড হইয়া জীব যায় অধঃপাতে ॥ ওহে মন তোমাবিনে কহিব কাহারে। তুমি ভাল হইলে মুই হইব উদ্ধারে ॥ বহু সঙ্গে বহু মত শুনিলা শ্রবণে। চৈতন্যের মর্ম্ম নাহি কৈল নির্দ্ধারণে ॥ বহু মতে কৃষ্ণ পায় মিথ্যা কভু নয়। মধুর যুগল প্রাপ্তি সাত্বিক যে হয় ॥ তথাহি ॥ নির্ল্লেকৈ সাধ্যং বহুসাধনানি কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞ পরমাদরেন। শ্রীরূপ পাদাব্জ রজোভিষেকং ব্রতঞ্চনেব মম সাধনাধি ॥ ইতি ॥ অতএব সব ভক্তে প্রণাম আমার। অবিশ্বাস না করিহ ধরি চরণে সবার ॥ শান্তদাস্য বাৎসল্য সখ্য চারি রস। যেই যেই ভাব সিদ্ধি অনুসারে ব্রজে বাস ॥ শান্ত ভাব সিদ্ধি হইলে ব্রজে গোপী হই। দাস্য ভাব সিদ্ধি হইলে অনান্য গোপী মাই ॥ সখ্যভাব পক্ক হইলে সখা সঙ্গে স্থিতি। বাৎসল্যতা সিদ্ধি পাইলে নন্দগৃহ গতি ॥ অতএব চারিগুণ হয় মধুরেতে। নিজ লইয়া পঞ্চ রাধাভাব হয় যাতে॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে। ভাব যোগ্য দেহ পাইয়া

কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ ইতি ॥ বৈকুণ্ঠ মথুরা দ্বারিকা গোলক চারি ধাম। চারি ধামে কৃষ্ণ রহে কভুনহে আন ॥ তেকারণে রায় কহে প্রাপ্তি তারোত্তম। যার যেই রস হয় সেই সে উত্তম ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারোত্তম বহুত আছয় ॥ কিন্তু যার যেই ভাব সেই সে উত্তম। তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারোত্তম ॥ইতি॥ অতত্রব শুন মন করি নিবেদন। গুহ্য গুহ্যাধিক যত করহ শ্রবণ ॥ বিবর্তবিলাস প্রেম কর আচরণ। তাপত্রয় তোমার সব হইবে মোচন ॥ মিথ্যা কেন ফির মন বৃথা যায় কাল। গোস্বামীর ধর্ম্ম মন যজহ সকল ॥ শিক্ষাগুরু করি ভজ তাঁহার চরণ। তেঁহ যাহা আজ্ঞা দিল করহ গ্রহণ ॥ এবে শুন মন তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য। তোমারে কহিয়ে মুই তুমি শুন সর্ব্ব ॥ আদি অন্ত কহি ভাই করহ সাধন। তবে তোমা সঙ্গে সিদ্ধি হইবে ভজন ॥ তোমার হইলে মন আমার হইবে। তুমি নাজানিলে মন অধোগতি পাবে ॥ শিক্ষাগুরু সাধি ব্রজ প্রাপ্তি হয়। চক্ষুদান না হইলে কভু প্রাপ্তি নয় ॥ ইহার সাদৃশ্য কিছু করিয়ে লিখন। সামান্য তুলনা দিয়ে কহি বিশেষণ ॥ মন্ত্রপূট হেতু বাণ কহিয়ে প্রাকৃত। মন্ত্রনাস্তি বাণ যাহা কহিয়ে অপ্রাকৃত ॥ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়ে শুন বন্ধুগণ। দ্রোণাচার্য্য গুরু শিষ্য হয় অর্জ্জুন ॥ দ্রুপদ রাজা দ্রৌপদীর বিবাহ লাগিঞা। প্রতিজ্ঞা করিল মৎস্যচক্র উঠাইঞা ॥ মৎস্যচক্র লক্ষ যোজন উর্দ্ধে উঠাইল। তার অধো শূন্য থালে জল ভরি থুইল ॥ পৃথিবীতে যত রাজা কৈল নিমন্ত্রণ। পুরাণেতে আছে বিস্তার কহি বিবরণ ॥ থালে দৃষ্টি করি মৎস্য ছেদ কর তবে সে আমার হইবেক বর ॥ এতেক শুনিয়া বীর যত রাজগণ। ধনু ধরি বাণ সবে করিল ক্ষেপণ ॥ একে একে সব রাজা পরাভব হইল। মৎস্যচক্র নামাইতে কেহ সে নারিল ॥ তবে অর্জ্জুন ধনুর্ব্বান লইয়া করে। ঐকান্তিক হইয়া দ্রোণ গুরুকে স্মরে ॥ ধনু ধরি সেই বাণ ক্ষেপণ করিল। মৎসের নিকটে দ্রোণ গুরু দাণ্ডাইল ॥ বোণেতে করিয়া জল আনি তীর্থ হইতে। জল আনি লাগিলেন পাদ প্রক্ষালিতে ॥ বাণে করি পুষ্প আনি করিল পূজন।

শ্রী

গুরু পদে পরনাম করিল অর্জ্জুন ॥ পুনঃ বাণ ছাড়ি মৎস্ত চক্র নামাইল ॥ দ্রৌপদি আসিয়া মাল্য চন্দন পরাইল ॥ শিক্ষা নষ্টকের বল দেখ ভাই। শিক্ষা গুরু ধর্ম্ম নিষ্ঠা নিত্য ধামে যাই ॥ দেখহ মন . অর্জ্জুনের গুরু নিষ্ঠা বল) ঐছে নিষ্ঠা হইলে তুমি সাধিবে সকল ॥ ঐছন সাধন ভাই অধোউর্দ্ধ লইঞা। সকল কহিল ভাই দৃষ্টান্ত দেখাইঞা ॥ অর্জ্জুন পড়িল মন্ত্র বাণের উপরে। মন্ত্রনাস্তি বাণ মার আপন শরীরে ॥ মন্ত্রযুক্ত বাণ সে মারিলে নিজ নয়। ছুটিলে আপন নহে শুন মহাশয় ॥ মন্ত্রনাশি সে বাণ ছাড়ি সে নিজ হাতে। মনে মনে করি এক বাণ মারি শতে ॥ অধো দৃষ্টি করি তেঁহ মৎস্য কৈল ছেদ। উলটা জানিবে তৈছে সাধনের ভেদ ॥ এমতি জানিবে মন বাণের ভজন। তাহাতে লইঞা পঞ্চবাণের কারণ ॥ সাধনে সামর্থা হইবে রিপু পরাভব। দিনে দিনে রসোল্লাস পাবে অনুভব ॥ অতএব শুন মন করি নিবেদন। বাণ শিক্ষা গুরু ভাই করহ চিন্তন ॥ (মদন মাদন আর শোষণ স্তম্ভন। মোহন কহিয়ে এই হয় পঞ্চবাণ ॥ সদাই যজিবে রূপ হইয়া চিন্তিত। প্রাকৃতকে করিবে তুমি সে অপ্রাকৃত ॥ মহাপ্রভুর আজ্ঞা বাণ সহিত যাজনে। বাণ শিক্ষা নহে শিক্ষা গুরু সে কেমনে ॥ অষ্ট শক্তি মহাপ্রভু শ্রীরূপেরে দিল। বাণ শিক্ষা সব সনাতনে করাইল ॥ পরক্রিয়া রাধা ভাব বাণেতে সে হয়। পরতত্ত্ব পরতার ক্রিয়া সে নিশ্চয় ॥) ভাব মত বিধিমত গোস্বামী লিখিঞা। ভাব মত গোস্বামী ধর্ম্ম প্রভুর মর্ম্ম লইঞা ॥ বিধিমত বৈধী অঙ্গ শাস্ত্র সে বর্ণিতে। শিক্ষাইল সনাতনে এই দুইমতে ॥ ভাব মত প্রভু দিল সে ধর্ম্ম সাধিতে। ভাব মত বিধিমত এই দুই ব্যাকতে ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োবিংশে ॥ ভাব মত বিধিমত সনাতনে দিল। অষ্ট প্রকার স্বরূপ শক্তি রূপে সঞ্চারিল ॥ ইতি ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োবিংশে ॥ অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার। সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার ॥ মাদনের চুম্বনাদি অনেক বিভেদ। উদ্ঘূর্ণা চিত্ত জল্পা মোহনের দুই ভেদ ॥ ইতি ॥ মহাপ্রভুর মনোবৃত্তি শ্রীরূপেরে দিলা। স্বরূপ গোসাঞী নিজধর্ম্ম রঘুনাথে কহিলা ॥ দুই রঘুনাথ গোসাঞী কবিরাজে দিলা। স্বরূপ

গোসাঞী নিজধর্ম্ম রঘুনাথে কহিলা ॥ পঞ্চগুণ পঞ্চবাণ কবিরাজ পাইয়া। মুকুন্দে কহিল বাণ গুণে মিলাইয়া ॥ তথাহি মধ্যমের উনবিংশতিতে ॥ প্রিয় স্বরূপে ১। দ্বৈত স্বরূপে ২। প্রেম স্বরূপে ৩। সহজাতি রূপে ৪। নিজানুরূপে ৫। ততানুরূপে ৬। প্রভুয়েক রূপে ৭। স্ববিলাস রূপে ৮ ॥ ইতি॥ আগে কহিব অর্থ পৃথক পৃথক্। অষ্টশক্তি গূঢ় যাতে রসিক সাধক ॥ অষ্ট শক্তির এক শক্তি রূপ দেখাইল। সাধু সঙ্গ সিক্ষাগুরু কৃপা যে করিল॥ প্রেম রস তাতে প্রেম উৎপত্তি হয়। আদি লীলা চতুর্থেতে প্রেম চিহ্ন কয় ॥ তথাহি আদির চতুর্থে॥ আর এক আছে প্রেম স্বাভাবিক চিহ্ন।

যে প্রকারে হয় প্রেম কাম গন্ধহীন ॥ ইতি ॥ গুণ পঞ্চ যাহা তাহা করিয়ে গণন। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ পঞ্চজন ॥ ঐছন সাধক ভাই নহে প্রকাশন। শিক্ষাগুরু পাশে পাই সব বিবরণ ॥ গোস্বামীর অনুগত প্রণালী গ্রহণ। তবে সে পাইবে গুণ বাণের সাধন্ ॥ গোস্বামীর অনুগত প্রণালী লইব। তবে কেন সেই শক্তিবাণ না পাইব ॥ অষ্ট শক্তির এক পাই তত্ত্ব শিক্ষামানি। এক শক্তি না পাইব শিক্ষা কৈছে গণি ॥ গায়ত্রী পঞ্চনাম শিড়ি পাইয়া শিক্ষা কহে। বিলাস বিবর্ত্ত ধর্ম্ম কৈছে ইহা হযে॥ তত্ত্ববস্তু শুনাইয়া শিক্ষাগুরু জানি। পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য উপাস্য কেমনি ॥ আত্মতত্ত্ব শুনি সব জগত মাতিল। তেকারণে পরতত্ত্ব তারে না ঘটিল॥ আত্মতত্ত্বজানি করে পূর্ণ অভিমান। আমি সে সকল সাধন জানিযে সন্ধান ॥

শ্রী

ইহ ভাগ্যবাণ তারে মধ্যম পাত্র কহি। বীজ গায়ত্রী পঞ্চনামে শিক্ষা.হয় নাহি ॥ দীক্ষাগুরু নাম মন্ত্র কৃপা করি দিল। শিক্ষাগুরু মন্ত্রদিলে পুনদীক্ষা হইল ॥ ইথে কৈছে শিক্ষা গুরু কহিব তাহারে। শিক্ষা ব্যর্থ হইল জানি কহিয়ে ইহারে॥ দীক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ জগতের স্বামী। শিক্ষাগুরু শ্রীরাধিকা করিয়ে বাথানি॥ গুরুরূপ আচার্য্য হইয়া কৃপাকরেকৃষ্ণ। অতএব ভক্তগণ তাহাতে সতৃষ্ণ ॥ তথাহি ॥ গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমানে। গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপাকরে ভক্তগণে ॥ ইতি॥ দুই গুরু স্বামী কৈছে হইবে কিমতে। অতএব শিক্ষা কহি মহাজন মতে॥ ব্রজ উপাসনা শুনি মন্ত্র বীজ নয়। সাধকের কর্ম্ম

বুঝি সাতান্ত্রিক হয়॥ বাণে সাধন মহাজনের বচন। বাস্থলী আদেশে চণ্ডিদাসের কথন॥ যোগমায়া ভগবতী নিত্যের আদেশে। চণ্ডিদাসে শিক্ষাদিলা হইয়া প্রকাশে॥ শুনি চণ্ডিদাস গোসাঞী মনেতে ভাবিল। পদকরি তেঁহ ধর্ম্ম জগতে শুনাইল॥ তাহার মঙ্গলাচরণ প্রথমের পদ। নিত্যতত্ত্ব ক্রিয়া তাতে সাধন সম্পদ॥ তথাহি পদং॥ নিত্যের আদেশে, বাস্থলী চলিল, সহজ জানাবার তরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুড় গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে॥ বাস্থলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডিদাসে কিছু কয়। সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥ ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, ঐক্যতা করিয়া মনে। যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি, শুনহ চৌশটি সনে॥ বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নীতি। বাণের সহিতে, সদাই যজিতে, সহজের এই রীতি॥ দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে, যাইলে প্রমাদ হবে। এই কথা মনে, ভাব রাত্রদিনে, আনন্দে থাকিবে তবে॥ রতি পরক্রিয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার। ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রাগিনী রূপিয়া যাহার॥ বাস্থলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে, শুনহ দ্বিজের সুত। একথা লবেনা, নাজানে যে জনা, সেই সে কলির ভূত॥ ইতি॥ আগেতে কহিব কিছু এ পদ ভাঙ্গিয়া। অরসজ্ঞ জনে অর্থ দিতে নিষেধিয়া॥ কহিব পদের মর্ম্ম যেই হয় সার। এবে কহি সাধন আমি তোমার গোচর॥ স্থায়ী ভাবে যারে কহি বিচারিব আগে। স্থায়ী ভাব বুঝিবেক যেই মহাভাগে॥ ওহে মন শুন কহি আরো অদ্ভুত। যে সব জানিলে পাই নিতাই অবধৌত॥ চৈতন্যরূপ দেখাইলে শিক্ষাগুরু কহি। সেইরূপ জীবে কভু সাক্ষাৎ হয় নাহি॥ কোন কোন ভক্তকহে শ্রীরূপ যাহাকে। সেই কথা ভাঙ্গিয়া কহিয়ে তোমাকে॥ প্রাকৃত বপু প্রাকৃত রজে রূপ নাহি মানি। অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব রূপ কানে শুনি॥ জগতে কারণ মায়া প্রকৃতি ঈশ্বরে। সাধন কারণ সাধক মানি প্রকৃতিরে॥ তথাহি আদির পঞ্চমে॥ দূরে হইতে পুরুষ করি মায়াতে আধান। বীজরূপ বীজতাতে করেন আধান॥ একঅঙ্গ ভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হইতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের

গণ ॥ ইতি ॥ সৃষ্টির কারণ সত্য তাতে প্রয়োজন। ॥ সমুদ্রে মাঝয়ে কিন্তু পাদ নাহি ভিজিবে। মায়া সঙ্গে রহে মায়া স্পর্শ নহে তবে ॥ রসিক সহ প্রকৃতির উভয় সমান। তথাপি পৃথক যাতে সাধক সন্ধান ॥ তথাহি আদির পঞ্চমে ॥ প্রকৃতি সহিত তার উভয় সম্বন্ধ। তথাপি প্রকৃতিসহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ইতি ॥ অপ্রাকৃত রূপ কৈছে মানি প্রকৃতির। পরতন্ত্রে তিরস্কার এই মাত্র তার ॥ অতএব রূপদেখ কোটি সূর্য্য যিনি। ঐছে চমৎকার বিনে রূপ নাহি মানি ॥ সক্ষাৎ কারণ লাগি শিক্ষাগুরু করি। কবিরাজ চাঁদ তাহা লিখে স্পষ্ট করি ॥

তথাহি আদির প্রথমে ॥ জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত রূপে তেকারণে শিক্ষাগুরু মহন্ত স্বরূপে॥ শিক্ষাগুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ট এই দুই রূপ ॥ ইতি ॥ স্বভাব অন্তর জানি অন্ত-র্যামী নাম। মূলাধার আধার হয় যার জ্ঞান ॥ ভক্ত শ্রেষ্ট শ্রীরাধিকা জানিহ নিশ্চয়। নাচে রাধাকৃষ্ণ নাচে

প্রেম এক ঠাঁই ॥ হস্ত পদ শির নাস্তি জনে কৈছে নাচে। গ্রন্থ পড়ি প্রায় সবে না বিচারিবে পাছে ॥ রাধাকৃষ্ণ দুই দেখি নাচে তিন জন। অক্ষর ধরিয়া দেখ করি নিরীক্ষণ ॥ সখী লক্ষ্মী মহী মুঞ্জরী গণ সব। শ্রীরাধিকা হইতে ইহা সবার উদ্ভব ॥ সবাই নাচয়ে প্রেমে প্রেম বলবান। সবাকার গুরুপ্রেম ইথে নহে আন ॥ তথাহি ॥ অবতরি কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। ইত্যাদি ॥ কবিরাজ গোসাঞী লেখে কৌশলেতে।

সবাকার প্রেম নাহি বুঝয়ে জগতে ॥ তথাহি অন্তের অষ্টাদশে ॥ কৃষ্ণকে নাচায় প্রেমে ভক্ত কেনাচায়। আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥ ইতি ॥ বুঝি দেখ হাসে গায় কোন বিন্দু পানে। তনুমন প্রফুল্লিত করয়ে নর্ত্তনে ॥ শুদ্ধ প্রেম নিত্য বস্তু অপ্রাকৃত দেহ। মহা চমৎকার সাধু সঙ্গে বুঝি লহ ॥ সে বিন্দু পাইলে ভাই নিত্যের প্রচার। কদাচ না জান বিন্দ নহে আপনার ॥ সাধনে সদয় হইয়া হৃদয়ে আসিঞা। সেবিন্দু প্রদান করে আপনার বলিঞা ॥ তবে সেই মাধুর্য্যের হইবে প্রকাশ। নিরবধি সেই বিন্দু কর তার আশ ॥ সে বিন্দু লাগিয়া ভাই চৈতন্য ভিকারী।

সেইবিন্দু লাগিয়া আশা ঝুলি কান্ধে করি ॥ হাতে করোয়া ছেঁড়াকান্থা সেই বিন্দু লাগি। মহৈশ্বর্য্য ত্যাগি গোসাঞী হইল বৈরাগী ॥ কোন ভক্ত কহে বিন্দু পান আপন। শুনি মহাক্ষোভ হয় হৃদয়ে আপন ॥ স্ব স্ব বিন্দু পান আপনার করি। সাধন সিদ্ধি নাহি হয় নিত্যে যাইতে না পারি ॥ প্রকৃতিবিন্দু গ্রহণেতে কিছু নাহি হয়। যার যেই স্বেচ্ছা তারে কেবা নিষেধয় ॥ অতএব আত্ম রক্ষা হেতু সে নিশ্চয়। অপ্রাকৃত করে বিন্দু কাঁহা নাহি যায় ॥ চৈতন্যের দাস অনুদাস সঙ্গে। বুঝিতে পারিবে বিন্দু নিত্য প্রেমের তরঙ্গে ॥ চৈতন্যের কৃপা হইলে হেন সঙ্গ পাই। সে বিন্দু না পায় ভক্ত

দুর্ব্বল সদাই ॥ তথাহি মধ্যে ॥ এই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্যপানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন। যার এক বিন্দু পানে, প্রফুল্লিত তনু মনে, হাঁসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ইতি ॥ এক ঠাঁই না কহিয়ে অরসজ্ঞ ডরে। স্থানে স্থানে পরতত্ত্ব কহিয়ে বিচারে ॥ গুরু বস্তু ধন ভাই ছাড়ন না যায়। গুরু ছাড়ি ভজিলে নরক প্রাপ্তি হয় ॥ যম তারে দণ্ডকরি করয়ে বন্ধন। বার বার নরক মধ্যে করাবে পতন ॥ তথাহি পদং ॥ যেখানে বসে আইলা, ভবে আসি ভুলে রহিলা, মায়ারূপ বিষ পান করি। দিনে দিনে আয়ু ক্ষয়, বৃথা জন্ম বয়ে যায়, না ভজিয়া শ্রীচৈতন্য হরি ॥ গুরু দিল কর্ণে বীজ, না দিলে তাহাতে সিঁচ, সাধু সিন্ধু হইতে লইয়া। সে বীজের কিবা হইল, প্রেম বৃক্ষ না জন্মিল, দেখ দেখি মনেতে ভাবিয়া ॥ স্ত্রী পুত্র কন্যার তরে, মিছা

ভাবয়ে অন্তরে, আপনার কি হবে না জানে। আপন ভালাই চাও, মুখে কৃষ্ণগুণ গাও, গুরু বৈষ্ণব সম করি মনে ॥ নতুবা বিষম হয়, যমদূতে বান্ধি লয়, লইয়া যাইবে করিবে প্রহারে। বেষ্টিত কণ্টকদণ্ডে, তার মুতে দিবে মুণ্ডে, শেষে রক্ত পুঁজ কুণ্ডে ডারে ॥ এইমত শাস্তি তথা, কহিল সমস্ত কথা, ইতে ত্রাস হবে যার চিতে। তার অনুরাগ হবে, সাধু সঙ্গ করি লবে, তার মন ব্রজধাম যাইতে ॥ সাধু সঙ্গে লবে যাহা, এবে প্রচারিয়ে তাহা, বিচারিয়া করহ গ্রহণ। গুরু পূর্ব্বে মন্ত্র দিল, সেবা যাইয়া কোথা রহিল, তার রূপ হবে দরশন ॥ এইত কহিল সার, ইহা বিনা নাহি আর, যত দেখ

সব মায়ার বন্ধ। হেন কথা না শুনিয়া, হেন প্রভু না দেখিয়া, ভব মাঝে জীব হইল অন্ধ॥ আর কি কহিব আমি, শুন রে সকল প্রাণী, গুরুপদ হৃদে করি আশ। চক্ষুদান গুরুপদে, মুই করি মন সাধে, জন্মে জন্মে চাহি তার পাশ॥ নিত্যানন্দ পদ ভাবি, এই কহিল অনুভবি, আর মোর মনে নাহি হয়। বৃন্দাবন দাসে বলে, রহিঁ নিতাই পদতলে, আর মোর নাহি কিছু ভয়॥ ইতি॥ অতএব গুরু সাধু দৃঢ় ভক্তি করি। থাকিলে হইবে প্রেম কহিল নির্দ্ধারি॥ বুঝিয়া সাধহ ভাই গুরুবস্তু ধন। সাবধানে রেখ যেন না হয় ত্যজন॥ তথাহি চতুর্ব্বিংশে॥ দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম বঞ্চনা।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তিবিনে অন্য কামনা॥ যত্নাগ্র বিনে ভক্তি না জন্ময়ে প্রেম। ইত্যাদি॥ দীক্ষা গুরু অনুগ্রহে মন্ত্রবীজ দিল। মন্ত্র দিয়া না রাখিল সাধুরে সঁপিল॥ সাধু গুরুজানে মর্ম্ম মন্ত্রের অন্তর। সেই বস্তু করয় সাধু গোচর সবার॥ আচার্য্যের অন্তর ভক্তের স্বভাব। এই দুই ঐক্যতা হইলে বস্তু হয় লাভ॥ সাধু গুরু জানে সেই

শ্রী ১৫

অন্তর বাহির। অন্তরের বস্তু করায় নয়ন গোচর॥ সেইদিন হইতে দিব্য চক্ষুদান জ্ঞান। পহি লহি-রাগ কহি তাহার আখ্যান॥ হেনরূপে চক্ষুদান দিল যেইজন। জন্মে জন্মে প্রভু সেই শিক্ষা মহাজন॥ যাহা হইতে পাইল শ্রীকৃষ্ণ প্রেম ধন। সত্য করি ভজি আমি তাঁহা বিবরণ॥ হেন গুরুর পাদ পদ্ম যেই না ভজয়। শুষ্ককাষ্ঠ সমতার শরীর নিশ্চয়॥ প্রেম বীজ যে রোপিল তারে না মানিল। যে না ভাবে হেন জন শুকায়ে মরিল॥ শিক্ষাগুরু না মানিলে ঐছন দুর্গতি। তার কোন কালে দেখ না জন্ময়ে ভক্তি॥ প্রেম বিনে প্রেম জল শিক্ষাগুরু ঠাঁই। ভক্তি বিনে হেন প্রভু জল নাহি দেয়॥ তথাহি আদিতে॥ যে জন্মাইল যে জিয়াইল তাঁরে না মানিল। শুষ্ক হইল স্কন্ধ তার জল না সিঞ্চিল॥ জলাভাবে মূল শাখা শুকাইয়া মইল। ইত্যাদি॥ তাঁহার চরণে মোর অনন্ত প্রণাম। তন্ত্রসারে শুন মহাদেবের বচন॥ গুরুকে প্রণাম তেঁহ করিলা আপনে। শ্লোক করি লিখি শিক্ষা দিল জগজ্জনে॥ তথাহি তন্ত্রে॥ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ইত্যাদি॥ শ্লোকের মর্ম্মার্থ ভাই

কর বিচারণ। চক্ষুতে মিলায় ধন কর্ণ কিকারণ॥ রস প্রেম দুই বস্তু একস্থানে পাই। অতিগুহ্যাদিক সেই মতে গা
তথাহি পটলে দাস গোস্বামীনোক্তং॥ রসেন প্রকাশিতা কৃষ্ণ প্রেমেন রাধিকারূপী অতি গুহ্যান্তর শক্তি দ্বয়ো নি
প্রকাশিতং ইতি॥ চক্ষুতে মিলায় ধন যেই মহাশয়। তাঁহার চরণে যেন মন সদা রয়॥ রাগের ভজন চণ্ডিদা
করণে। পদ করি শিখাইল জগতের জনে॥ তথাহি পদং॥ এই সে রস নিগুঢ় ধন্য, ব্রজ বিনে ইহা না জানে অন
(দুই রসিক হইলে জানে। সেই ধন সদা যতনে আনে॥ নয়নে নয়নে রাখিবে পিরিতী। রাগের উদয় এইসে রীতি

রাগের উদয় বসতি কোথা। মদন মাদন শোষণ যথা॥ মদন বৈসে বাম নয়নে। মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥ শোষণ বাণেতে উপানে চাই। মোহন কুচেতে ধরহে ভাই॥ স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি। চণ্ডি-দাসে কহে রসের রতি॥ ইতি॥ মন্ত্র স্বরূপ দীক্ষা গুরু শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়॥ তথাহি চিন্তামনি॥ আচার্য্যমাং বিজ্ঞানিয়াৎ ইত্যাদি॥ শিক্ষাগুরু তদেবাত্ম। শ্রীরাধিকা হয়। তথাহি॥ চিন্তামনির্জয়তি সোমগিরি গুরুমে ইত্যাদি॥ শিক্ষা দীক্ষা রাধাকৃষ্ণ জানিহ অন্তরে। সেই দোহা স্বরূপ মনে জানিয়া দোহারে॥ দুই গুরু একঠাঁই পাইব কেমনে। ইহার কারণ কহি শুনহ শ্রবণে॥ দুইগুরু একবস্তু চমৎকার রূপ। সেইবস্তু সাধ ভাই তেঁহ রস ভূপ॥ আপনা মরিয়া যবে গৌরাঙ্গ পাইবে। বিষম সেবা করি মন নিত্য ধামে

যাবে॥ জ্ঞান কর্ম্ম জপ তপ ছাড়হ সকল শুদ্ধ সত্ব হবে ভাই পাইবে নির্ম্মল॥ তথাহি॥ শুদ্ধ সত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্য স্বশাম্যভাক ইত্যাদি॥ তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে॥ এই ভাবের স্বরূপ তটস্ত কহি রতি স্থির যার। শুদ্ধ সত্ব আত্মা হইলে পাবে প্রেমাচার॥ ইতি॥ অতএব গোপীভাব কর অঙ্গীকার। গোপীভাবে নাহি মন্ত্র ধ্যানের বিচার॥ অন্ত-রেতে গোপীভাব বাণের প্রসঙ্গে। ॥ স্ব স্বভাবে শৃঙ্গার লালসা হামেসায়। রতিখণ্ড পুংসা যার গোপী-ভাব ক্ষয়॥ তথাহি॥ অন্তরে প্রকৃতি মূখ্যা বাহ্যে পুংসা প্রাকট্যাত স্ব স্বভাবে সদামগ্ন পুংসাচার মূচারয়েৎ ইতি॥ এসব

তৃতীয় বিলাস।

৫

কহিব আগে বিস্তার করিয়া। গোস্বামীর পরক্রিয়া বাহা মর্ম্ম দিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষ্যাৎ দেখ গোপীভাব সবাকার। মধুর ভজন করেন নন্দের কুমার ॥ আপন মাধুরী আস্বাদন নিরবধি। অনেক আস্বাদিল তার না হইল অবধি ॥ আপন মাধুরী কহি আপন আধারে। কাম যার মহাকাম জগতে বিহরে॥ মহাকাম পরমারাধ্য নন্দের নন্দন। প্রাকৃত যে কাম রূপে ব্যাপে জগজ্জন ॥ দুই কাম অধো উর্দ্ধ ভক্তের আধার। কবিরাজের মর্ম্ম এই করিল পরচার ॥ পুন সেই নবদ্বীপে আপন মাধুরী। আস্বাদন লাগি সে সন্ন্যাসী বেশ ধরি ॥ আপন মাধুরী প্রভু যাতে পীত বর্ণ। তিন বাঞ্ছা রসের এই কহিলাম মর্ম্ম॥ তথাহি চতুর্থে॥ কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ। সম্ভোগ আস্বাদিতে নারে মনে উঠে ক্ষোভ ॥ ইতি ॥ অতএব কাম প্রভু জগতের গুরু। যাহা চাই তাহা পাই বাঞ্ছা কল্পতরু॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখ কামে হইতে হয়। জগতে লাবণ্য রূপ কামেতে জন্মায় ॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান, যে না দেখে ইত্যাদি ॥ কাম ক্ষয়ে ত্যাগ হইলে দেখ বপু জরা। দুর্ব্বল ক্ষীণতা হয় জীবনে তেঁই মরা ॥ অতএব কাম রাখ ক্ষয় না হইলে। দেহের লাবণ্য বাড়ে প্রেম ঝলমলে ॥ তথাহি আদির তৃতীয়ে ॥ ডুভৃঞ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ। পোষিল ধরিল প্রেম দিয়ে ত্রিভুবন ॥ ইতি ॥ অতএব কাম লইয়া মহাকামে ভোগ। পরক্রিয়া রাধাভাব কর তাহে যোগ ॥ পরক্রিয়া ভাব যেই কহিয়ে লক্ষণ। বিষম সেবা কহে তারে ঠাকুর লোচন ॥ বাণেতে সাধন তার কহি পরক্রিয়া। পরক্রিয়া লইয়া গৌর আইলা নদীয়া ॥ সেই ভাবে তরঙ্গ সে উঠে দিবা রাতি। আঁখি ছলছল করে গৌরাঙ্গ মুরতী ॥ হেনরূপ মনে মনে ভাবে কত জন। না পায় সাক্ষাৎ কহে সর্ব্ব মহাজন ॥ তরঙ্গ লাবণ্য ঢেউ লাগে গোরাগায় যেথাকার কল্লোল বিন্দু সেথাতে মিশায় ॥ ঐছন সাধন ক্রিয়া যেইভক্ত পায়। যতি শুনি হয় তবু ধ্যান সে ছাড়য় ॥ ক্রমে করি পদ জানি না পারি কহিতে। অরসজ্ঞ কাক দেখি ভয় লাগে চিতে॥ ব্রজপুর কারে কহি রূপ নগর কেমন। বিস্তারি কহিব তাহা করি আস্বাদন ॥ তথাহি পদং॥

ব্রজপুরে, রূপনগরে, রসের নদী বয়। তীর বহিয়া, ঢেউ আসিয়া, লাগিল গোরাগায়॥ গৌর অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, উঠে দিবারাতি। জ্ঞানকর্ম্ম, যোগধর্ম্ম, তপ ছাড়িল যতি॥ মনে মনে, কত জনে, দিচ্ছে রূপের দায়। সে যে রূপ, সুধাকূপ, ঠোর নাহিক পায়॥ রূপ ভাবনা, গলায় সোনা, ঘুচবে মনের ধাঁন্দা। রূপের ধারা, বাউল পারা, বহিছে জগৎ আঁধাঁ॥ রূপ রসে, জগৎ ভাসে, এ চৌদ্দভুবনে। হইলে মজে, দেখিলে যজে, কহিলে কেবা জানে॥ ঠারে ঠোরে, [illegible]হিনু ঘোরে, বুঝতে পারে যেবা। পরম দুখী, হইবে সুখী, প্রকট করিবে সেবা॥ বিষম সেবা, লইয়া যেবা, আপনাকে মারে যে।

লোচন বলে, অবহেলে, গৌর পাবে সে॥ ইতি॥ প্রকট আছয়ে ভাই সেবার বিধান। মহাসুখ মহাদুখ বিবর্ত্ত সন্ধান॥ রূপের ধারা পাইয়া ভাই বাউল যে জন। নয়নে চিনিয়া হেন রসিকের গণ॥ জগতের জন তারে দেখিতে না পায়। দেখিতে পাইলে তবু চিনিতে নারয়॥ বিবর্ত্ত সাধন এই করিয়ে বর্ণন। কবিরাজ চাঁদ আজ্ঞা না যায় ত্যজন॥ গোপনে সাধিবে সদা হৃদয়ের মাঝে। বিষামৃত এক ঠাঁই কহে কবিরাজে॥ এই প্রেম আস্বাদন করে যেই জন। তার যত দুঃখ সুখ জানে নিজ মন॥ প্রেম অমৃত কাম রহে এক ঠাঁই। মিলন একত্রে সে স্বরূপ ভিন্ন দুই॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে

একত্রে মিলন॥ ইতি॥ তথাহি প্রথমের চতুর্থে॥ কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥ ইতি॥ এই প্রেম কিবা হয় দেখহ ভাবিয়া। সেই প্রেম কারে কহি দেখ বিচারিয়া॥ বুঝি দেখ শ্রীচৈতন্য কিবা স্বাদ কৈল। স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে রাত্রে আস্বাদিল॥ তথাহি॥ দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন। রাত্রে রায় স্বরূপ সঙ্গে রস আস্বাদন॥ ইতি॥ অতএব কহি ভাই কর অনুভব। আমি অজ্ঞ কি কহিব বুঝি দেখ সব॥ এক কথা এক নাম বারে বারে কহি। উপাসনা কথা গোস্বামীর নামে সুখ পাই॥ তেকারণে পুনঃ পুনঃ নাম কহি।

কবিরাজ বিনে পাদপদ্ম নাহি চাহি ॥ দন্তে তৃণ ধরিয়ে মুই করিয়ে প্রার্থনা। ঐছে মত হয় যেন আমার ঘটনা ॥ তথাহি পদং ॥ রসিকের গণ, শুন নিবেদন, সাধন সন্ধান কথা। টলাটল ছাড়া, তাহার পাহারা, হৃদে করি লেহ গাথা ॥ তিন বাঞ্ছা পুরে, অকৈতব ঘরে, আমি কি কহিব তাহা। হৃদি সাধ্য খেলা, স্বরূপেতে মেলা, চৈতন্য আস্বাদ যাহা ॥ পঞ্চ ইন্দ্রিয় আনি, আস্বাদে আপনি, রাই স্বরূপেই জানে। তাহার কৃপাতে, দাস রঘুনাথে, আস্বাদে আপন মনে ॥ বড় চমকিত, ধর্ম্ম যে বিবর্ত্ত, কচিত কেহ তা জানে। সাধু গুরু পাশে, মনের হরিষে, তাহে সে শুনিল কাণে ॥

যজিতে না পারি, উপায় কি করি, ভাবিয়া দেখিনু কার্য্য। রূপ রতি ধন, করিব যতন, রাখিব হিয়ার মাঝ ॥ এই সার হয়, অন্তরে জাগয়, কিছু না লাগয় মনে। শ্রীরসিক চরণ, করিয়া স্মরণ, হয়ে অকিঞ্চনে ভণে ॥ ইতি ॥ প্রেমের গমন আর কামের গমন। পৃথক আছয়ে দুই গোস্বামী বচন ॥ তথাহি ॥ শলাকয়া মন খেদ অন্ধকার দূরীভবেৎ। কাম অন্তর্ভূত প্রেম করণং স্ব বিভিন্নতাং ॥ ইতি ॥ প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথা ॥ ইতি ॥ অহেরিব গতি প্রেম্ন স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ॥ ইত্যাদি ॥ সাধু সঙ্গ বিনে কেহ বুঝিতে নারয়ে। শিক্ষাগুরু করিলে সে সকল বুঝয়ে ॥ সাধু সঙ্গ যার সেই ঐছে বল ধরে। কৃষ্ণ সুখ সেবা করে রূপকে নেহারে ॥ কাম গন্ধ যায় তার প্রেমোৎপত্তি হয়। কবিরাজ চাঁদ তাহা লিখিয়া ঢাকয় ॥ স্বাভাবিক প্রেম চিহ্ন রূপেরে কহিল। অন্যথা না মান মন তোমারে বলিল ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ আর এক আছে প্রেম স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রেম কারণে প্রেম কামগন্ধ হীন ॥ ইতি ॥ অতএব এই রূপের আশ্রয় হইবে। তবে সিদ্ধ আত্মা মানুষ দেহ পাবে ॥ এরূপের আশ্রয় ভাই যতেক গোপিনী। এরূপ ধারণ করেন রাধা ঠাকুরাণী ॥ তথাহি ॥ বিশ্বাসী মনোরঞ্জনেন জন অন্যন্দ্রিমিন্দিবর ॥ ইত্যাদি ॥ রূপ যার ধন তার কৃষ্ণ বাঞ্ছা স্ফূর্ত্তি। এই ত কহিল মন শ্রীরাধার আর্ত্তি ॥ এই লাগি রাধা নাম ব্যাখানে পুরাণে। কৌশল বর্ণন করি বুঝে কোন জনে ॥ তথাহি

আদির চতুর্থে ॥ কৃষ্ণ বাঞ্ছা স্ফূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধা নাম পুরাণে ব্যাখানে ॥ অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ইত্যাদি ॥ রাধাকৃষ্ণ বেহার যে চারি নীতি। পঞ্চবাণ লইয়া সঙ্গে ধরে সর্ব্বশক্তি॥ তথাহি রূপামৃত-পটলে ॥ পঞ্চবাণ মহিমা রূপং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং॥ রাধাকৃষ্ণ দ্বয়োর্লীলা যোজ্ঞরূপ পোষকাদপি॥ ইতি॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে ॥ সাক্ষাৎ ভজনে দেখ কৈল গোপীগণ। আমি অনুমানে ভজি এ কোন ভজন॥ শিক্ষাগুরু হইতে পাবে রূপের দরশন। সেই দিন হইতে পাবে ব্রজ উপাসন॥ কোটি চন্দ্র যিনি রূপের ছটা সে নির্ম্মল। চিত্ত গুহার তমো নাশি করে

ঝলমল॥ এক অদ্ভুত নবদ্বীপে প্রকট দুই ভাই। আর অদ্ভুত রূপ কহি রসিকেতে পাই॥ ইতি ॥ তথাহি॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোহার প্রকাশ। আর অদ্ভুত চিত্ত গুহার তমো নাশ॥ ইতি॥ ব্রহ্মাণ্ডের তবে তমো
যৈছে চন্দ্র সূর্য্য নাশে। ভাণ্ডে তৈছে গৌর নিতাই রূপের প্রকাশে॥ পরতত্ব আর তত্ব বস্তু আদি যত।
সবাকার ছটা আসি রূপে অবনিত ॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে ॥ চন্দ্র সূর্য্য বাহিরের তমো সে বিনাশে।
বাহির বস্তু ঘট পট এই প্রভৃতি প্রকাশে ॥ ইতি ॥ রসিক ভক্ত বিনে কেহ প্রকাশিতে নারে। গৌরাঙ্গ
শিক্ষাগুরু দেখাইতে পারে॥ ভাগবত কৃষ্ণভক্ত জন্যারে কহিয়ে। সেই সঙ্গ হইলে তবে চিনিতে পারিয়ে॥
অন্ধ নেত্রের ছানী তুলি অস্ত্র আদি যাতে। আকাশের পানে সূর্য্য দেখায় হস্তেতে॥ তৈছে রস পায় ভক্ত

সাক্ষাতে দেখাবে। যে দিকে ফিরাবে আঁখি গোরা রূপ পাবে ॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে ॥ দুই ভাই ভিতরের খ্যালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সনে করায় সাক্ষাৎকার ॥ এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রস পাত্র ॥ ইতি ॥ গুরু বস্তু জীবে কভু দেখিতে না পায়। দেখিতে পাইলে কভু চিনিতে নারয় ॥ গাভী সর্প মৃগ যৈছে এই তিন জনে। নিজ গোরোচনা মণি কস্তূরী না জানে ॥ তৈছে আপনার তত্ব জানিতে না পারে। দৃষ্টান্ত কহিল ভাই বুঝ অনুসারে ॥ হেন ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছয়ে জানিহ। ভাগবত রসজ্ঞ বিনে নাহি জানে কেহ॥ হেন ভক্ত সঙ্গ যেবা শ্রদ্ধায়

করিবে। ধর্ম্মের প্রচার তার গোচর হইবে॥ সব অন্ধকার যৈছে সূর্য্যচন্দ্র হরে। তৈছে সাধু কৃপায় বস্তু প্রকাশে অন্তরে॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে॥ সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ইতি॥ পূর্ব্ব শৈলে উদয় করিল যবৈ আসি। আগেতে কহিব তাহা করিয়া প্রকাশি॥ আমি কি কহিব আর বুঝিদেখ মনে। তবে সে হইবে ভাই সাধন ভজনে॥ নিতাই চৈতন্য দুই প্রভুর যে মর্ম্ম। উঘাড়ি কহিব ভাই সকল সে ধর্ম্ম॥ সদাকাল করিবেন রসের সন্ধান। রসের ভিয়ান মনে কহিয়ে কারণ॥ সমুদ্রের ঢেউ যদি সমুদ্রে মরিবে। তবে কেন তার দেহ অপ্রাকৃত না হবে॥ রতি গাঢ় হইলে তবে কহি প্রেমাখ্যান। শুদ্ধ সত্ব সেইজন কহিপ ব্যাখ্যান॥ কবিরাজচাঁদ লেখেন চাতুরী করিয়া। শ্রীরূপের শিক্ষা দেখ মন ডুবাইয়া॥ তথাহি মধ্যের উনবিংশে॥ সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥ ইতি॥ জোড়হস্তে কহি তাই শুন নিবেদন। পুনঃ পুনঃ কহি ধর সাধুর চরণ॥ অশ্রু পুলক সদা ভাসিবে প্রেমাযনে। কৃপা অঞ্জন লহ নয়ন যুগলে॥ সাধুসঙ্গ বিনে মোর মনে না পড়য়। বার বার পুনঃ পুনঃ সাধুরে দেখায়॥ এ হস্ত কমলে মোর বুদ্ধি আর মনে। সাধুসঙ্গশব্দাক্ষর বিনে নাহি জানে॥ আমি কি লিখিব বুঝিতে নারি তাহা। সেই লিখি কবিরাজ চাঁদ লেখায় যাহা॥ অমূল্য রতন দেখ কাহা হইতে পাই। তেকারণে বার বার সাধুরে দেখাই॥ বেজার না হও ভাই দেখিয়া শুনিয়া। কাতর হইয়া কহি চরণে ধরিয়া॥ পড়িলে শুনিলে প্রেম ভক্তি নাহি পাই। সাধন ভজন করি নিত্যধামে যাই॥ তথাহি॥ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে॥ বিদ্যাপাঠ কিবল ভক্তি জানিবার তরে। ভক্তি নহিলে তবে বিদ্যাতে কি করে॥ ইতি॥ তথাহি॥ চক্ষুদান বাক্য দেখ সকলেতে কয়। না দেখিলে চক্ষুদান কেমনে সে হয়॥ ইতি॥ শাস্ত্র পড়ি চক্ষুদান যেইজন বলে। ভাব শূন্য তারে রাধা কৃষ্ণ নাহি মিলে॥ কর্ণে শুনি চক্ষুদান মনে মনে মানে। কেমনে হইবে তার প্রাপ্তি বৃন্দাবনে॥ জ্ঞানরূপী চক্ষুদান কভু নাহি হয়। অন্ধেতে করিতে নারে সূর্য্যের নির্ণয়॥ সাধু সঙ্গ

শ্রী

কৃপায় চক্ষুদান অনায়াসে হইবে। রসিকের সঙ্গ কর মন জুড়াইবে॥ নয়ন হইতে প্রেমনেত্র প্রকাশিবে। অনর্গল প্রেম অশ্রু কোথা হইতে পাবে॥ তথাহি আদির পঞ্চমে॥ যে নেত্র দেখিয়ে অশ্রু মন হয় যার। সেই নেত্রে অবিশ্রাম অশ্রু ধার॥ প্রেমের সমুদ্র সেই শ্রীরূপ মঞ্জরী। টলমল করে সদা যাই বলিহারি॥ তোমার চরণে মোর সদা রহুক মন। অকিঞ্চন হয়ে মাগে সদা দরশন॥ বিবর্ত্ত সন্ধান মন বুঝিব কেমনে। কেবা সে জানিবে মন সাধনাঙ্গ বিনে॥ শ্রীরূপের গণে মোর অসংখ্য প্রণামে। শরণ লইয়া মায়া রাখিল চরণে॥ এইত কহিল মন শিক্ষার বিধান। এবে কহি সাধন শুন রসের ভিয়াম॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ। অকিঞ্চন হয়ে করি বিবর্ত্ত বিলাস॥

ইতি বিবর্ত্ত বিলাসে সাধু সঙ্গ শিক্ষাগুরু সাধন উলটা দৃষ্টান্ত মনঃ শিক্ষা বর্ণনং নাম তৃতীয় বিলাস সম্পূর্ণ॥ * ॥ * ॥ * ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥ অথ বিবর্ত্ত বিলাস॥ বন্দে হহং শ্রীগুরূন্‌বৈষ্ণবাংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তংসজীবং সাদ্বৈতং সাবধৌতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং॥ মাধুর্য্যলীলায়াং আস্বানং ক্রিয়তে সাধ্যং রসজ্ঞঃ রসিকৈঃসহ। অরসজ্ঞবায়সানাং কস্মিন্‌কালে ন লভ্যতে॥ পুরাণাদিগ্রন্থশাস্ত্রদৃষ্টার্থে ক্রিয়তে নমঃ॥ টলাটল দেহসুখ আত্ম সুখ পরিবর্জ্জিতাং॥ইতি॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়। জয় জয় শচীসুত জয় মহাশয়॥ গৌর নিতাই কৈল জীবের গোচর। জয় জয় গৌরভক্ত করুণাতে বড়॥ স্মরণ করিলে তুমি কৃপা কর বড়। অবহেলে এপামরে তরাবারে পার॥

জয় জয় শ্রীরূপ গোঁসাই মোর প্রাণ। জয় জয় রামানন্দ হৃদয়ের ধন॥ অহা স্বরূপ রাম রায়ংকৃপাদৃষ্টে চাহ। শ্রীচৈতন্য মর্ম্মতত্ব মনে বসি কহ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোঁসাই। তোমার চরণ বিনে যেন আর জানি নাই॥ আহা কবিরাজ চাঁদ করহ করুণা। তোমার চরণ সদা করিব ভাবনা॥ জয় জয় জয় জয় গোঁসাই কৃষ্ণদাস। চৈতন্য নিতাই যার হৃদয়ে বিলাস॥ এ হেন গোঁসাই যেন নাহি ভুলে মন। একেরে পাইলে পাই তিনের চরণ॥ চৈতন্য চরিত্র হয় যাহার গ্রন্থন। তার পাদপদ্মে যেন সদা রহে মন॥ আপনে লেখাহ মোরে হইয়া সদয়। বালকের বুদ্ধি মোর স্থির নাহি হয়॥ শ্রীরূপের গণে করি অনন্ত প্রণাম। বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ করিয়া লিখন॥ চৈতন্যের মর্ম্ম জানে স্বরূপ রামানন্দ। চৈত্তরূপে স্ফুরে দোঁহার প্রেম মহানন্দ॥ যে বস্তু দেখি রায় চমৎকার চিত্তে। সে বস্তু কেমনে জীব পারিবে চিনিতে॥ নিজকৃত পদ রায় প্রভুকে শুনাইল। তার মুখে প্রেমানন্দে প্রভু আস্বাদিল॥ এত কহি নিজকৃত পদ এক গাইল। প্রেমানন্দে তার মুখ প্রভু আচ্ছাদিল॥ লাবড়া অমিলা বাল্য সে পদে মিলিত। রাত্র দিন কুঞ্জ ক্রীড়া স্থাপন না হইত॥ বহু মত অর্থ ভক্তে সে পদেরে বলে। পদের আদি অন্ত কোন অর্থ নাহি মিলে॥ বড় চমৎকার সে পদ গূঢ় অর্থ। সাধু কৃপা বিনে কার বুঝিতে সামর্থ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ ইত্যাদি

শ্রী

পহিলহি রাগ কহি মহৎ সঙ্গেতে। নয়ন ভঙ্গ দুইবাণ রূপ নিরখিতে॥ অনু দিন বাড়লো সাধন অনুক্রম। নাশ রমণ হয় বড়ই বিষম॥ পরম গোপন সে গুহ্য গুহ্যাদিক। সেই সাধ্য সাধে ভক্ত সাধক রসিক॥ রাধিকাকে কহে ইহঁ ভক-তেহ হয়। নায়ক নায়িকা মন পেষণ করয়॥ সখীগণ কহে রাধা প্রেমের কাহিনী। দূতী নাহি খুজি দিল না খুজিল আনি॥ পঞ্চবাণে মিলে তাহা হেন অনুমানি। নায়ক নায়িকা দোহে প্রয়োজন জানি॥ রাগে অনুরাগে নহে বিরাগ দূতী হইয়া। সুপুরুষ প্রেম মূর্ত্তি দিল দেখাইয়া॥ কানু ঠামে হেন প্রেম কহি বিচারিয়া। অসম্ভব অলৌকিক দিলাম

দিলাম কহিয়া॥ বদ্ধ নহে রুদ্ধ রেতা মান রাধিকার। টলাটল ছাড়া এদেশের বিচার॥ রায় রামানন্দ ভুলে এদেশে সেদেশে। প্রাকৃত অপ্রাকৃত যাহাতে প্রবেশে॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে হেন করি কেবা। একা রামানন্দ বিনে আর না হইবা॥ পদ অর্থ স্পষ্ট করি কহিতে না পারি। ঠারে ঠোরে কহি তবু কাঁপি থরহরি॥ নারী নহে পুরুষ নহে নহে নপুংসক। পুরুষ নারী নহে সে সদা অবিরাগ॥ লীলা বিলাসিনী নহে নাম মনোহারী। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ সবার মাধুরী॥ সূর্য্যের কিরণ দেখ তার একবিন্দু। চক্ষের পলকে দেখ কত কোটী ইন্দু॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই করে আকর্ষণ। সর্ব্ব আকর্ষণ মহারাস মহাজন॥ তার অলৌ-কিক গুণে কৃষ্ণ কৃপা পাই। কৃষ্ণের প্রণয় তার সঙ্গেতে নিশ্চয়॥ রাধিকার প্রেম রাধা আশ্রয় তাঁহার।

উদ্ভট্ট নাচায় কৃষ্ণে তাঁর ব্যবহার॥ তথাহি আদিখণ্ডে॥ রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট্ট॥ রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। স্বরূপ শক্তি আহ্লাদিনী নাম যাহার॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ সর্ব্ব আকর্ষণ সর্ব্ব আহ্লাদ মহারসায়ন। আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥ ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়া যার গন্ধে। অলৌকিক শক্তি গুণে কৃষ্ণ কৃপা বান্ধে॥ ইতি॥ হেন ধর্ম্ম শুনি হেলা করিবে যেই জন। সে জন নরকের ধ্রুব কহিল বচন॥ অমৃত ভোজনে যৈছে অমর হয়ে রহে। সে জন নরকে যায় মহাজন কহে॥ তথাহি রূপামৃতে শ্রীদাস গোস্বা-

মীন্নোক্তং ॥ গোপনং পরম গুহ্যং কথৌ আমি অস্তস্ফুটং যেসাং বিকারী তেজস পাপী নরকং ধ্রুবং ॥ শ্রীচণ্ডি শ্রীজয়দেব শ্রীবিল্বমঙ্গল। বিদ্যাপতি এই সবে স্ফুরিল সকল ॥ বিবর্ত্ত বিলাস ধর্ম্ম এসবার হয়। বর্ত্তে থাকিয়ে কেবা বুঝিতে পারয় ॥ কি লিখিব মনে মোর হয় বড় ত্রাস। কহিতে না পারি তাহা করিয়ে প্রকাশ ॥ সেই মহাভাবরূপা রাধা কহিলা। কবিরাজ চাঁদ তাহা লিখিয়া ঢাকিলা ॥ তথাহি মধ্যে ॥ সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণক্ষণি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি ॥ ইতি ॥ তথাহি ॥ অষ্টম চতুর্থ এই দুই পরিচ্ছেদ। আদি মধ্যে বিচারিয়া উপাসনা ভেদ ॥ আদি মধ্য অন্ত এই তিন লীলা গ্রন্থ। উপাসনা ক্রিয়া সব নাহি তার অন্ত ॥ ইতি ॥ কবিরাজের সিদ্ধান্ত যৈন হয় কল্পবৃক্ষ। যার যেই উপাসনা মিলে তার ঐক্য ॥ ভাগবত শুকদেব যৈছে শুনাইল। পূর্ব্বে রাজা পরীক্ষিত যত মুনি ছিল ॥ সে সবাতে বহু মতের উপাসক ছিল। তারা সবে আপনার তত্ত্ব সে বুঝিল॥ শুকদেব নন্দসুত বিনে নাহি জানে। ভাগবত মর্ম্ম অর্থ করেন ব্যাখ্যানে ॥ তৈছে কবিরাজ চাঁদ সিদ্ধান্ত করিল। যার যেই উপাসনা বুঝিয়া লইল ॥ কিন্তু ইহ শচীসুত বিনে নাহি জানে। চেতন চৈতন্য উপাসনার সন্ধানে ॥ সিদ্ধান্ত লিখিল গোঁসাই বুঝি দেখ ভাই। প্রেম প্রয়োজন মাত্র তেঁহ এই মাত্র গাই ॥ মহাপ্রভু রায়ে সাধ্য সাধন পুছিলা। নিগূঢ় সাধন প্রেম প্রভুকে কহিলা॥ পঞ্চ পৃথিবীতে বাড়ি প্রেম পূর্ণ হয়। পৃথিবী কহি পঞ্চ শুন মহাশয়॥ তথাহি আগমে॥ অস্থি মজ্জা তক রোম নাড়ী পঞ্চজন। পৃথিবী সে এই পঞ্চ যাহা কহিল বচন ॥ অস্থি মজ্জা তক রোম সর্ব্বাস্তা নাড়িকা তথা। পৃথ্বী পঞ্চগুণা প্রোক্তা জ্ঞানাজ্ঞানেন ভাসিতা ॥ ইতি ॥ আকাশের গুণ দেখ পৃথিবীতে পড়ে। পৃথিবী হয়েন সিদ্ধ শেষে ফল বাড়ে॥ তৈছে প্রেম বস্তু যদি রাখে সাবধানে। তবেত বাড়িবে প্রেম এ পঞ্চ পূরাণে॥ এই প্রেম কৃষ্ণ কভু শোধিতে না পারি। কৃষ্ণ ঋণী হয় দেখ কহিল নির্দ্ধারি ॥ যেই ভক্তে ভক্ত ভজয়ে কৃষ্ণকে। সেই সেই ভক্তে কৃষ্ণ যজি শোধে তাকে॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ আমাকেত যে যে ভক্ত ভজে যেই

ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ইতি ॥ কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ তথাহি গীতায়াং ॥ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি ॥ আত্মা দেহ যেই ভক্ত করে সমর্পণ। তার প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ তবে যে দেখিয়ে গোপী নিজ দেহে প্রীত। সেহত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ তথাহি ॥ নিজাঙ্গমপি যা গোপ্য মামেতি সমুপাসতে ॥ ইত্যাদি ॥ অতএব আত্মা দেহ কৃষ্ণ নারে দিতে। একারণ ঋণী বশ কহে অষ্টমেতে ॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে ॥ আকাশ আদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে। এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ভুবনেতে কার মুখে এ প্রেম না শুনি। তেকারণে রায় কহে আছে নাহি জানি ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ইতি ॥ এই সকল ভাব কেবল হয় রাধিকার। এই ভাব লয়ে প্রভুর নদিয়া বিহার ॥ রাধা বিনে এই ভাব নাহিক কোথায়। একারণে সাধ্য শিরোমণি কহে রায় ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। যহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ইতি ॥ অতএব গুরু আজ্ঞা নাহিক আমার। স্পষ্ট করি একারণে না করি প্রচার ॥ স্বয়ং পর তত্ত্ব কহি শুন নিবেদন। যাহার আশ্রয় রাধা কৃষ্ণ দুই জন ॥ রসরাজ মহাভাব নিত্য দোঁহ কর্ত্তা। ইহার পর আর নাহি কহিলাম তত্ত্বা ॥ এ দুইকে ভাবে রাধা কৃষ্ণ দুই জন। দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ আমিও না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপ গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ইতি ॥ অতএব শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহাকে চিন্তয়ে সদা নন্দের নন্দন ॥ ইহাকে পাইব বলি করে অনুভব। বিচার করিয়া কৃষ্ণ ধরে ভক্তভাব ॥ নন্দন কাহার নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন। স্বয়ং নায়ক মহা পরমকারণ ॥ তাঁহার আশ্রয় যে নায়ক চারিজন। মন দিয়া শুন কহি গোস্বামি

বচন ॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা ॥ সুন্দর্য্য মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য বৈদগ্ধি বিলাস ইতি ॥ মাধুর্য্যের নায়ক ভাই দেখ বিচারিয়া। রধাকৃষ্ণ বিনে কোথা পাইবে খুজিয়া ॥ অতএব রাধাকৃষ্ণ তাহারে ভজিলা। ব্রজেন্দ্রনন্দন দোঁহে ভক্তে জানাইলা ॥ দোঁহার মর্ম্ম দ্বাপরেতে কেহ না জানিলা। রাধাকৃষ্ণ মধুর লীলা মাত্র সে জানিলা ॥ গোস্বামীর কৌশল মহা কৌশল বর্ণন। কৃষ্ণ অনুবাদ করি করিল লিখন ॥ কৃষ্ণে স্বয়ং যাহা তাহা কহি সাধ্য। স্বঅঙ্গের কৃষ্ণ তাহা হইতে হইল বাধ্য ॥ বিধেয় কহিয়ে যারে কেহ জ্ঞাত নহে। বুঝয়ে সকলে যারে অনুবাদ কহে ॥ অবতরি অবতার সব অনুবাদ। জনম নহিলে নহে লীলার আস্বাদ ॥ লীলা নিত্য কৌশলেতে গোস্বামী লিখিলা। তেকারণে নিত্য কেহ বুঝিতে নারিলা ॥ তথাহি আদিতে ॥ বিধেয় কহিয়ে যারে সে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি যারে বস্তু হয় জ্ঞাত ॥ কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ব ইহা হইল সাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হইল রাধ্য ॥ইতি॥ কবিরাজ গোস্বামী মোর ক্ষেম অপরাধ। স্মরণ লইনু মোরে করহ প্রসাদ ॥ এই কৃপা কর তব নাম না পাসরি। দিবানিশি তব নাম স্মরণ যে করি ॥ শুন ওহে ভাই মুই করি নিবেদন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত কর আস্বাদন ॥ গৌর লীলা বর্ণিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন। জগৎ উদ্ধার হইল করিয়া শ্রবণ ॥ মর্ম্ম রাখিলা তেহ না কৈল বর্ণন। লীলাতত্ত্ব লিখি দিল আস্বাদ কারণ ॥ লীলা লিখি গ্রন্থ মধ্যে আজ্ঞা সে রাখিলা। ইহা বর্ণিবেন ব্যাস ডাকিয়া কহিলা ॥ তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ॥ দেবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে। বর্ণিলেন নানা মতে অশেষ বিশেষে ॥ মধ্য খণ্ডে আছে আর কত কোটি লীলা। বেদব্যাস বর্ণিলেন শেষ রাখিলা ॥ আদি খণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস। কিছু শেষে বর্ণিলেন মহাশয় ব্যাস ॥ শেষ খণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। কিছু শেষে বর্ণিবেন মহা বেদব্যাস ॥ ইতি ॥ সেই সব মর্ম্ম কবিরাজ চাঁদ লেখে। মর্ম্ম বুঝিয়া সাধন করয়ে সাধকে ॥ ইহাতে সাধক যেবা হইবে চতুর। খুঁজিয়া লইবে মর্ম্ম জানিয়া প্রচুর ॥ ঠাকুর বৃন্দাবন আজ্ঞা গ্রহণ করিল।

অগ্রগামী মানি গোসাঞী ভক্তি আচরিল ॥ তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে অন্তের বিংশতিতে ॥ চৈতন্য মঙ্গলে লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। সত্য আগে ব্যাস কহে করিয়ে বর্ণনে ॥ তাহা ঝাড়ি অবশেষ যে কিছু মোরে দিলা। ততেক ভরিল লোভ তৃষ্ণা মেরে গেলা ॥ ইতি ॥ কৃষ্ণ লীলা বর্ণিলেন দৃষ্টান্ত কারণে। শ্রীচৈতন্য শচীসুত বিনে নাহি জানে ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ চতুর্থ শ্লোকে করি জগতে আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্র মাগিয়া কৃষ্ণ চৈতন্য প্রসাদ ॥ ইতি ॥ কবিরাজ চাঁদ যাহা করিলা সাধনে। যাহার তুলনা দিতে নাহিক ভুবনে ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বিনে নাহি জানে। আপনি আচরি

গোসাঞী শিক্ষায় নিজ গণে ॥ মধ্যের শেষে ॥ কৃষ্ণ লীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিক্ বহে যাঁহা হইতে। সে চৈতন্য লীলা হয়, শরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ যাহাতে ॥ ভক্তগণ শুনি মোর এ দৈন্য বচন ॥ ইত্যাদি ॥ ঐছে শুদ্ধ ভক্তি কভু জীবে উদয় নয়। শুদ্ধ আপনে গোস্বামী করিলা নির্ণয় ॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা ॥ অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম। আনুকূল্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ইতি ॥ তথাহি শ্রীভাগবতে ॥ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ইতি আনুকূল কৃষ্ণে প্রাতিকূল্য আপনার। আনুকূল্য প্রাতিকূল্য করহ বিচার ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্য করিব কেমনে। একারণে কহি সাধুর ধরিতে চরণে ॥ চক্ষু কর্ণ নাসিকা বদন গুহ্য লিঙ্গ হস্ত। দেখহ আছয়ে অঙ্গে ইন্দ্রিয় সমস্ত ॥ আনুকূল্য কহি যাতে কৃষ্ণ সুখ সেবা। রসিক ভকত বিনে তা করিতে পারে কেবা ॥ প্রাতিকূল্য কহি যাতে আপনার সুখ। চেষ্টাতে আছয়ে যত জগতের লোক ॥ আনুকূল্য অনুশীলন এই দুই কার্য্য। করিতে হইবে ভাই ইন্দ্রিয় সমাজ ॥ একে একে ইন্দ্রিয়ে কর এই দুই কর্ম্ম। এই দুই কার্য্য বিনে প্রেমের নাহি জন্ম ॥ এই শুদ্ধ ভক্তি গোসাঞী কহিল ডাকিয়া। প্রাপ্তির উপায় মূল দিল উঘারিয়া ॥ প্রেম না জন্মিলে কভু ব্রজ প্রাপ্তি নয়। প্রেমে বশ কৃষ্ণ দেখ

সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥ তথাহি আদির তৃতীয়ে ॥ চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান। প্রেম বিনে জগতের নাহি অবস্থান ॥ ইতি ॥ প্রকট হইলে কৃষ্ণ প্রেম দান করে। কৃপাসিদ্ধি কহি তারে সাধনে কি করে ॥ সাধন নহিলে ভাই সিদ্ধি নাহি হয়। বস্তু সিদ্ধি হইলে আছে পাবারি উপায় ॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে ॥ সাধন বিনে সাধ্যবস্তু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ রায় পাবারিঁ উপায় ॥ ইতি ॥ এবে অপ্রকট লীলা কৈছে প্রেম পায়। প্রেম যাতে জন্মে মন করহ উপায় ॥ রসিকের সঙ্গ করি হেন তত্ত্ব জ্ঞান। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্য আনুশীলন ॥ কেবল সে বদনেতে

আনুশীলন হয়। আর সব ইন্দ্রিয়ে কৈছে করিবে নিশ্চয় ॥ চক্ষু কর্ণ নাসা দুই আর গুহ্য লিঙ্গে। আনুশীলন কার্য্য কৈছে হবে তার সঙ্গে ॥ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে হবে কোন ইন্দ্রিয়ই ব্যর্থ নয়। প্রভুর শ্রীমুখের উক্তি গোস্বামী লেখয় ॥ এই ভক্তি উত্তম লক্ষণ কহি তারে। অন্য অভিলাস সব শূন্য হইলে যারে ॥

শ্রী

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ ॥ অন্যাভিলাসিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং। ইত্যাদি ॥ যদি কেহ বদনেতে

কৃষ্ণ নাম গায়। কৃষ্ণ সুখ নাহি তাতে আপন ভালাই ॥ দুই কর্ণে কৃষ্ণ নাম করিতে শ্রবণ। কৃষ্ণ সেবা নাহি হয় নিজ প্রয়োজন ॥ নাসিকাতে তুলস্যাদি যদি লেহ গন্ধ। কৃষ্ণ সেবা নহে আত্ম সুখের সম্বন্ধ ॥ যদি কেহ দিনেতে দর্শন আদি করি। কৃষ্ণ সুখ কৈছে হইল ভাল আপনারি ॥ লিঙ্গ গুহ্য দুই ইন্দ্রিয় বিষম সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ সেবা কৈছে তাতে হইবে একান্ত ॥ করিতে হইবে সেবা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভাই। নতুবা লেখেন কেন কবিরাজ গোসাঞী ॥ যদি বল দুই হস্তে সেবা কর্ম্ম করি। কৃষ্ণ সুখ কৈছে হয় বুঝিতে না পারি ॥ গৃহী সব গৃহকর্ম্ম করয়ে সকল। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম সকল নহেত বিফল ॥ সংসারী করয়ে শ্রম বৈষ্ণব সেবাতে। মাধূর্য্য পাবার উপায় ইথে কি হইবে ॥ শ্রীবৈষ্ণব সেবিতে সেবিতে ভাগ্যোদয় হবে। সাধু কৃপা হয় তবে মাধূর্য্য পাইবে ॥ সাধু কৃপা না হইলে কৃষ্ণ সেবা কিবা। কোটি জন্ম করি সে মাধূর্য্য না পাইবা ॥ দিন প্রতি লক্ষ

লক্ষ বৈষ্ণব সেবন। করিতে পারিত অনায়াসে সনাতন॥ তবে কেন সর্ব্বত্যাগী হইলা গোঁসাই। চৈতন্যের কৃপা পাই চৈতন্যে বিকাই। অপ্রাকৃত মনেন্দ্রিয় বিনে সেবা নাই॥ হস্তে কৃষ্ণ সেবা কর্ম্ম করি নাহি পাই॥ কৃষ্ণ সেবা কৃষ্ণ যদি এদেহে পাইল। গোপী দেহা গোপী অনুগত কি রহিল॥ সেই দেহে মুনিকন্যা শ্রুতিকন্যা লক্ষ্মী।

অতএব সেবা ভাই যে দেহেতে নয়। অনর্থাদি থাকিতে সে পাইল কোথায়॥ মনেন্দ্রিয় পক্ক যাতে আগে কর তাহা। ইন্দ্রিয় সকল পক্ক হইলে তবে হবে যাহা॥ তার মত ক্রীড়া আছে নিশ্চয় জানিহ। পুনঃ পুনঃ কহি

সাধু কৃপা আগে লহ॥ সাধু সঙ্গ করি সাধু সেবিবে নিশ্চয়। সঙ্গ না করিয়া সেবা বৈকুণ্ঠেতে যায়॥
যদি কহ মনে মনে কৃষ্ণের সেবনে। কৃষ্ণ সেবা সুখ কৈছে বুঝি দেখ মনে॥ মনে মনে রাজা হইলে
কেবা তারে জানে। তৈছে মনে সেবা কৈলে কৃষ্ণ নাহি মানে॥ অতএব সাধু পাশে আছে এ বিধান।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ সেবা কভু নহে আন॥ চৈতন্য আশ্রয় কর চৈতন্য সেবন। শুদ্ধসত্ত্ব শতসিদ্ধ পাবে
প্রেমধন॥ চৈতন্য ভজিলে নিতাই পাবে অনায়াসে। নিত্যানন্দ ভজে যে চৈতন্য তার পাশে॥
দুই প্রভু এক দেহ ভিন্ন ভেদ নয়। একেরে ভজিলে মন দোঁহাকার হয়॥ একের স্মরণে ধ্যান হয়
দোঁহাকারে। চৈতন্য ভজহ মন কহিনু তোমারে॥ কবিরাজ দুই প্রভু বিনে নাহি জানে। এহেন
গোঁসাই যেন রহে মোর মনে॥ রূপ রঘুনাথ বিনে নাহি জানে আন। রসিকের মধ্যে কহি রসিক প্রধান॥ তথাহি প্রার্থনা॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যে রচিল চৈতন্যচরিত। তাহার ভকত সঙ্গ, তার সঙ্গে যার সঙ্গ, তার নৈক্ষ কেনে সহবাস। কি মোর মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥ ইতি॥ তেঁহ সর্ব্ব মধ্যে রয় সাধু শাস্ত্রে কহে। তেকারণে তাঁর পাদপদ্ম মনে চাহে॥ ইন্দ্রিয় মধ্যে নাসা সদা শ্বাস বয়। কস্তুরী মঞ্জরী স্থিতি তার মধ্যে রব॥ এই কৃপা কর মোরে শ্রীরূপের গণ। জন্মে জন্মে করি গোসাঞী অধরামৃত পান॥ কহিয়ে

নিগূঢ় কথা শুন শ্রোতাগণ। কবিরাজ পাদপদ্ম করিয়ে স্মরণ ॥ সবে মেনে জানে রূপের হইয়াছি আশ্রয়। বুঝিতে না পারি মোর হইল সংশয় ॥ মঞ্জরী অনুগত কহে কোন কোন জন। অপ্রাকৃত মঞ্জরী সেবক সাধুগণ ॥ প্রাকৃত দেহেতে কৈছে হবে অনুগত। তবে অহঙ্কার করি কহে বুঝিল নিশ্চিত ॥ রাগ নহে বোধ নহে কহে নহাজন। রূপামৃতে শুন দাস গোস্বামীর বচন ॥ তথাহি রূপামৃতে ॥ তটস্থেষু দয়া যস্যা অহং সা মুঞ্জরীসদা। নচ রাগ নচ বৈধি প্রপঞ্চে লোক রঞ্জনং ॥ ইতি ॥ কর্ণে শুনি অপুগত হইতে নারিবে। সাধু সঙ্গ করি মন নয়নে দেখিবে ॥ সাক্ষাৎ নহিলে কৈছে হবে রূপাশ্রয়। বর্ত্তমান বিনে ব্রজ উপাসনা নয় ॥ হেন উপাসনা কেহ ভাগোতে পাইবে। পাইয়া অমূল্য যার বিশ্বাস নহিবে ॥ অন্তস্ফুট ধর্ম্ম সেই বহিস্ফুট নয়। হেন ধর্ম্মে অবিশ্বাসী সালকৃমি হয় ॥ তথাহি রূপামৃতে ॥ অন্তস্ফুটশ্রয়ারূপৈর্বিশ্বাসো যস্য ন যায়তে। স পাপিষ্ঠ ভবেৎ শতং সালকৃমিঃ সহ যায়তে ॥ ইতি ॥ সাক্ষাৎ নহিলে কভু ধীর নাহি হয়। অতএব কর ভাই মহতাশ্রয় ॥ মায়ানাটে জীব সব হয়ে মাতোয়াল। নিজ সুখে মত্ত হইয়া ফিরেন সকল ॥ মায়ানাট কহি যেই প্রকৃতির অঙ্গ। আত্মসুখে মগ্ন জীব হয়ে যায় ভঙ্গ ॥ স্থির হইতে নারে জীব যাতে দেহ সুখ। প্রাণ কীটে ধারণ করে সাধনে বিমুখ ॥ কেবা আকর্ষয় ইহা কেবা আস্বাদয়। তদ্ভাব উদ্গম কোথা জানিতে নারয় ॥ তাঁহার দর্শন নহে বংশীশ্বর নাদে। সেই অনুসারে রসিক ভজে মন সাধে ॥ তথাহি প্রলাপ ॥ যাতে বংশীধ্বনি সুখ, দেখি সো চাঁদ মুখ, যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। নিজদেহে করে প্রীত, কেবল কামের রীত, প্রাণ কীটে করিয়ে ধারণ ॥ বেণু নাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত হইতে মিঠা বোলে ॥ ইত্যাদি ॥ কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ॥ ইত্যাদি ॥ এই তত্ত্ব জীবে কভু বুঝিতে না পারে। কবিরাজ চাঁদ তাহা করিলা প্রচারে ॥ শুদ্ধ সত্ত্ব সত্য যার স্বতসিদ্ধ সেহ। সর্ব্বোপরি শুদ্ধ নায়ক মানুষ সেহ ॥ সত্ত্ব কহি কামরূপে জগত ব্যাপক। কামগন্ধ নাশি শুদ্ধ সত্ত্বের নায়ক ॥ বাসুদেব দেবকী সুত জগত ঈশ্বরে।

পিতামাতা সৃষ্টি জ্ঞান সত্ব কহি যারে ॥ তথাহি মধ্যের বিংশে ॥ ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা। জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্বের বিকার ॥ ইতি ॥ সেই শুদ্ধ সত্ব রতী সিদ্ধি হইলে জানি। স্বত সিদ্ধ সেই রাধাকৃষ্ণ তুল্য মানি ॥ স্বত সিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ ঈশ্বরের পাব। রাধাকৃষ্ণ মর্ম্ম যে বিশুদ্ধ সত্ব সার ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর। অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর ॥ এই রাধার চরণ, বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, আস্বাদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ ইত্যাদি ॥ কোন্ প্রেম কর্জ কৃষ্ণ লইলা রাধা ঠাঁই।

রাধা প্রেম ঝুলি কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥ রাধা নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল আপনার। শ্যাম রস উজ্জ্বল শৃঙ্গার রাধিকার ॥ তথাহি ॥ শৃঙ্গার শুচি শ্যাম দধরামৃত উজ্জল মধুর ॥ ইত্যাদি ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ শ্যাম রস রাধা দিল কৃষ্ণ পান কৈলা। রাধাভাব বাঞ্ছা লইয়া নদিয়া আইলা ॥ ইতি ॥ উদ্দীপন লাগি নাম কহিলাম সার এসব কহিতে বুক ধক ধকি আমার ॥ অতএব সাধু সঙ্গে সকল জানিবা। হেন সাধু সঙ্গ বিনে বুঝিয়ত নারিবা ॥ পদং ॥ প্রেমের ঋণী হইয়া, আইলা পলাইয়া, হইয়া যমুনা পার। ব্রজপুর ছাড়ি, আইলা নদে পুরী, দ্বিজ কুলে অবতার ॥ ইত্যাদি ॥ তথাহি ॥ ইয়াদিকির্দ্ধ গুণ সমুদ্র শত সাধু শ্রীরাধিক্যাঃ ॥ ইত্যাদি ॥ পদের পদার্থ ভাই বুঝিতে বিষম। ঐছে ধর্ম্ম বুঝে বৈদ্য হুবে যেই জন ॥ আগম পুরাণ আর তত্ত্ব সার যত। গ্রন্থ শাস্ত্র পদ সব এক ধর্ম্ম মত ॥ বুঝিলেও এক হয় না বুঝিলে ভিন্ন। সাধু কৃপা যারে সেই বুঝে তন্ন তন্ন ॥ জগৎকে শিক্ষা দিলা শ্রীযুত চণ্ডীদাস। সেই পদের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ পূর্ব্বে করিল কেবল উক্তি বিচার মাত্র। এবে কহি সেই পদ প্রয়োজন অর্থ ॥ তথাহি মূল পদং ॥ নিত্যের আদেশে, বাসুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্দ গ্রামেতে, যাইয়া প্রবেশ করে ॥ ইত্যাদি ॥ বসু শব্দে পৃথ্বি কহি একুল আকার। আছে সে গুহ্য দেশে প্রকৃতি সবার ॥ গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।

বস্তুতে গৃহেতে যুক্ত করি পঞ্চবাণ সঙ্গ ॥ পূর্ব্বাপর এবে ধর্ম্ম একই সমানে। মহাপ্রভু শ্রীমুখে শিক্ষা দিলা সনাতনে ॥ ইতি ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োবিংশে ॥ অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার। সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার ॥ ইতি ॥ তথাহি মধ্যের বিংশে ॥ এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খোদিবে। ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে ॥ পশ্চিমে খোদিতে তাহা জক্ষ এক হয়। সে বিঘ্ন করিবে তাতে ধন না পাবয় ॥ উত্তরে খোদিতে আছে কৃষ্ণ অজা-গরে। ধন না পড়িবে খোদিতে গিলিবে সবারে ॥ তাতে পূর্ব্ব দিকে মাটি অল্প খোদিতে। ধনের ঝাড়ী পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ইতি ॥ প্রেম ধন তুলিবার উপায় করহ। গোস্বামী লিখন ভাই বুঝিয়া খোদিহ ॥ দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তর দিকে নাহি পাই। পূর্ব্ব দিকে পাই তিন দিকে ধন নাই॥ পশ্চিম দিকে কাম জক্ষ রিপুর প্রবলে। নিজেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা ধন নাহি মিলে ॥ তথাহি চতুর্থে ॥ নিজেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ ইতি ॥ উত্তরেতে মোক্ষ বাঞ্ছা মুক্তির আখ্যান। কৃষ্ণভক্তি যত ইতি তাহে অন্তর্দ্ধান ॥ তথাহি আদিতে ॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়। কৃষ্ণ অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয় ॥ দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে। ভেমরুল আদি পুত্র কন্যা উঠিবে তাহাতে ॥ তাহার সহিত যজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়। বিবাহ করিতে মানা বাসুলী কহয় ॥ মহাপ্রভু বারণ করিলা রঘুনাথে। বিবাহ না করিহ কহে ধর্ম্ম যজিতে ॥ তথাহি অন্তে ॥ অষ্টমাস রাখি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। বিবাহ না করিও বলি নিষেধ করিল ॥ ইতি ॥ অতএব তিন দিক ছাড়ি ভজ ভাই। পূর্ব্বদিক সিদ্ধ করি নিত্য ধামে যাই ॥ পূর্ব্ব দিক কহি এবে শুন মহাশয়। যথা হইতে আসি এই শরীর নিশ্চয় ॥ সেই স্থানে কোন স্থান জানিবে কেমনে। শব্দ গন্ধ রূপ রসের পথ বর্ত্তমানে ॥ সেই স্থানে খোদি ধন অন্যস্থানে রাখ। তাপত্রয় দুঃখ নাশ হবে প্রেম পক্ক ॥ তথাহি ঊনবিংশে ॥

শ্রী

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥ মালী হয়ে সেই বীজ করে আরোপণ॥ ইত্যাদি॥ ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়। সুখ ভোগ হইতে দুখ আপনি পলায়॥ সদাই বর্জিবে এই সহজ সামর্থ। আর অর্থ কহি শুন লাগয়ে যে অর্থ॥ বসু অষ্ট গ্রহ নব এই সত্তেরো হয়। সত্তেরোতে সাবধান চেতন নিশ্চয়॥ শিক্ষারূপে সংক্ষেপেতে কহিল বাসুলি। তাহা শিক্ষাগুরু কহেন কৃপায় সকলি॥ শিক্ষাগুরু কহি যাতে কৃপা রূপ হয়। নানা মতে কহে যাতে শিষ্য নষ্ট নয়॥ পরক্রিয়া রতি পরতত্ত্ব সুখ সার। তাহার করণ পঞ্চ বাণের আচার॥

আরোপ করহ সেই মর্ম্ম পরক্রিয়া। বাহ্যে পরক্রিয়া তারা কামিনী লইয়া॥ নায়ক নায়িকা দোঁহাকার মর্ম্ম সেই। নিত্যধামে বিশুদ্ধ মানুষ যারে কই॥ হিঙ্গুলবরণ সঙ্গে নব নব সখী। একবর্ণ একাকার শ্রীঅঙ্গের মূরতি॥ তথাহি নাটকে॥ শ্রীরাধিকায়া ভবতশ্চ চিত্তনী॥ ইত্যাদি॥ এইত কহিল চণ্ডীদাসের মনোবৃত্তি। কৃপা কর সবে ভাই ধর্ম্মে হউক মতি॥ গোস্বামী কহেন শুন এ দৈন্য বচন। কবিরাজ গোস্বামীর প্রলাপ বচন॥ কৌশল বর্ণন কেহ বুঝিতে না পারে। সেই বুঝে গোস্বামী যারে শুভ দৃষ্টি করে॥ তথাহি মধ্যের শেষে॥ না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমধ্য কর্কশাবর্ত্তে, যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥ প্রেম রস কুমুদ বনে, প্রফুল্লিত রাত্র দিনে, তাতে চরাও মন ভৃঙ্গগণ॥ ইত্যাদি॥ লাল কুমুদ যথা তথায় বৈসে প্রেম।

রূপ রস শব্দ গন্ধ মধ্যে যার হেম॥ হেম নয় হিঙ্গুল সে মানুষ মূরতি। ব্যগ্রতা করিয়া বলি মন থাক তথী॥ বহু জন্মে কৈলা মন বহুত অভাগ্যে। এই জন্মে রাখ মন কহি তোমা আগে॥ তুমি যদি কর পার অনায়াসে হয়। একারণে কহি আর নাহিক উপায়॥ সেইত কুমুদ বনে নিরবধি রহ। আর কিছু নাহি মাগি এই মুই মাগ॥ পাপ অপরাধ যত হইবে মোচন। আর কিছু নাহি চাই এই নিবেদন॥ কবিরাজ নিজগণ লাগিয়া লিখিলা। সেই স্থানে মন দিয়া সর্ব্বে প্রাপ্ত কৈলা॥ কবিরাজ গোস্বামীর মর্ম্ম বুঝিতে বিষম। মহা২ কৌশলেতে করেন বর্ণন॥ মহাপ্রভু রামানন্দে সাধন

পুছিলা। রায় রামানন্দ তারে কৌশলে কহিলা ॥ তথাহি অষ্টমে ॥ ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে হয় কোন ধীর। যে তোমার মায়া নাটে হইবেক স্থির ॥ মোর মুখে বক্তা করি তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥ ইতি ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কহিয়ে ত্রিভুবন। এই ত্রিভুবন মধ্যে স্থির যার মন ॥ মন শব্দে আত্মা রতি ধীর শব্দে শান্ত। অটল হইলে শান্ত কহিয়ে একান্ত ॥ নির্ভয় সে মায়া তারে গ্রাসিতে নারে। মায়া সঙ্গে শ্রাদ্ধ করে নাটের উপরে ॥ অত্যন্ত রহস্য কহি প্রাকৃত শৃঙ্গারে। রতি রণে জয়ী তারে করি নমস্কারে ॥ জয়ী যেই হইতে নারে জীবাধম ছার। রণে ভঙ্গ হইলে তারে কি কহিব আর ॥ টলিলে সে জীব হবে না টলে ঈশ্বর। এই দুই ছাড়ি সাধে রসিক শিখর ॥ রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ জনে করি নিবেদন। আশ্রয় বিষয় কহি তাহার আখ্যান ॥ কৃষ্ণের বিষয় কহি অটল শৃঙ্গার ॥ তথাহি অষ্টমে ॥ শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ ইতি ॥ রাধারে আশ্রয় কহি প্রেম ব্যবহারে ॥ তত্রৈব ॥ ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ইতি ॥ ঈশ্বর মানুষ দুই বৃন্দাবনে কহি। আশ্রয় বিষয় হেন জীবে কভু নাহি ॥ রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই সে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া তত্ব গোস্বামী লেখয় ॥ কৃষ্ণ হইতে শত শত গুণেতে কিশোরী। অধিক বাড়য় কিসে দেখহ নির্দ্ধারি ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একালা রাধিকা তাতে করি অনুভব ॥ আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ইতি ॥ কৃষ্ণের বিষয় নিজ সুখ আস্বাদন। তাহা হইতে রাধার গুণ হয় কোটি গুণ ॥ তথাহি চতুর্থে ॥ নিজ প্রেম আস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হইতে কোটি গুণ রাধার প্রেমাস্বাদ ॥ বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয় আহ্লাদ ॥ ইতি ॥ রাধা প্রেমাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে চাহিলা। অনুভব হবে বলি বিচার করিলা ॥ ভাবাশ্রয় বিনে অনুভব নাহি হয়। মর্ম্ম পরক্রিয়া যাতে জানিহ নিশ্চয় ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥

সেই প্রেমা .শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। তবে সেই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥ ইতি॥ রাগমার্গ বিধি মার্গ এই দুই মতে। নবধাঙ্গ ভক্তি যাজন করহ ভকতে॥ বাহ্য মর্ম্ম দুই মতে সেবন সাধন। দুই মতে কৈছে হবে শুন নিবেদন॥ নব বিধি ভক্তি কেবল হয় শ্রীরাধার। নব ভক্তি বিনে রাধা নাহি জানে আর॥ কিশোরীর কৃপা বিনে কেবা তাহা যজে। তাঁর কৃপা যারে সেই নব বিধি ভজে॥ ভাগবত মর্ম্ম সেই ভক্তি অঙ্গ সার। সাধু কৃপা বিনে কেহ নাহি জানে আর॥ বাহ্যেতে করহ নব ভক্তির যাজন। শ্রবণ আদি কীর্ত্তন স্মরণ পূজন॥ মর্ম্ম যেই গোপ তেই যজে নিরবধি।

পাকিলে সে প্রেম বাণ গুণে সাধ বদি॥ হৃদয় মাঝারে সেই ভক্তির তরঙ্গ। তার রাগ মার্গ কহি ভক্তি প্রসঙ্গ॥ ব্যাকত করিয়া যদি যাজন করিবা। ছয় গোসাইয়ের ক্রোধ হবে গোর না পাইবা॥ ধর্ম্ম ব্যক্ত হবে আর না পাকিবে রতি। কৃষ্ণ প্রাপ্তি দূরে রহুক হবে অধোগতি॥ সাধন দুই মত আর ভাব দুই দুই মত। সেবা দুই মত কহি শুনহ নিশ্চিত॥ রস এক প্রেম এক ক্রিয়া এই নব-মত হয়। পৃথক্ পৃথক্ করি কহি শুন মহাশয়॥ রস প্রেম ক্রিয়া বলি হৃদয়েতে যাইয়া। অনুরাগ বৃদ্ধি করে মন লোভাইয়া॥ রস কি বলি যারে প্রেম কহি রতি। ক্রিয়া কহি বাণ যারে একত্রতা প্রাপ্তি॥ দুই মত সেবা ভক্তি কহি ভাই শুন। সৌরব নাসিকা দ্বারে অধরে চুম্বন॥ দুই মতন সাধন কহি শুনহ সকলে। তিন বাণে শতদ্ধ

উথলিলে॥ দুই মত কহি শুন তার ভক্তি হয়। নব বিধি ভক্তি যাহা হইতে মিলয়॥ স্থায়ী ভাব গুরু বস্তু শতদলাশ্রয়। সহস্র দলেতে যেই সিদ্ধি রতি কয়॥ শ্বেত নীল দুই বস্তু ভাব মত এই। শ্বেত লইয়া নীলবর্ণ তাহাতে মিশাই॥ এই ভাব লয়ে যার দিবানিশি যায়। তার পর হবে ভাই মানুষ আশ্রয়॥ কাম অকাম হইলে মহাকাম নাম। সেই মহাকাম প্রাপ্তি পায় নিত্যধাম॥ তথাহি অন্তে॥ অকাম কাম সাধ্যাশ্চ সাধকানাং প্রিয়ং ভবেৎ। অষ্টপদ্ম ভবেৎ দ্বারাং লক্ষণ, ত্রিবিধামতা॥ ইতি॥ অকামঃ সর্ব্বকামৈব মোক্ষকাম উদারধি। ত্রিবেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥ ইতি॥

মহাকাম হইলে হবে বিষয় জাতীয়। তার পর প্রেম আশ্রয় রাধা ভাবে হয়॥ নাহি হয় কৃষ্ণবিষয় জীবত্ব থাকিতে। আশ্রয় নহিলে নহে বিশুদ্ধ যাহাতে॥ জীবের বিষয় মাত্র যাতে দেহ সুখ। আত্মসুখে ফিরে জীব সাধনে বিমুখ॥ রতিখণ্ড নিরবধি পাপাদি করিয়া। এই দুই দোষে ফিরে চৌরাশি ভ্রমিয়া॥ তথাহি তন্ত্রে॥ স্থাবরং দশলক্ষ্যাণি বিষলক্ষঞ্চ পক্ষিনাং কৃমিলক্ষঞ্চ নবলক্ষ জল জলিকা পর্শ্বাদীনাং ত্রিশলক্ষঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ মানবা॥ ইতি॥ পাপাদি করিলে তার উপায় আছয়ে। এক কৃষ্ণনামে সর্ব্ব পাপ নাশে যায়ে॥ আদির অষ্টমে॥ এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ। প্রেমেতে করিলে ভক্তি করেন প্রকাশ।

ইতি॥ আত্মাগুরু ত্যাগে তার নাহিক নিস্তার। এই অপরাধে নহে প্রেমের সঞ্চার॥ যাহাতে জনমে প্রেম সে বীজ বিনাশ। কেমতে হইবে তবে প্রেমের প্রকাশ॥ জন্মাবধি নিতি নিতি আত্মাত্যাগ হইলে। দেহ জরা হইলে তেঁই প্রেম না জন্মিলে॥ কৃষ্ণ আবির্ভূত যাতে সে যদি না রহে। কৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর কৈছে হইবেক তাহে॥ তথাহি আদির অষ্টমে॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণ বীজ নাম তাহে না করে অঙ্কুর॥ ইত্যাদি॥ আত্মা সুখ দেহ সুখ দুই না ছাড়িলে। প্রেমের সেবন যাহা কৈছে তাহা মিলে॥ বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম সকলি ছাড়িবে। সর্ব্বত্যাগ করি প্রেম সেবা সে পাইবে॥ তথাহি আদির চতুর্থে॥ বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥ সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের সেবন।

শ্রী

কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥ ইতি॥ বিচারিয়া দেখ মনে আত্ম সুখ কিবা। তাহার যে মর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারিবা॥ দেহ মর্ম্ম দেহের সুচ্যাসা যত হয়। কৃষ্ণ সুখ হেতু যদি নহে সে ব্যর্থয়॥ বেদধর্ম্ম বেদের স্বধর্ম্ম যেই নিষ্ঠে। চতুর্ব্বিধ মুক্তি লোক ধর্ম্ম সে বৈকুণ্ঠে॥ আত্ম সুখ সে শৃঙ্গার আচরণ। তার মর্ম্ম খণ্ডরতি যখন উদ্গম॥ হেন যে আনন্দ ভাই যেবা করে ত্যাগ। ক্রমে প্রেম সেবা যোগ্য সেই মহাভাগ॥ কৃষ্ণের বিষয় যদি কোন জীবে হয়। মানুষ করণ তারে অবশ্য মিলয়॥ অতএব সাধ মন মানুষ করণ। ঈশ্বরের গণে নহে প্রাপ্ত বৃন্দাবন॥ এবে অটল হইয়া শিব কৈলাসে রহিলা।

মৃত্যুঞ্জয় নাম করি শাস্ত্রেতে রাখিলা ॥ অনেক আছয়ে তার অঙ্গেতে ভূষণ। কিঞ্চিৎ কহিয়ে মর্ম্ম জানিয়ে কারণ ॥ এবে অনুবাদ কহি তার যত হয়। দৃষ্টান্ত সাদৃশি অঙ্গে যতেক আছয় ॥ ললাটেতে নেত্র অর্দ্ধচন্দ্র কেনে দেখি। শিরে সর্প জটা কেনে ভস্ম অঙ্গে মাখি ॥ হলাহল বিষ কেনে করিলেন পান। কহ ইথে চাহি মুই এসব সন্ধান ॥ বাঘছাল অঙ্গে ভাঙ্ ধুতুরা আহার। অনুভবি সাধু মুখে শুনিয়া আচার ॥ শিব মর্ম্ম কহিব আগে আচ্ছাদন দিয়া। এবে রস ভিয়ানের কহি বিবরিয়া ॥ কবিরাজ গোঁসাই প্রকারে কহিলা। সাধ্য সাধন মূল কৌশলে লিখিলা ॥ বিলাস আর স্থিতি তেঁহ না কৈলা প্রচার। স্থায়ী ভাবে অনুভব কহে সমাচার ॥ তথাহি মধ্যের উনবিংশে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভব ॥ ইতি ॥ স্থায়ী ভাবে অনুভব যাহার হইবে। মানুষ করণ সেই বুঝিতে পারিবে ॥ স্থায়ীভাবে অনুভব নাহিক যাহার। মানুষ করণ সাধ্য না হয় তাহার ॥ তথা তত্রৈব ॥ বিভাব অনুভব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী। স্থায়ীভাব রস হন মিলি দুই চারি ॥ অন্তের পঞ্চমে ॥ সঞ্চারাসাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ইতি ॥ কোন্ ভাব স্থায়ী আছে দেখ বিচারিয়া। তাহার মরম কিছু কহি উঘারিয়া ॥ বেদাগমে ব্যাকরণে এক বস্তু হয়। নানামত নাম করি উচ্চারণ করয় ॥ শ্রুতি তন্ত্র পুরাণ আদি ব্যাকরণ যত। টীকা দর্শন ভাবার্থ শাস্ত্র নিগমত ॥ এক বস্তু নানামত শব্দ উচ্চারয়। সে সকল কহি মন দিয়া শুন মহাশয় ॥ বেদে কহে বিনা পুরাণেতে কহে ভাব। ব্যাকরণে শব্দ সে আগমেতে ধাতু লাভ ॥ ষড়্দর্শনে ধূম কহে ভাবার্থে উন্মাদ। টীকায় কাম কহে. নিগমে অলঙ্কার স্বাদ ॥ শাস্ত্রেতে মাদন কহে শুন বিবরণ। নিরবধি এই বস্তু করহ ভিয়ান ॥ পুরাণে গোস্বামী ইহা করিল বর্ণন। কৃপার সমুদ্র গোসাঞী কর বিলোকন ॥ পুরাণ কহি তাতে বহু মত হয়। রাজসিক মানসিক তামসিক আছয় ॥ মানসিক পুরাণের শুনহ গণন। সাধ্য যে সাধন অঙ্গ যাহাতে ভূষণ ॥ তথাহি মধ্যে ॥ বৈষ্ণব বিনা বাদি অঙ্কস্তথা ভাগবতান্বিতা।

চতুর্থ বিলাস।

গরুড়ঞ্চ তথা পাদ্য বরাহ শুভ দর্শনং ॥ ইতি ॥ এ ছয় পুরাণে আছে সাধন বিস্তার। বৃন্দাবন প্রাপ্তির উপায় সমাচার ॥ রাজসিক পুরাণের এবে কহিলাম। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা তাহার লক্ষণ ॥ তথা তত্রৈব ॥ ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্ম বৈবর্ত্তং মার্ক-ণ্ডেয়ং তথৈবচ। ভবিষ্যতং বামনং ব্রহ্ম রাজসিকানি বক্ষ্যতে ॥ ইতি ॥ তামসিক পুরাণের শুনহ লক্ষণ। নানা মত কর্ম্ম যাতে জীবের মরণ॥ সত্য মিথ্যা রাগ বৈধি আছয়ে অনেক। একারণে তার নাম হইল তামসিক ॥ তথা তত্রৈব ॥ মৎস্যচ কূর্ম্মং তথা লিঙ্গং শিবং সঙ্গ তথৈবচ। আগমের শড়তানি গ্রাম মানি নিরিক্ষণে ॥ইতি॥ এই অষ্টাদশ পুরাণের

মধ্যে যত। সাধন অঙ্গ বাছিয়ে গোস্বামী লইলা তত ॥ মানসিক পুরাণের যত ইতি ধর্ম্ম। গোস্বামী বারন্তে তত সাধকের কর্ম্ম॥ অষ্টাদশ পুরাণের এই বিবরণ। মানসিক পুরাণ কবিরাজের গ্রহণ॥ এক স্থানে চিরকাল তারে স্থায়ী কহি। সেই সারাৎসার হয় আমি দিলাম কহি॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা॥ প্রেমাদিক স্থায়ীভাবে সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥ ইতি॥ আধার ধরহ মন আর কিছু নাই। আধার ধরিয়া নিত্যধামে চলি যাই॥ তথাহি আদির পঞ্চমে॥ যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহ তাহাতে সংসার। অন্ত বাহ্য রূপে তেঁহ জগত আধার॥ প্রকৃতি সহিতে তার উভয় সম্বন্ধ। তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥ এক পাত্রে আছে বস্তু শুন শ্রোতাগণ। পাত্রান্তর করি বস্তু কর আবর্ত্তন॥ তথাহি॥ পাত্রান্তরকৃতং

শ্রী

পাকং রসগূঢ়ং সমুদ্ভবং। এতাবৎ সাধকাবস্থা সিদ্ধাদীনাং বিজানীয়াৎ ॥ তথাহি রসামৃত সিন্ধু॥ শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্॥ ইত্যাদি॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যং শ্রদ্ধাত্মা প্রিয়শতাং ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকাদপি সম্ভবাৎ॥ ইত্যাদি॥ তথাহি মধ্যের উনবিংশতিতে॥ মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সিঞ্চন॥ পারাপার শুন্য গম্ভির ভক্তিরস সিন্ধু। তোমা চাকাইতে তার কহি এক বিন্দু॥ ইতি॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ তাঁবা কাঁশা রূপা শোণা রত্ন চিন্তামণি। কেহ যেন পথে পোতা পায় এক ক্ষণী॥ পাত্রান্তর হইলে বস্তু হবে

প্রেমময়। সর্ব্বত্র বেড়িয়া প্রেম সহস্রদল পায় ॥ কৃষ্ণপাদ কল্পবৃক্ষে হবে আরোহণ। নিগূঢ় সাধন এই রসিক করণ ॥ বিষম করণ ইহা দূরাদূর হয়। দূর হইতে নিকট নিকট দূর তায় ॥ মহাপ্রভু সাধনাঙ্গ শ্রীরূপে কহিলা। লতা করি কবিরাজ কৌশলে লিখিলা ॥ তথাহি শ্রীরূপ শিক্ষা ॥ তদুপরি যায় লতা গোলক বৃন্দাবন। কৃষ্ণপাদ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ ॥ইতি॥ রাগ কহি ভক্তি কহি স্বভাব কহি তারে। প্রেম কহি লতা কহি গুরুবীজ যারে॥ এ ছয় একতা কবি-রাজের প্রচার। স্থানে স্থানে আছে দেখ করিয়া বিচার ॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে ॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিসদ্ শ্রুতি-

গণ ॥ রাগ মার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ইতি ॥ রাগ পথ আছে ভাই হৃদয় ভিতরে। সাধু কৃপা হইতে জানি গমন তাহারে ॥ কোথা হইতে গমন করিয়া কোথা রহে। কোন্ পথে যায় তাহা সাধুগণে কহে ॥ শ্রুতিকর্ত্তা সেই ধর্ম্ম যাজন করিয়া। ব্রজেন্দ্রনন্দন পাই অপার সাধিয়া ॥ তথাহি মধ্যমের উন-বিংশে ॥ পারাবার শূন্য ভক্তি গভীর রস সিন্ধু ॥ ইত্যাদি ॥ গম্ভীর সমুদ্র পারাবার নাহি তার। ভক্তি কর্ম্ম সাধ্য বাড়ে রসের পাঁথার ॥ শূন্য শব্দে নৈরাকার রস যে অতল। কত হয় কত যায় তাহাতে সকল॥ তথাপিও নাহি কমে পূর্ণ সদা রয়। দেহ বৃদ্ধ হইলে বস্তু ক্রমে চলি যায়॥ হেন বস্তু বিশ্বাস গৌর রূপে কৃপা কৈলা। প্রথমে সাধিতে মাত্র আর নিষেধিলা ॥ সদাই চাকিতে দেহ-শীঘ্র জরাতুর। ভাদ্র

গঙ্গাতুল্য হইলে নহে প্রেমাঙ্কুর ॥ আত্মা শব্দে স্বভাবে কহি তাতে যেই রমে। আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥ জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান। দেহ আত্মাজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ আপনার দেহে দেখ আছে আত্মধন। একারণে নাহি জানে ভ্রান্ত জীবগণ ॥ কৃষ্ণদাস হইব বলি বাসনা করয়। কৈছে দাস হবে জীব পথ না জানয় ॥ হেন জ্ঞান আচ্ছাদিত মায়াতে ভুলিয়া। ঘৃণা লজ্জা করি মরে বেদেতে মাতিয়া ॥ গুরু সহস্রেক নাম কহি কিছু গুন-। সম্যক্ কহিলে গ্রন্থ বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥ একারণে শতনাম প্রধান কহিয়ে। মহাদেব কৃতাগমে অনুসার লইয়ে ॥ প্রাকৃত

রূপেতে তাঁর যত নাম হয়। একে একে কহি শুন করিয়া নির্ণয়॥ গোস্বামীরা প্রধান প্রধান নাম লইয়া। ভক্তগণে রস তত্ত্ব দিলেন কহিয়া॥ অবিশ্বাসী জীবের হইবে ইহা জানি। একারণে সংক্ষেপেতে কবিরাজ ধ্বনি॥ উন্মাদ, স্বভাব, আত্মা, ধাতু, রতি, কাম। লাবণ্য, বিশ্বাস, সুধা, এই নব নাম॥ বিন্দু, রেত, দেহ, দৃঢ়, শব্দ, সিদ্ধ, তাল। স্ত্রী, সত্য, বীজ, কারণ, গম্ভীর, বেতাল,॥ স্থায়ী, লতা, গুরু, রেতা, বুদ্ধি, পারা, ভক্তি। রস, ভাব, ধূম, মন্ত্র, ধৃতি, মধু, স্থিতি॥ শূন্য, রাগ, স্বপ্ন, তেজ, আকর্ষণ, পতি। ব্রহ্ম, রজ, শ্রদ্ধা, আধার, নৈরাকার, শক্তি॥ মনাগ্রহ, সমুদ্রস্বপ্ন, মেধ, শির।

ঊর্দ্ধমূল, বন, দৃষ্টি, সত্ত্বা, গুণাধার॥ বিষ্ণু, ব্রহ্ম, তমো, রাজা, সুখ, ধন্দ, লোভ। ফল, স্বামী, আনন্দ, গ্রহণ, দেবী, দেব॥ চিন্তা, জরা, সুদৃঢ়, বিশ্বাস্য, চেষ্টা, টল। অমৃত, সে, প্রলয়, মৃত্যু, বিবাদ, অটল॥ ব্যাকরণ, অস্থির, স্ফূর্ত্তি, বিশ্বস্ত, রস। সর্ব্বধর, গমন, রসিক, সিদ্ধ, শ্বাস॥ উৎপত্তি, স্বরূপ, স্বযোগ, প্রাকৃত। অদ্ভুত, কাঞ্চন, কাঁচা, করিল, ব্যাকৃত॥ ইতি॥ এইত কহিল ভাই গুরুর আখ্যান। সম্যক কহিতে নারি দিল সমাধান॥ ব্রহ্মাণ্ডের খেলা যত গুরু মহাশয়। সাধু সঙ্গ করি কর অপ্রাকৃত তায়॥ শত নাম বিচার করিয়া দেখ ভাই। গুরু ধরিয়া নিত্য ধামে চলি যাই॥ না ধরিলে না জানিলে শুনিলে কিছু নহে। একারণে ঊর্দ্ধরেতা ভাগবতে কহে॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো॥ ইত্যাদি॥

তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম সংকীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ॥ সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কৃপা ভক্তির স্বভাব। এই তিনে সব ছাড়ায় করায় কৃষ্ণে ভাব॥ ইতি॥ সকল ছাড়ায় ভক্তি জীবে নাহি জানে। নিরবধি আকর্ষয়ে তবু নাহি মানে॥ রসিকভক্ত বিনে রসভক্তি নাহি জানে। সাধনে ভিয়ান করে প্রেমের কারণে॥ উছলিয়া প্রেম যবে সর্ব্বত্রে বেড়াবে। কাম গন্ধ বীজ নাশ দেহে জ্বারা যাবে॥ কি কহিব কবিরাজ গোসাঞীয়ের গুণ। সাধন সন্ধান বিনে না করে লিখন॥ পুরুষ প্রকৃতি ইথে সবে অধিকারী। সবার সাধন এই কহিল নির্দ্ধারি॥ পুরুষ দক্ষিণা সে প্রকৃতি ব্যক্ত

শ্রী

বামা। সাধন সাধিবে ব্রজে যত গোপী কামা॥ খায় লুটে প্রেম করে ভাণ্ডার উজাড়ে। পাত্রান্তর হইলে প্রেম শত গুণ বাড়ে॥ পাত্র শব্দে পদ্ম বস্তু চৈতন্যের মর্ম্ম। স্থানান্তরে পাক কহি গোস্বামীর ধর্ম্ম॥ পঞ্চজনে আত্মারামেশ্বরের উল্লাস। কবিরাজ কৌশলেতে করিলা প্রকাশ॥) তথাহি আদির নবমে॥ পাত্রাপাত্র বিচার নাহিক স্থানাস্থান। যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেম দান॥ লুটি খায়ে দিয়া করে ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণে বাড়ে॥ উচ্ছলিয়া প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী বালিকা বৃদ্ধা আদি সকলে ডুবায়॥ জগত ডুবিল জীবের বীজ হইল নাশ।

ইহা শুনি পঞ্চ জনার বাড়িল উল্লাস॥ ইতি জগৎ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড কহি আপন শরীরে। প্রেমেতে ভরিবে মন কহিল তোমারে॥ (অতএব কহি ভাই সাধন করণ। শিক্ষাগুরু পাশে বাণ করহ শিক্ষণ॥ ঐছন সাধন বাণ নহিলে না হয়। সে সব সাধনে পঞ্চ বাণ সে লাগয়॥ অতএব রস লইয়া ভিয়ান করিলে। তবে তারে রাধাকৃষ্ণ ধাম মিলে॥ ইক্ষু রসে যৈছে ওলা মিছরি হয়। তৈছে বস্তু শক্তি হইতে মহাভাব পায়॥ তথাহি মধ্যশিক্ষা॥ বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ড সার। শর্করা শিতা ওলা শুদ্ধ মিছ্‌রী আর॥ ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ। রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥ ইতি॥ এক স্থানে রস বস্তু আছে চিরকাল। থাকিলে বা কিবা হয় বুঝহ সকল॥ স্থানান্তরে রস লইয়া মশলা তাহে দিয়ে। ভিয়ান করহ রস যেই আরোপিয়ে॥)

১০

তাহাকে রসিক কহি আর কেহ নহে। হেন সাধন বিনে কেহ রসিক না হয়ে॥ পূর্ব্ব মহাজনের পদ শুন মহাশয়। শ্রীযুৎ চণ্ডিদাস করে রসিক নির্ণয়॥ তথাহি চণ্ডিদাসের পদ॥ রসিক রসিক সবাই কহে কেহ সে রসিক নয়। ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গোটিক হয়॥ (সখি হে রসিক বলিব কারে)। বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়ে, রসিক বলিয়ে তারে॥ রস পরিপাটী স্বর্ণের ঘটী, সম্মুখে পুরিয়া রাখে।—খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে, তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥ সেই রস পান, রজনী দিবসে, অঞ্জলী পুরিয়া খায়। খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে, উছলিলে বহি যায়॥ চণ্ডিদাসে

কাহে, শুন রসবতী, তুমি সে রসের কূপ। রসিক জনা, রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ ॥ ইতি ॥ শিখরিণী কৃষ্ণ লীলা মাধুর্য্যের সীমা। যেবা সাধে তার আমি কি জানি মহিমা ॥ হেন সাধন ভাল মতে জান সব ভাই। ভরম করি থাকিলে কভু কৃষ্ণ নাহি পাই ॥ কৃষ্ণ না পাইলে যদি ভরমে কি করে। নিরভিমানে ধর্ম্ম গোস্বামী প্রচারে ॥ দধিবৎ আছে রস জানিহ অন্তরে। চারি মশলায় পাক কর একত্তরে ॥ তথাহি মধ্যমের শিক্ষা ॥ দধি সেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে। রসালাক্ষ্যা রস হয় অপূর্ব্ব আস্বাদনে ॥ ইতি ॥ তবে শিখরিণী মাধুর্য্য কহিয়ে। গোস্বামী লিখন টীকা তাহাক্তে দেখিয়ে ॥ তথাহি নাটকে ॥ সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী। ইত্যাদি ॥ কৃষ্ণ লীলা শিখরিণী, চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী, তাহারে দমন করে যেবা। রাধাদি প্রণয় তাতে, ঘনসার সুবাসিতে, সে মাধুর্য্যের অন্ত করে কেবা ॥ ইতি ॥ একা ইক্ষু রস হইতে মিছরী উপার্য্যন্ত। ক্রমেতে সকল হয় বুঝহ একান্ত ॥ তৈছে বস্তু হইতে পায় মহাভাব সীমা। অনুভবি দেখ মন কহিল মহিমা ॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা ॥ প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়। রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ ইতি ॥ পদ্মময় বপু সবার করি বিবরণ। আছয়ে অনেক শুন কহি প্রয়োজন॥ অতএব কহি পদ্ম মধু আছে যাতে। শ্বেত রক্ত নীল পীত প্রয়োজন তাতে ॥ কোন কোন স্থানে অষ্টদল পদ্ম হয়। স্থিতি রাধাকৃষ্ণ লীলা গূঢ় রূপে তায় ॥ অষ্ট দলে বেষ্টিত আছয়ে অষ্টসখি। পরম নিগূঢ় স্থান স্থিতি কবি লিখি ॥ কোন কোন স্থানে ষড় দল পদ্ম আছে। বিলাস তাহাতে মন কহি তোমা কাছে ॥ যেই স্থানে দেখ ষড়দল পদ্ম হয়। সে কথা কহিয়ে যদি প্রাণ বাহিরায় ॥ কোন কোন স্থানে সে সহস্রদল জান হংস চক্র ভৃঙ্গ রূপে করহ স্মরণ ॥ নিজ ভাবাশ্রিত প্রভু রহে সেই স্থানে। তাঁর সেবা কবিরাজ চাঁদ তাহা জানে॥ নিরন্তর তাঁর পদে মনকে রাখিয়ে। অন্তর মনায় সেবা কর দুই বাণ লইয়ে ॥ নিজ ভাবাশ্রিত বেহ ইষ্ট তেঁহ হন। পরম আবিষ্ট তাহাতেই গোস্বামীরা কন ॥ বাণ লইয়া তন্ময় তাঁহার পদে যেহ। রাগ ভক্তি উত্তম লক্ষণ

শ্রী

ভক্ত হয় সেহ ॥ তথাহি ॥ ইষ্টে সারসিকী রাগপরমাবিষ্টতা ভবেৎ ॥ ইত্যাদি ॥ চৈতন্য উপাসনা ভাই হইবে কেমনে। তেকারণে তোমায় মন করায় শিক্ষণে॥ চৈতন্য উপাস্য বিনা অদৈন্য জানিয়ে। কেমনে উপাস্য তাহা ভাঙ্গিয়া কহিয়ে॥ তথাহি ॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ॥ অন্ন গুণঃ স্মরণং হরেৎ চৈতন্য মন্যতে জগৎ ॥ ইত্যাদি ॥ গোলোক সহিতে প্রভু বৃন্দাবনে লীলা। বাঞ্ছা পূরণ লাগি নদিয়া আইলা॥ অতএব তিন ধামে সেই প্রভু রহে। স্পষ্ট ভক্ত নাম কহি কবিরাজে কহে ॥ তথাহি আদির তৃতীয়ে ॥ পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোক ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ নন্দসুত বলি

যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥ প্রকাশে বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণভগবান্ ॥ ইতি ॥ অতএব পরমাত্মা কৃষ্ণ ভজ ভাই। তার পাছে গত হইলে স্বত সিদ্ধ পাই ॥ সহস্রদলেতে তেঁহ আপনার ভাবে। এ তত্ত্ব না জানে অবিজ্ঞ মূর্খ সবে॥ তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং॥ সহস্রদলপদ্ম কমলং গোলোকাক্ষং মহৎপদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম ইত্যাদি ॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে ॥ ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার। এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ইতি ॥ এইত কহিল চৈতন্য উপাসনা ক্রম। সাবধানে সেব যেন তাহে নহে ভ্রম ॥ তথাহি ॥ কংপউপদেশে স্থিতি সহস্রদল নায়কং। কুড়া পদ্মে সদা স্থিতি দৃষ্টি মাত্র স্ফুরিতং ॥ অধোমুখ পদ্ম যার রতি মনোমোহনং। বন্দেহহং শ্রীকন্দর্পের

রূপ মনো মোহনং ॥ পঞ্চবাণ সঙ্গে যার পঞ্চরস উজ্জলং। বাণ সঙ্গে সদাস্থিতি ভজ বর্দ্ধ অঙ্গকং॥ বিলাস বিগ্রহানন্দ সদানন্দ মোহনং। বন্দেহহং শ্রীকন্দর্পের রূপ মনোমোহনং॥ ইতি॥ সেই স্থানে থাক মন কহিলাম তোমারে। তুমি আমি পাব প্রেম দেখহ সত্বরে॥ তথাহি মধ্যের ঊনবিংশে। নিজ ভাবাশ্রিত জনের পশ্চাদে লাগিয়া। নিরন্তর কৃষ্ণ সেবা অন্তমনা হইয়া॥ পুন কহি কোন্ স্থানে আছে শত দল। স্থায়ী ভাব গুরু বস্তু আছে চিরকাল॥ অতএব এই বস্তু সাধু অনুব্রবি। এই বস্তু সাধ সেই বস্তু মনে ভাবি॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যেজন। সেই প্রেমা যার

মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন ॥ ইতি ॥ এই কহিল স্থায়ী স্থিতি বিলাস নির্দ্ধার। সাধু সঙ্গে জানি সব এবস্তু বিচার ॥ সাধু সঙ্গ বিনে বস্তু কেহ বুঝিতে নারিবে। বর্ত্ত আছে বিবর্ত্তেতে কেমনে সাধিবে ॥ বর্ত্তমান কামরূপে জগতে বিহরে। কামগন্ধ হীন হইলে প্রেমের সঞ্চারে ॥ সত্বঋপে বর্ত্তদেশে করায় বিহার। বিবর্ত্ত কহিয়ে সত্ব রহে দেশান্তর ॥ দেশান্তরে রহি বস্তু বিলাস করায়। বিলাসের দ্বারায় আসি কাম গন্ধ যায় ॥ অকাম হইয়া রস সর্ব্বত্র বেড়ায়। বিলাস রূপে পাক হইয়া ঊর্দ্ধগতি হয় ॥ এহেন সাধন মন কর নিরবধি। অপ্রাকৃত হইবে প্রেম বাণে সাধ যদি ॥ শোণিত শুক্র যারে কহি আনন্দ মদন। রতি রস তেঁহ কাম কাম কহিল কারণ॥ অতএব প্রাকৃত রূপে তেঁহ সে আছয়। ইহা সাধি অপ্রাকৃত মানুষ পায় ॥ শ্রীযুত চণ্ডিদাস ঠাকুর মহাশয়। পদেতে বর্ণিয়া তেঁহ স্পষ্ট করি গায়॥ কাম মদন যে দুইয়ের পিতা যেহ। তার পিতা যারে কহি সহজ মানুষ সেহ॥ তথাহি পদং ॥ কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ। তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥ তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্র পটে॥ সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চমণি। কীটের স্বভাব তাহে নহে ধ্বনি ॥ গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে। তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে ॥ সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু। কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥ অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে একঠাঁই। নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পায় ॥ নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে। চিত্র পটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে ॥ নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়। চণ্ডিদাস কহে কিছু বাসুলী কৃপায় ॥ ইতি ॥ আনন্দ মদনের পিতা সহস্র দলেতে। তার পিতা মানুষ বিশুদ্ধ সত্ব যাতে। প্রভু কিবা আচরিয়ে স্বপন কহিত। দেখিল হে রাম রায় বংশী মুখ হাত ॥ আনন্দ মদন ঐরী দেখিতে না দিল। লিখে গোঁসাই তেঁই আমি না কহিল ॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ যে কালে বা স্বপনে, দেখিলে বংশী বদনে, সেই কালে আইল দুই বৈরী। আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে

শ্রী

না পাইল নেত্রভরি ॥ ইত্যাদি ॥ কাম গন্ধ হীন হইলে গোপীভাব গায়। নির্ম্মল উজ্জল স্বাভাবিক দেহ পায় ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ কাম গন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম। নির্ম্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ তথাহি পদং ॥ প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি, মন যদি তাতে ধায়। তবে পসে জন, রসিক কেমন, বুঝিতে বিষম তায় ॥ আপন মাধুরী দেখিতে না পাই, সদাই অন্তর জ্বলে। আপনা আপনি করয়ে ভাবনি, কি হইল কি হইল বলে ॥ মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া, তরাসে আছাড় খায়। আছাড় খাইয়া করে ছটফট জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥ তাহার মরণ জানে কোন জন, কেমন মরণ সেই। যে জনা জানয়ে, সেইসে জীয়য়ে মরণ বাটিয়া লেই ॥ বাটিলে মরণ, জীয়ে দুইজন, লোকে তাহা নাহি জানে। প্রেমের আকৃতি, করে ছটফটী, চণ্ডিদাসে ইহা ভণে ॥ ইতি ॥ অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম। চণ্ডিদাস লেখে বাক্ত আপনার ধর্ম্ম ॥ প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে। নামাইতে বস্তু সাধক বিষম শঙ্কটে ॥ নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি। পৈসে মাঘমাসের শিশির কুম্ভে ভরি ॥ সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি। সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শিতলি ॥ তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য। তারণামৃত ধারা বলি লেখে কবিরাজ ॥ লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে শঙ্কেতে। কারুণ্যামৃতে স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে ॥ সঙ্ক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান। সাম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥ বিবর্ত্ত বিলাস যদি পরশিষ্যে দিবে। ছয় গোস্বামীর দোহাই সে মোর মাথা খাবে ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম। তারণামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥ লাবণ্যামৃত ধারায় স্নান তদুপরি ॥ ইত্যাদি ॥ বস্তু বিচারিতে ঈশ্বর পুনঃ পুনঃ হয়ে। বস্তুর লীলাতে পূর্ণ মাধুর্য্য কহিয়ে ॥ এক স্থানের বস্তু আর স্থান যেয়ে রহে। কৃষ্ণ মথুরাতে গেলে যৈছে লীলা কহে ॥ তথাহি ॥ বস্তু তত্ত্ব বিচারেণ মহৈশ্বর্য্যং পুনঃ পুনঃ। এসব লীলা তত্ত্ব বিচারেণ পূর্ণ মাধূর্য্যা কেবলং ॥ ইতি ॥ অতএব কহি মন সাবধানে সাধ ॥ কদাচ না হয় যেন নিজ ধন অধো ॥ অধো হইলে পড়ে বস্তু সমুদ্রের মাঝে।

চিনি ভরা ডুবিলে সে লাগে কোন কার্য্যে॥ জীবত্ব সাধিলে পরে তিন বাঞ্ছা কোথা। জীবত্ব রহিতে নহে বাঞ্ছার ব্যবস্থা॥ ভঙ্গ রতি যার সে রসিক না হয়। চণ্ডিদাস পদে তাহা স্পষ্ট করি কহয়॥ তথাহি পদং॥ যেজন যুবতী, কুলবতী সতী, সুশীল সুমতি যার। হৃদয় মাঝারে, নায়কে লুকায়ে, ভবনদী হয় পার॥ ইত্যাদি॥ এই ষড় লক্ষণ নায়িকা যেই জন। সামর্থা রতির সেই মহাজন॥ পরমাত্মা কৃষ্ণ সুখ বিনে নাহি জানে। নিরবধি পরমাত্মার করয়ে সেবনে॥ ঐছে সামর্থা রতির জানি ব্যবহার। নায়ক নায়িকা দুই সেবা করে তার॥ রতি খণ্ড হইলে হয় কৃষ্ণ সেবা বাদ। রসিক ভকতে কহে আত্ম সুখেতে প্রমাদ॥ নিজ প্রেমানন্দ থাকি কিছু না হইবে। কৃষ্ণ প্রেমানন্দে সুখে রাধারে পাইবে॥ নিন্দ্যাথা হইলে ভক্ত মহাক্রোধ হয়। নিজেন্দ্রিয় আত্ম সুখে নরক নিশ্চয়॥ রাগের ভজন করে সামর্থার গণ। সমর্থা রতি শুন গোস্বামী বচন॥ তথাহি॥ কান্তসুখং তৎপরঞ্চ স্বসুখং পরিবর্জ্জিতাং॥ সামর্থ্যা রতীশ্বরী ব্রজাঙ্গনা বিলাসিতা॥ ইতি॥ শ্রীরাধার দশা হইল যাহার লাগিয়া। এই দিন দিন সদা বলেন কাঁদিয়া॥ কোন দিন ইহা ভাই কর অনুভব। যার লাগি মহাপ্রভুর হইল এত ভাব॥ সেই দিন গৌরচন্দ্র চাহেন কান্দিয়া। নিত্যানন্দ আগে গোপীনাথে নিরখিয়া॥ মাধবেন্দ্র পুরী রাধা কৃপা হইতে কহে। ইহা আস্বাদিতে আর কেনে কেহ নহে॥ গৌরচন্দ্র চৈতন্য চেতন যারে কৈল। দ্বিতীয় চৈতন্য জগ ভরিয়া কহিল॥ এক দুই তিন জন ক্রমে কোটি হয়। মনেতে জানিবে একজন সে নিশ্চয়॥ কবিরাজ আস্বাদিল চৈতন্য হইয়া। নাগি চৌটজন কিন্তু কবিরাজ লইয়া॥ গণনা করিয়া দেখ আছে কিবা নাই। আপনার কথা কেবা আপনি কহয়॥ ইহা বিনে চৌটজন ইহা নাহি জানে। এই অনুভব কবিরাজের লিখনে॥ তথাহি মধ্যের চতুর্থে॥ এই শ্লোক পড়িয়াছে রাধা ঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী॥ বাঞ্ছা পূর্ণ করি রাধা যে বস্তু পাইল। সেই ক্ষণ দিবানিশি মনেতে পড়িল॥ পুন তাহা পাইবার সেই স্থানে যাইতে। উদ্বেগ জাগরণ প্রলাপ চিন্তাতে॥ তথাহি॥ চিন্তার

শ্রী ৩১

জাগরণোদ্বেগ তানবং মলিনাংগতা ॥ প্রলাপ ব্যাধিরুন্মাদ মোহমৃত দশাদশ ॥ ইতি ॥ সেই বস্তু শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া। স্নান করাইয়া কহে হৃদি উঘারিয়া ॥ তোমার আমার মর্ম্ম এই তত্ত্ব সার। শ্যাম রস উজ্জ্বল নিত্যের পরচার ॥ সেই দিন হইতে কৃষ্ণের অনুরাগে চিত্তে। ধক্ধকী লোভ করি আইল নদীয়াতে ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥ এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী। হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্ধকী ॥ কৃষ্ণেরে করায় শ্যাম রস মধু পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্ব কাম ॥ইতি॥ সেই দিন মহাপ্রভু বলে বারেবার। অনুরাগ সীমা গোরা রহে অশ্রুধার॥ সেই দিন সেই

বস্তু সদা যার আশ। জন্মে জন্মে লাগে তার পদের বাতাস॥ মোর বাঞ্ছা এই আর কিবা মুই চাই। জন্মে জন্মে হেন তত্ত্ববেত্তা সঙ্গ পাই। রাধা তত্ত্ব কৃষ্ণ তত্ত্ব রস তত্ত্ব যত। প্রেম তত্ত্ব এই চারি করিল ব্যাকত ॥ বিশুদ্ধ নায়ক পূর্ণ মাধুর্য্য অন্তর। সঙ্গেতে বিরাজে নিত্যধামে মহাতার ॥ সেবা প্রাপ্তে লাগি সিদ্ধ সাধকের গণ। কৃষ্ণ সেবায় সদা কৃষ্ণ রস আস্বাদন ॥ কৃষ্ণ রস যারে কহি শুনহ সকল। লক্ষ্মী চন্দ্রসুধা যৈছে সুধাতে উঠিল ॥ ইচ্ছা শক্তি তারে কহি গোলোকে নিবাস। ব্রজভূমি স্থিতি গূঢ় রূপে করে বাস ॥ সেই গোলোকেতে ষড়রিতু বর্ত্তমান। ষড় দল রস কৃষ্ণে করে সমর্পণ ॥ সমর্প্পিয়ে সেই রস পান নিরবধি। চৈতন্য চৈতন্য কৃষ্ণে সেবা অদ্যাবধি॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষাতে ॥ কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।

কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণ রস আস্বাদন॥ ইচ্ছা শক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা। জ্ঞান শক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ইতি॥ জীবত্ব যে রতি হবে স্বতসিদ্ধ সম। রস হইতে শর্করা আদি উৎপত্তি যেমন॥ তিয়ানেতে শর্করা আদি রসময় হয়। দৃষ্টান্ত কহিলা কবিরাজ মহাশয়॥ রাগ বৈধিক এবে কিছু শুনহ লক্ষণ। কোন্ রাগ কোন্ বৈধিক শুন বিবরণ ॥ রাগ হইতে বৈধি হয় কভু মিথ্যা নয়। বৈধি সাধি মাধুর্য্য রাগ প্রাপ্তি সে নিশ্চয়॥ রাগ বৈধি সুদৃঢ় যে শুন মহাশয়। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই রাগ বৈধি হয়॥ গোস্বামীরা এই দুই নির্ণয় করিয়া। লিখিয়াছেন সেই দুই সন্দেহ ভাঙ্গিয়া॥ রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য্য সে সর্ব্ব-

শাস্ত্রে কহে। ঐশ্বর্য্য তরঙ্গ দেখ তাহা হইতে বহে॥ সিন্ধু হইতে বহে যৈছে শত শত ধার। মাধুর্য্য সিন্ধুতে তৈছে ঐশ্বর্য্য প্রচার॥ তথাহি॥ উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি কৃষ্ণমাধুর্য্যাশস্ততঃ ঐশ্বর্য্যাগুণ সর্ব্বে তরঙ্গ ইব বরিধোঃ। মাধুর্য্য শতৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যেণ তৎভবেৎ॥ ইতি॥ অতএব কৃষ্ণ হইতে আত্মা সুনিশ্চয়। আত্মা বৈধি সাধিলে মাধুর্য্য প্রাপ্তি হয়॥ শক্তি হইতে হয় যেই ভাব উপাদান। সাত্ত্বিক বলিয়া সেই ভাবের আখ্যান॥ সাধুমুখে শুনি মন বৈধি সাধি রাগ। জীব স্নতি বৈধি সাধি সেই মহাভাগ॥ তবে যদি কহ বৈধি হইতে রাগ নয়। হেন বৈধি নহে কহে ভক্তি চৌসাষ্টায়॥ ধাত্রী

তুলস্যাদি এই চৌসষ্টি সাধিলে। বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ তাহারে সে মিলে॥ হেন ভক্তের জ্ঞানে সে ঐশ্বর্য্য না ছাড়য়। চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠেতে যায়॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ অংঘ্রিপদ্ম সুধা কহে কৃষ্ণ সঙ্গানন্দ। বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ ইতি॥ পদ্মসুধা কৃষ্ণে ভাই কর সমর্পণে। কৃষ্ণকৃপা পাবে হবে কৃষ্ণানন্দ মনে॥ হেন এক অঙ্গ নাহি জানে বিধি ভক্তি। জপ ধ্যানানন্তে তাঁরে মন অনুরক্তি॥ তেকারণে বৈকুণ্ঠেতে করেন গমন। কবিরাজ চাঁদ তাহা কৈলা বিবরণ॥ তথাহি আদির তৃতীয়ে॥ সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি। বিধিভক্তে ব্রজধাম পাইতে নাহি শক্তি॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া॥ ইতি মধ্যের চতুর্ব্বিংশে॥ রাগ ভক্তি বিধি ভক্তি হইত স্বরূপ। স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ দুইরূপ॥ রাগভক্তে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায। বিধি ভক্তে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায়॥ ইতি॥ চৌষট্টাঙ্গ ভক্তি গোঁসাই বৈধি বলি লেখে। একারণে নাহি যজে রসিক সাধকে॥ কিন্তু গ্রন্থ মাত্র ভক্তি লাগি মাত্র যজে। তন্ময় ভক্তের বৈধি নহে কোন কাজে॥ তন্ময় হইতে নারে বিধি নাহি মানে। কভু না পাইবে সেই কৃষ্ণের চরণে॥ অতএব রাগভক্তি করিয়া বিচার। যৈছে পাত্র তৈছে করয়ে আচার॥ তথাহি মধ্যের বিংশে॥ বিধিভক্তি সাধনের কৈল বিবরণ। রাগানুরাগ ভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগময়ী ভক্তের হয় রাগাত্মিকা

নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ইতি ॥ অতএব রতি রস যেই ভক্ত সাধে। তাহার হবে প্রাপ্তি নিত্য বৃন্দাবন মাঝে ॥ রতি রস প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করি। তবে পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হরি ॥ বিষকে অমৃত ভাই যে পারে করিতে। কামরতি বিষ জারি হবে প্রেমামৃতে ॥ আগমে শুনি মহাদেবের বচন। শৃঙ্গারেতে পঞ্চবাণ সাধক কারণ ॥ তথাহি আগমে ॥ শৃঙ্গার কাম পঞ্চানাং বাণপঞ্চসংযুক্তকং। সাধকানাং যথাকাম দূরেত্যাগ রতি প্রেমাঃ ॥ ইতি ॥ রাগের ভজন মন কহিল তোমারে। বাণ লইয়া মার সদা রতির উপরে ॥ একারণে কহি শুন বাণের সাধন। প্রবর্ত্তভা

সিদ্ধি মাত্র করিয়ে বর্ণন ॥ প্রেম সরোবর জল কর আকর্ষণ। মদন মাদন দুইজনে আচরণ॥ যুগল ভজন এই কহিয়ে নিশ্চয়। প্রেমানন্দে ভাসে ইথে জানিহ উপায়। ইন্দ্রের বরিষণ সদা হনুমান বাপে। বহিয়া আনিবে আগে হইতে রসকূপে ॥ আকাসে তুলিয়া লবে পঞ্চম ধারেতে। স্থির বিজয়ী সদা নিরীক্ষণ তাথে ॥ আকাশ ধরিবে বামে রসনার সঙ্গে। মদন মাদন দুই জনে হবে রঙ্গে ॥ শোষণ ভজিবে সদা জেগে যেই জন। ক্রমে ক্রমে তার জীবন ব্যাকুল নিবারণ ॥ চৈতন্য ভাবনা ভাই স্তম্ভন সাদৃশী। আরোপ যাহারে মন নয়নেতে পশি ॥ মোহনেতে সেবা সুখ অর্পণ করিল। বিরহেতে সর্ব্বকাল করি নিরিক্ষণ ॥ ইহার বিধান আর বিশেষ আছয়ে। দৃঢ় করি সদাধর রসিকের পায়ে ॥ কহিতে নারিনু আমি বিদরে পরাণ। এই যে কহিল আমি স্থানান্তরে প্রাণ ॥ পঞ্চ বাণ কর্ম্ম আর বিপরীত হয়। গুণের সহিতে সদা শৃঙ্গার সাধয় ॥ পঞ্চ বাণ পঞ্চ জন পুরুষ প্রভাব। পঞ্চ গুণ গোপী সঙ্গে সাধকের লাভ ॥ প্রবর্ত্তের সিদ্ধি সাধক অবধি কহিল। ইহার গূঢ়ানুগূঢ় বরাত রাখিল ॥ অষ্টশক্তি দিয়া প্রভু স্বরূপেরে আজ্ঞা। দিলেন স্বরূপে লাগি বিষম প্রতিজ্ঞা॥ তথাহি অন্তের প্রথমে ॥ যোগ্য পাত্র হয় ইহঁ রস বিরচনে। তুমিও কহিও কিছু গূঢ় রসাখ্যানে ॥ ইতি ॥ এধর্ম্ম পাইয়া ভাগ্য শিষ্য না করিবে। করিবে কর্ম্ম হাত করি দুইয়েরে মারিবে ॥ কাঁচা সময়েতে শিষ্য করিলে সে ভোগ। বিষম

দুর্গতি হবে দেহে নানা রোগ ॥ দন্তেতে ধরিয়া কহি অবশ্য মানিবে। এখন জানিবে কিবা শেষেতে বুঝিবে ॥ রতি হিংসা উপকার কহিল তোমারে। হিংসায় পরম ধর্ম্ম এই পরচারে ॥ ন হিংসা পরম ধর্ম্ম বেদের লিখন। হিংসা পরম ধর্ম্ম রাগের ভজন ॥ ছয় রিপু হিংসা করি কর উপকার। সুখদিয়া মারিলে সে প্রেমের সঞ্চার ॥ কাম হইতে প্রেম হয় করণ বিভিন্ন। পূর্ব্ব মহাজন তাহা করিল বর্ণন ॥ তথাহি দীপক উজ্জ্বলে ॥ সলাকয়া মোহন অন্ধকার দূরে ভবেৎ। কাম রতি ভূতা প্রেম করণং স্ব বিভিন্নতং ॥ তথাহি গৌতমী তন্ত্রে ॥ প্রেমৈব গোপরাম্যাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা ॥ ইত্যাদি ॥ এক্ষণে প্রকৃত রতি অমৃত সে নহে। জারণ হইলে রতি প্রেমামৃত কহে ॥ পরকীয়া ভাব আগে করহ গ্রহণ।

বাহ্য মর্ম্ম দুই পরকীয়াতে সাধন ॥ বাহ্যে পরকীয়া কর নায়িকার সঙ্গে। অন্তরঙ্গ পরকীয়া রাগের তরঙ্গে ॥ সদাই যজিবে যেন বিশ্রাম না হয়। বাহ্য পরকীয়া সঙ্গে ভঙ্গ যেন নয় ॥ রণ ভঙ্গ খণ্ড হইলে কৃষ্ণ সেবা বাদ। সাবধানে রেখ যেন নহে পরমাদ ॥ তথাহি আদির চতুর্থে ॥- নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দোপরে ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ইতি ॥ মহাপাক হইলে হবে অক্ষয় অব্যয়। বিশ্রাম হইলে তার নাহি কিছু ভয় ॥ বাহ্য পরকীয়া এবে শুন ওহে মন। অগ্নিকুণ্ড বিনে নহে দুগ্ধ আবর্ত্তন ॥ প্রকৃতির সঙ্গে সে অগ্নিকুণ্ড আছে। অতএব গোস্বামীরা তাহা বর্জিয়াছে ॥ এবে কহি শুন সেই নায়িকার নাম। সামর্থা রতির যেহ হয় মহাজন ॥ গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া। গ্রহণ

করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥ সে সব নায়িকা পদে মোর নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ সে সব নায়িকা এবে করিয়া গণন। যার সঙ্গে যেহ ধর্ম্ম করিল আচরণ ॥ শ্রীরূপ করিলা সাধন মিরার সহিতে। ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণাবাই সাথে ॥ লক্ষ্মী হীরা সনে করিলা গোসাই সনাতন। পিরিতি প্রেমে সেবা সদা আচরণ ॥ গোসাই লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে। দোহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে ॥ গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম। গোসাই কৃষ্ণ দাস সদাই আচরণ ॥ শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই। পরম পিরিতী কৈলা যার সীমা নাই ॥ রঘু-

নাথ গোস্বামী পিরিতি উল্লাসে। কিরাবাই সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে॥ গৌরপ্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই। করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥ রায় রামানন্দ যজ্ঞে দেবকন্যা সঙ্গে। আরোপেতে স্থিতি তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥ তথাহি অন্তের পঞ্চমে॥ দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী। নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়েসে কিশোরী॥ তাহা দুই লয়ে রয় নিভৃতে উদ্যানে। কোন্ জন জানে ক্ষুদ্র কাঁহা তার মনে॥ রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন॥ ইত্যাদি॥ মহাপ্রভু মর্ম্ম সাধিলেন যার সাথে। বিচারিয়ে অনুভব দেখ চরিতামৃতে॥ শাঠিকন্যা সঙ্গে প্রভুর সদা ব্যবহার। ত্রিভুবনে তুলনা যে নাহিক যাহার॥ তথাহি মধ্যে॥ সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর ভোজন পরিপাটী। সাটীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হোক শাঠী॥ ইতি॥ যতেক কহিল যেই দিক দরশন। সেই দ্বারে করিবে ভক্ত রসাস্বাদন॥ বস্তু যৈছে আস্বাদিল নীলাচলে বসি। সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু তৈছে বিলাসি॥ তথাহি॥ কভু বা আসিবে সঙ্গে স্বরূপ দামোদরে। নিজ ছায়া সঙ্গে তুমি আসিবে মোর ঘরে॥ ইতি॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান। যার গৃহে মহাপ্রভু সর্ব্বানুসন্ধান॥ ধন্য শাঠী কন্যা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। যার সঙ্গে মহাপ্রভু সদত বিহরে॥ তথাহি পদং॥ কৃষ্ণগুণ রূপরস, শব্দগন্ধ পরশ, যে সুধা আস্বাদে গোপী গণ। তা সবার গ্রাস শেষে, আস্বাদিত এই রসে, আস্বাদিতে সন্ন্যাস আশ্রম॥ ইতি॥ ব্রহ্ম সন্ধান শুন ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর। বেদের বহির্ভূত কর্ম্ম দেখহ তাঁহার॥ বেদের বৈহির্ত্ত ধর্ম্ম প্রভুর সন্ন্যাস বিচার॥ তথাহি॥ সার্ব্বভৌম গৃহে যবে, যেই আবির্ভাবে, বাহ্য প্রভু কপট সন্ন্যাস॥ ইতি॥ শাঠী মায়ের পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম। কায় মনে ভাবে যেহ চৈতন্য চরণ॥ এসব নায়িকাগণ পরম সুন্দরী। আকার স্বভাবে যেন ব্রজদেবী নারী॥ শরণ লইনু কর কৃপাবলোকনে। এসকল ধর্ম্ম ভাই শুনিয়া শ্রবণে॥ শীঘ্র কদাচিত না হয় আচরণে। বাণ শিক্ষা কর আগে সাধু গুরু পাশে। তবেত সাধন হয় মনের উল্লাসে॥ ঐছে ক্রিয়া সিদ্ধি পাই রূপাশ্রিত ধর্ম্ম। পূর্ব্ব মহাজন পদে কহিয়াছে

মৰ্ম্ম ॥ ঠাকুর শ্রীরামের কনিষ্ঠ সহোদর। প্রিয় শিষ্য মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশ্বরীর ॥ ঠাকুর সে বংশীবদন তার নাম। রূপাশ্রয় ধর্ম্ম যেহ করিল বর্ণন ॥ বহু পদ কৈল তেহ অনির্ব্বচনীয়ে। বলরামচন্দ্র বৈসে যাহার হৃদয়ে ॥ হেন বংশীর পাদ পদ্মে মোর হোক আশ। জন্মে জন্মে তার ধর্ম্মে করিয়ে বিশ্বাস ॥ তথাহি পদং ॥ রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বহু জনে। আমারে বুঝাও আশ্রয় হইলা কেমনে ॥ অপ্রাকৃত রূপ সে প্রাকৃত কভু নয়। প্রাকৃত শরীর রূপ কেমনে মিলয় ॥ ধ্যান মন্ত্রেতে নাই কেমনে মিলে তারে। যদি অনুরাগ হয় গুরু অনুসারে ॥ তবে যে কহিয়ে কিছু রূপের মহিমা।

আশ্রয় তত্ত্ব সিদ্ধ হয় করিলাম সীমা ॥ আশ্রয় তত্ত্ব সিদ্ধি অতি দুর্লভ হয়। স্থানে স্থানে মহাজনে এই কথা কয় ॥ রূপের আশ্রয় হইয়ে ভজে বংশীদাসে। রসিকের কৃপা নইলে রূপ পাবে কিসে ॥ ইতি ॥ নতুবা হাবাবে ভাই আপনার ধন। মহৎ কৃপা বিনে নহে ঐছে আচরণ ॥ বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে স্ত্রীসঙ্গ বারণ। কেমনে বা বারণ ইহা বুঝি বিবরণ ॥ বৈরাগ্যের ধর্ম্ম যীয় স্ত্রীসঙ্গ করিতে। গোস্বামীরা বারণ করিয়াছে বহু গ্রন্থে ॥ তথাহি মধ্যম লীলাতে ॥ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গ অসাধু এক কৃষ্ণ ভক্ত আর ॥ তথাহি মধ্যের চতুর্ব্বিংশতিতে ॥ দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম বঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি বিনে অন্য কামনা ॥ ইতি ॥ স্ত্রীসঙ্গ করিলে নিজ আত্মা হারা হবে। আত্মা নষ্ট হইলেজ জীব অধোগতি পাবে ॥ ইহার কারণে গোস্বামী বাবণ করিলা। ধর্ম্ম হেন সূক্ষ্ম জ্ঞানী জনে আচরিলা ॥ ধর্ম্ম যাবে এই মাত্র করে অনুভব। কৈছে যাবে ইহা কিছু নাহি জানে ভাব ॥ সূক্ষ্ম ধর্ম্ম আছে দেখ পর্ব্বত গহ্বরে। সকল বিভিন্ন মত সূক্ষ্ম না বিচারে ॥ মহাজন সাধু পাশে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম পাই। আপনার কাছে সাধু সে ধর্ম্ম দেখাই ॥ পর্ব্বত গহ্বর কহি আপনার শীর। মধ্যেতে বিরাজে রস গরজে গভীর ॥ তথাহি মহাভারতে যুধিষ্ঠির বাক্যং ॥ বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মণির্যস্য মতং নভিন্নং ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। মহাজনো যেন গতঃ

শ্রী

স পন্থাঃ ॥ ইতি ॥ স্ত্রীসঙ্গ করিতে হেন ধর্ম্ম বহি যায়। দুর্ব্বল ক্ষীণতা হয় তবু না জানয় ॥ দিবানিশি জীব সব অনর্থে ফিরয়। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ॥ তথাহি মধ্য শিক্ষা ॥ সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধন ভক্তে সর্ব্বানর্থ হয় নিবর্ত্তন ॥ ইতি ॥ কৃষ্ণ ভক্তি আত্ম গ্রন্থ পুরাণেতে কহে। বিশ্বাস করহ সবে মিথ্যা কভু নহে ॥ তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ॥ ধাতুরূপে সর্ব্বদেহে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি। ইহা শুনি করে যেহ তাহা প্রতি ভক্তি ॥ ভরমে সে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা। হয় নয় ভাই সবে বুঝ মন দিয়া ॥ তথাহি জামলে ॥ বাসুদেবস্য নিত্যয়ং

বাসুদেবা খিলাত্মনং লীলানন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥ ইতি ॥ বাসুদেব আত্মারূপে অখিলে বিহরে। শাস্ত্র পড়ি ভরমে কেহ বুঝিতে না পারে ॥ তথাহি ॥ বদন্তোপি বিদন্তোপি বোধয়ন্ত্যপি চাপরং। আত্মতত্বং ন জানন্তি দর্বীপাকরসং যথা ॥ তথা তত্রৈব ॥ অন্যথা শান্ত আত্মানাঃ মনুর্থা প্রতি পাদয়েৎ। কিন্তেন নকৃতং পাপং চৌরৈ শ্চাত্মাপহারিণাং। ইতি ॥ বুঝে বুঝায় পড়ে পড়ায় হেন জন যেহ। আত্মা নাহি জানে রস পাক দণ্ড সেহ ॥ মহৎ কৃপা বিনে শক্তি কেহ নাহি বুঝে। আকর্ষিয়া হরে কভু কেহ না সমঝে ॥ আত্মা সে বহিয়ে গেলে পুত্রের জনম। আত্মা বৈযায়তে পুত্র বেদের লিখন ॥ পিণ্ড প্রয়োজনার্থে পুত্র জন্ম দেয়। বৈরাগ্যের ধর্ম্ম নহে সংসারী নিশ্চয় ॥ তথাহি মহা-

দেবের প্রতি ভগবান বাক্যং ॥ সাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেসোত্ত-রোত্তরা ॥ তথাহি ভগবতী প্রতি শিব বাক্যং ॥ মায়াবাদ মশ শাস্ত্রং পুচ্ছন্তংব ধর্ম্মকচ্যতে ॥ ইত্যাদি ॥ যাহাতে সাধন হয় তাহাতে সেবক। মর্ম্ম না বুঝিয়া হেন করে সর্ব্বলোক ॥ ধর্ম্মহীন হেন আচরয়ে যেই জনে। অসাধু তাহারে কহি বিবর্ত্ত করণে ॥ অতএব শুন সবে করি নিবেদন। মর্ম্ম না বুঝিলে নহে এই আচরণ ॥ কি হইবে কি করিবে প্রণয় করিয়া কভু না করিবে প্রীতি তত্ত্ব না জানিয়া ॥ নতুবা সে ধর্ম্ম হানি লোকে উপহাস। আত্মা নষ্ট হবে যাতে

প্রাপ্তিতে নৈরাশ ॥ রূপের আশ্রয় আগে সাধু সঙ্গে হবে। তবে ঐছন ধর্ম্ম করিতে পারিবে ॥ শাস্ত্র পড়ি কর্ণে শুনি আশ্রয় না হয়। মহৎ কৃপাঞ্জনেতে দীপ্তি সে করয়॥ তথাহি পদং ॥ স্পর্শমণির স্পর্শে সদ্য লৌহ স্বর্ণ হয়। লৌহ স্বর্ণ হয় তবু সামান্য কহয় ॥ সেই বস্তু লইয়া যদি লোহাতে পরশে। পুন লৌহ স্বর্ণ হইলে জানিয়ে বিশেষে ॥ কভু তাহা নাহি হয় দেখ বিচারিয়া। সাধু সঙ্গ কর তবে জুড়াইবে হিয়া ॥ চিন্তামণি স্পর্শ হয় চৈতন্য গোঁসাই। তাহা বিনে স্পর্শ মণি না পাই কোথায় ॥ তেহ স্পর্শ মণি করে জাম্বুনদ হেম। রূপ সনাতনে স্পর্শি কৈল সেই প্রেম ॥ কোন ভাগ্যে কোন জীবে সাধু সঙ্গ করে। প্রাপ্তি বস্তু দেখি সেই তৈছে শক্তি ধরে॥ দিবানিশি সেই রূপে মন দিয়া থাকে। নিরবধি দীপ্তিমান নয়নেতে দেখে ॥ সেই রূপ লাবণ্যের তুলনা নাহি পাই। চন্দ্র সূর্য্য দুই দেখি এক কোন্ গাই ॥ অষ্ট কাল অষ্ট প্রহর সেইরূপে মন। শ্রীরসিক চরণে মাগি সদা দরশন ॥ ইতি ॥

শ্রী

অকুমার বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ প্রশংসে যে কারণ। বুঝি দেখ কিবা মর্ম্ম করি নিবেদন ॥ পূর্ণ কুম্ভ আছে তার মস্তক উপরে। হেন পূর্ণ কুম্ভ যদি সাধু শক্তি ধরে ॥ তবেত তাহার দেহে প্রেমের প্রকাশে। অতএব সবে কহে ভাল হইল দেশে ॥ সাধু শাস্ত্র সাধু মুখে তিন জন্ম শুনি। ভক্তি ভাবে হয় অন্য মতে নাহি মানি ॥ গুরু কৃপা সাধু কৃপা মাতা পিতা হইতে। পৃথক পৃথক জন্ম কহিয়ে তোমাতে ॥ শোণিত শুক্র যোনি লিঙ্গ বিনে জন্ম নয়। কেমনে হইবে তাহা কহি অভিপ্রায় ॥ প্রথমে হইলে জন্ম মাতা পিতা হইতে। পুন জন্ম হয় দেখ গুরু কৃপা লেশে ॥ তার শোণিত শুক্র যোনি লিঙ্গ হয় যাহা। স্পষ্ট করি শুন কহি সার তাহা ॥ শোণিত হরিনাম হয় শুক্র মন্ত্র বীজ। গুরু জুহ্বা লিঙ্গ হয় জোনি কর্ণ নিজ ইহাতে হইল দেখ জন্ম আপনার। সাধু কৃপা জন্ম কৈছে বুঝি দেখ সার ॥ চক্ষু কর্ণ জ্ঞান ইন্দ্রিয় পঞ্চ হয় ইহা। প্রবর্ত্ত সাধক যাতে করণ সে তাহা ॥ জ্ঞান ইন্দ্রিয় কর্ণেতে শুনিয়া হইল জন্ম। সাধু কৃপায় নয়নে দেখিল নিত্য ধর্ম্ম ॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি ক্রমেতে পাইবে।

কর্ণে শুনি চক্ষে দেখি একতা হইবে ॥ তার শোণিত শুক্র ভাই বুঝি দেখ সবে। শুক্র হয় শোণিত রাধা ভাবে ॥ রাধা ভাব পরকীয়া মর্ম্ম যারে বলি। লোভ তত্ত্ব ভক্তি তত্ত্ব যাহাতে সকলি ॥ তথাহি ॥ বৈষ্ণবাচার ভাবেন জম্মত্রয় ভাবয়েৎ। তত্ত্বভক্তি লোভ ভঙ্গ মান ভক্তি ভাবেতে জম্মনী ॥ ইতি ॥ বহুমত শিক্ষা দেখি আছয়ে সংসারে। গোলমালে ধর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে ॥ (আত্মতত্ত্ব জীব রতি জানিহে কেমনে। মানুষ হইল বলি কিছু নাহি জানে ॥ ব্রহ্ম জীব তার অধিকারে গতায়াতে। পুনঃ পুনঃ করে নাহি পায় নিত্য যাতে ॥ সত্ত্ব রজ তমো তিন গুণ আবির্ভূতে। বাত পিত্ত কফে বৈদ্য পায় এক ধাউতে ॥ তথাহি মধ্যের দ্বাবিংশেতে ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতার। ত্রিগুণাঙ্গে করি করে সৃষ্টির বিহার ॥ দুগ্ধ যেন অম্ল যোগে দধিরূপ ধরে। দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে ॥ তথাহি আদির পঞ্চমে ॥ দূরে হইতে পুরুষ করে মায়াতে আধান ॥ ইতি ॥ ব্রহ্ম জীব রতি হইতে প্রাপ্তি ভোগ লোকে। ভেদ করি ব্রহ্মাণ্ড বিরজা ব্রহ্ম লোকে ॥ তবে যায় পরব্যোম গোলোক বৃন্দাবন। তবে পায় নিত্য ধাম হেন ভক্ত গণ ॥ রতি রস যেই করে জ্বারণ মারণ। সাধন দাহন দেহ করে নিত্যধাম ॥ এই ধাম ভেদ করি নিত্যধাম পায়।) হইলে জানিয়ে তাহা কহিলে কে বুঝয় ॥ তথাহি মধ্যের ঊনবিংশে ॥ উপজিয়ে বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি পরব্যোম পায় ॥ তদুপরি যায় লতা গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণ পাদ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ইতি ॥ জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কাণা জীব ঐক্য শুনি। জ্বলয়ে সর্ব্বাঙ্গ মোর মনে মনে গণি ॥ জীব রতি জানে পরতত্ত্ব নাহি মানে। এবেত ব্রহ্মাণ্ড ফিরি ঈশ্বর নিদানে ॥ নিদানে ঈশ্বর গতি হবে সর্ব্বজনে। হইবে খণ্ডতা মহাপ্রলয় যখনে ॥ শ্রীরূপ আশ্রয় ধর্ম্ম সুরে মহাসুর। বিবর্ত্ত বিলাস ইহা লিখিল প্রচুর ॥ দেহে কর বর্ত্ত আর নিত্য ধাম আছে। সকল কহিল ভাই তোমা সবা কাছে ॥ দেহে বর্ত্ত হইলে পাছে নিত্যধাম পাবে। দেহে বর্ত্ত বিনে নিত্য পাইতে নারিবে ॥ তথাহি আদির চতুর্থে। হৃদয়ে

ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ। এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ জয় জয় কবিরাজ ঠাকুর গোঁসাই। মোর বাঞ্ছা পুরাইতে তোমা বিনে নাই ॥ এই গ্রন্থে কর গোঁসাই কৃপাবলোকনে। রূপাশ্রয় বিনে যেন কেহ নাহি জানে ॥ বস্তু নিষ্ঠা বিনে যেন কেহ বুঝে নাই। এই কৃপা এই গ্রন্থে করহ গোঁসাই ॥ এইত কহিল বর্ত্ত বিবর্ত্ত সন্ধানে। বরাত রাখিল সাধু গুরুর চরণে ॥ তথাহি অন্ত্যের তৃতীয়ে ॥ মায়া আসি প্রেম মাগে কি ইহা বিস্ময়। সাধু কৃপা না পাইলে প্রেম না জন্ময় ॥ ইতি ॥ শ্রদ্ধা করি শুন ভক্ত ইহার সিদ্ধান্ত। সাধন সন্ধান ইথে জানিবে একান্ত ॥ তর্ক না করহ ইথে শুদ্ধ মনে চাহ। বুঝিয়া আমারে সবে আশিষ করহ ॥ এই ধর্ম্ম এই মর্ম্ম এই ক্রিয়া সার। জন্মে জন্মে মন যেন ভাবয়ে আমার ॥ এই মর্ম্ম সাধু বিনে অন্যথা না যাই। শ্রীরূপের গণ পাদপদ্ম মুই চাই ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ। অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্ত্ত বিলাস ॥ ইতি বিবর্ত্ত বিলাসের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সাধন রতি সন্ধান বদ্ধ কারণ এই মর্ম্ম নিবধা ভক্তি বর্ণনং জন্ম নাম চতুর্থ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ ইতি ॥ * * * * * * * * * * * * *

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ বর্হিনাম্নু ভাবজগদীশ্বরতাং গৌর হরি নিগূঢ়ং যৎ ভাবামৃতং মনসি নাস্বাদিতং মন্ত্র ইব গমস্বরূপং তদনুগা রঘুনাথনাস চতুর্থকবিতা নহি ভূতভবিতা ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ জয় জয় রামানন্দ গোঁসাই স্বরূপ। জয় জয় জয় সেই দোহঁরস ভূপ ॥ জয় জয় ছয় গোঁসাই আমার পরাণ। জগতের শিক্ষাগুরু ছয় মহাজন ॥ জয় জয় কৃষ্ণদাস জয় কবিরাজ। আসিয়া স্ফুরাহ গোঁসাই হৃদয়ের মাঝ ॥ জয় জয় শ্রীমুকুন্দ সবার জীবন। কৃপাকরি নিজ ধর্ম্ম করহ স্থাপন ॥ জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর। জয় জয় নরো-ত্তম প্রেম দেহ পূর ॥ জয় জয় রামচন্দ্র কৃপাকর মোরে। সবে মেলি অপরাধ ক্ষেমহ আমারে ॥ আমি বালক বুদ্ধি ভক্তি কিবা জানি। সবে মোরে দয়াকর সব গুণমণি ॥ শরণ লইনু মুই তোমা সবাকার। আমি অধোগতি গেলে কলঙ্ক তোমার ॥ দয়াময় কৃপাসিন্ধু নাম না রহিবে। যাঁহা যায় সবে তোমার তাঁহা নাম হবে ॥ গোঁসাই স্মরণ করি নরকে আইল। কেহ যেন এবাক্য না বল্লে কোন কাল ॥ সাবধান হয়ে পদে লুটাইনু মাথা। না লেহ টানিয়া পদ করি হে ব্যথিতা ॥ তুমি যে করিবে কৃপা কি গুণ আমার। ভরসা করিয়ে তোমা সবার দয়ার ॥ তোমার স্বভাব যেই কভু না ছাড়িবে। আমার স্বভাব সেত তোমরা ঘুচাবে ॥ কবিরাজ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। মহা যে নিগূঢ় তত্ত্ব করিয়ে লিখন ॥ নিত্য লীলা প্রকাশিতে বড় ভয় পায়। গোলমাল উপাসক দেখিয়া ডরায় ॥ কদলীর বৃক্ষ যৈছে রসে দেহ পুর। জগতে রসিক তৈছে দেখিয়া প্রচুর ॥ জগৎ ভুলিল কাঁচা রসে কাণে শুনি। হইল কি হইবে তাতে কিছু নাহি জানি ॥ ইক্ষুরস একদিন পরে নঠি যায়। দেহের পতন হইলে রস কিবা হয় ॥ অতএব রস পক্ক ক্রমে জানা হয়। আগে কহিয়াছি এবে শুনহ সবায় ॥ কেমতে লিখিব আমি এসব সন্ধান। এবে শুন হরিনাম করিয়ে ব্যাখ্যান ॥ জানিলে মাধুর্য্য হয় না জানিলে ঐশ্বর্য্য। হরে কৃষ্ণ রাম তিন নাম পূর্ণ মাধুর্য্য ॥ তথাহি ॥ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ॥ ছয় অক্ষরে তিন নাম যোগ নাম কহে।

শুনাবারে লীলা নিত্য দুই হয় তাহে ॥ আট হরে নাম আর চারি কৃষ্ণনাম। চারি বার রাম তাহে পূর্ণানন্দ ধাম ॥ রাম রঘুনাথ নাম বড় চমৎকার। রাম না জন্মিতে রাম নামের প্রচার ॥ কোন্ রাম নাম দশরথ পুত্রে রাখিল। মুনিপুত্র মুখে যোগ বলে বাহির হইল॥ চৈতন্য পারিষদ কেনে রাম নাম জপেন ॥ অন্য ধাম অন্য ভাক নহে বিবেচন ॥ অনু-পাম মুরারি গুপ্ত এই দুই জনে। রাম রঘুনাথ নাম করেন গ্রহণে॥ যদি কহ হনুমান্ ঠাকুর মুরারি। নিজমূর্ত্তি রূপ কেন দেখায় গৌরহরি ॥ রামানন্দ যেইরূপ দরশন করিলা। সেইরূপ মূর্ত্তি গুপ্ত দেখিতে পাইলা॥ বিশেষে মুরারি কৃষ্ণ

তাহার হৃদয়ে। ঠাকুর বৃন্দাবন তার নাম কহে ॥ তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে ॥ মুরারি বৈসয়ে গুপ্ত ইহার হৃদয়ে। অতএব মুরারি গুপ্ত নাম সুনিশ্চয়ে ॥ ইতি ॥ মহাপ্রভু এক দিন মুরারি আলয়ে। গমন করিলা তাঁর ভোজন সময়ে॥ যাইয়া উদ্ধত কৈলা মন্দ ব্যবহার। চৈতন্য মঙ্গলে ঠাকুর লোচন প্রচার ॥ পীতাম্বর পরিধান চূড়া বাঁশী হাতে। রাধা সঙ্গে কুঞ্জে বৈসে পাইল দেখিতে॥ রসরাজ মূর্ত্তি তারে দরশন দিলা। অন্য ধাম ভুক্ত কৈছে মুরারি হইলা রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের মর্ম্ম সে বর্ণন। করেন মুরারি তাহা দেখ সর্ব্বজন ॥ স্বরূপ গোঁসাই আর মুরারি ঠাকুর। আদি মধ্যে অন্ত লীলায় বর্ণিল প্রচুর ॥ দোঁহার লিখন দৃষ্ট করি ভক্তগণে। বর্ণেন চৈতন্য গুণ যার যত মনে ॥ কবিরাজ গোঁসাই লিখিলা

নিজ গ্রন্থে। মুরারির নিষ্ঠা ভক্তি জানি যাহা হইতে ॥ তথাহি মধ্যের ষোড়শে ॥ রঘুনাথ পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা। কাড়িতে না পারি মাথা পাও বড় ব্যথা ॥ এই দুই জনের সত্য দেখিয়া শুনিয়ে। বর্ণেন বৈষ্ণব সব ক্রম যে করিয়ে ॥ ইতি ॥ হেন যে মুরারি গুপ্তে কোটি নমস্কার। হেন রঘুনাথে রতি হউক আমার ॥ রাম সে রমণ কর্ত্তা নায়ক নারি-কার। রাম রঘুনাথ বিনে নিত্য নাহি আর ॥ রাধাকৃষ্ণ দুই জনের সাধ্য তাঁরে কহি। হরে কৃষ্ণ রাম বিনে আর কেহ নাহি ॥ সেই রঘুনাথ পদে মাথা লুটাইয়া। চৈতন্য মুরারি গুপ্তে কহেন কান্দিয়া ॥ যদি কহে রামায়ণ করেন দর্শন।

রাম রঘুনাথ নাম শ্রবণ কারণ ॥ রাম লক্ষ্মণ দুই যার অংশ বিশেষ। সেহত স্বয়ং হইতে জানিহ প্রকাশ ॥ তথাহি মর্মের শিক্ষা ॥ স্বয়ং হইতে স্বয়ং প্রকাশ দুইরূপে স্ফুর্ত্তি। স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপী মূর্ত্তি ॥ রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ রামের অংশ বিশেষ। অবতীর্ণ কালে দুই দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ইতি ॥ বিষয়ে অযোধ্যায় রাম লক্ষ্মণ সীতা। তাহার চরিত্র গুণ রামায়ণ গীতা ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সীতা ঠাকুরাণী। এ চারি রাধার কলা করি মানি ॥ তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য ॥ লক্ষ্মী বাণী চ তত্রৈব জানশ্বতে মহামতে বৃষভানোস্তু তনয়া রাধা শরীরভাসিতা কিল ॥ ইতি ॥

হেন রামের ভাব কেনে মুরারি লইবে। ভাব অনুসারে কিছু কৈল অনুভবে ॥ হেন মুরারি গুপ্তের নহে অন্য ভাব। বুঝ অনুভবে ইথে বহু লাভ ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ রাম রঘুনাথ। বিহরয়ে নিত্য ধামে মহা-ভাব সাথ ॥ দেখ কবিরাজ চাঁদ করিল স্মরণ। রূপ রঘুনাথ বিনে নাহি জানে আন ॥ তথাহি ষোড়শ পরিচ্ছেদে ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ইতি ॥ অনুবাদ বিধেয় যে ইথে আছে ভাই। মুরারি ঠাকুর তৈছে রাম নাম গায় ॥ তৈছে কবিরাজ তাঁর পদে আশ কৈলা। গোঁসাই রূপ রঘুনাথ জগতে বুঝিলা ॥ অনুবাদ বিধেয় সে দুই সত্যতায়। যাহার প্রসাদে জানি সেই এই হয় ॥ শিক্ষাগুরু নিত্য স্বরূপ ভাবিয়ে অন্তরে। নিষ্ঠা হীন হইলে প্রাপ্তি না হয় কাহারে ॥ নিত্য তত্ত্ব

দিল সেহ তারে নিত্য মানি। যেহ যেই বস্তু দিল তৈছে তারে জানি ॥ তথাহি আদির প্রথমে ॥ যদ্যপি হয়েন গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানি আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ইতি ॥ এই স্বয়ং রাম নাম তাঁহারে কহিয়ে। এবে হরেকৃষ্ণনাম অর্থ ব্যাখ্যানিয়ে ॥ হরে শব্দে শ্রীরাধিকা জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণ শব্দে যশোদানন্দন যাঁরে কয় ॥ তথাহি অন্ত্যের সপ্তমে ॥ প্রভু কহে নামের অর্থ কিছুই না জানি। শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র মানি ॥ ইতি ॥ অতএব হরিনাম সাধিবে কেমনে। যে সাধন সিদ্ধি হইলে নিত্যেতে গমনে ॥ পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা বিস্তার করিয়া। সাধু গুরু করি ভাই লইবে

বুঝিয়া ॥ সাধু সঙ্গ বিনে তাহা না জানি সন্ধান। ইহা কি কহিব আমি মূর্খ আগয়ান্ ॥ তত্ত্ব জানি হরিনাম সাধন করিলে। অবশ্য হইবে সিদ্ধি নিত্য ধাম মিলে ॥ তথাহি নাম মাহাত্ম্যে ॥ ন যত্র কর্ম্মনিকেতনং নচ তরি বিষাদ শন্তা-রণং নচ সাধ্বাং রোগাপহারণং নচ সূর্য্য প্রভাকরং নচ নিস্তমদাহনং নচ কল্পদ্রুমং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং শ্রীমদ্ধরের্ণাম কেনাপি নিচয়েৎ ॥ রসামৃতসিন্ধু ॥ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধোর্চ্চিঃ করতোহধাংসি ভস্মসাৎ ॥ ইত্যাদি ॥ তত্ত্ব না জানিয়া ভক্তি বৈকুণ্ঠে গমন। উপাসনা জানিলে মাধুর্য্য ভজন ॥ তত্ত্ব না জানিয়া করে শ্রবণ কীর্ত্তণ। বহু জন্ম করিলে না পায় প্রেমধন ॥ তথাহি আদিতে অষ্টমে ॥ বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেম-ধন ॥ আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়। কলিযুগে হরিনামে সেই ফল পায় ॥ তথাহি পদ্ম-পুরাণে ॥ জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্যজ্ঞাদিপূণ্যতঃ সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ইতি ॥ কবিরাজ পাদপদ্মে মাথা লুটাইয়া। লিখি প্রকাশিব নিত্য সন্দেহ ভাঙ্গিয়া ॥ রসরাজ মহাভাব এক মূর্ত্তি হয়। কার্য্য অনুসারে দুই এক স্থানে রয় ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যারে কহে। তেঁহ নিত্যধাম কর্ত্তা, বিশুদ্ধ সত্য ভাগবতা, তেহ প্রকাশ কোন কালে নহে ॥ সৎ চিৎ আনন্দ সেহ, মধুর মধুর দেহ, দুঃখ শোক বিচ্ছেদ নাহি তার। মহাধুর হইতে মধুর, তাহা হইতে সুমধুর, নিত্যধামে সদাই বিহার ॥ সে কারু নন্দন নহে, ব্রজেন্দ্রনন্দন কহে, বাল্য পৌগণ্ড নাহিক যাহার। কৈশোরেতে সদাস্থিতি, ধামে নাহি দিবারাতি, ক্রীড়া বিশ্রাম নাহিক তাহার ॥ নির্গুণ গুণের সীমা, নাহিক তার উপমা, আপনমাধুর্য্যে সদা আশ। আপনে আপন প্রেম, করে সদা আস্বা-দন, আপনি আপনা হয় বশ ॥ সে মান সহবার আশে, গোলোকেশ্বর অভিলাষে, নিরবধি করেন চিন্তন। ঐশ্বর্য্য ছাড়িতে নারে, সদা মনয়ে বিচারে, মানসিক লীলার কারণ ॥ মনে করে জন্ম লব, মানুষ আশ্রয় হব, ভক্তগণে দিব দরশন। তেঁহ আসি দুই হইলা, রাধাকৃষ্ণ নর লীলা, ব্রজে জন্মে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ তার ভাবে মগ্ন হইয়া, লীলা

শ্রী

করে গোপী লইয়া, তবু তাঁর বাঞ্ছা নাপুরিল। পুনঃ নবদ্বীপে আসি, রাধা ভাবে দিবানিশি, মনোবাঞ্ছা সকল সাধিল॥ তাঁর বাঞ্ছা যাহা হয়, তাহা কহা নাহি যায়, ইহা জানে শ্রীরূপের গণে। সেইগণে মোর মন, দিবানিশি চিন্তন, করিয়া কহ অকিঞ্চনে॥ ইতি॥ তথাহি মধ্যমে একবিংশতিতে॥ মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং ইত্যাদি॥ মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর, তাহা হইতে অতি সুমধুর॥ ইত্যাদি॥ তথাহি ভরত কাব্যে॥ সত্যং ভো দ্বিজবর শ্রেষ্ঠং রূপৈক-পুমান্ তিষ্ঠতি যদ্ভক্ত-নরলীলা নিত্যবৃন্দাবনে স্বয়ং কর্ত্তা বিরাজয়েৎ॥ তথাহি॥ নদুঃখং শোকবিচ্ছেদং জন্ম

মৃত্যু বিবর্জ্জিতং। বৈরাগ্যং গতমৈশ্বর্য্যং অন্ত নিরহাঙ্কৃতং॥ ইতি॥ তথাহি আদির চতুর্থে॥ বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সেই সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥ স্বনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ॥ ইত্যাদি॥ তথাহি বিবর্ত্তানুসারে বর্ত্তলীলা কথ্যতে॥ প্রকটা প্রকটস্যেতি লীলা নিত্যদ্বিধা মতা ইত্যাদি॥ তথাহি॥ নিত্যারণ্যে যদানন্দং যশোদাদি বিরাজিতং। তদ্রূপেণ ধরাদ্রোণ ভাবাঃ সন্তি ব্রজালয়ে॥ ইতি॥ কবিরাজ চাঁদ তাহা নিত্য প্রকাশিয়া। কৌশল করিয়া লিখি লীলাতে ঢাকিয়া॥ এইরূপ করি প্রভু সনাতনে কয়। নিত্য হইতে এক কোণ কহিয়া দেখায়॥ ভক্তগণের গূঢ়ধন প্রকট হইলা। লোকে দেখাইতে শক্তি তাঁহাতে রোপিলা॥ তথাহি মধ্যের

একবিংশতিতে॥ কৃষ্ণের মধুবরূপ শুন সনাতন। যে রূপের এক কোণে ডুবায় ত্রিভুবন॥ সর্ব্বাসর্ব্ব প্রাণীকে করে আকর্ষণ॥ ইতি॥ অতএব বিচারিয়া গোস্বামী লিখিল। ॥ বিচারিলে পায় মহা পরমরতন॥ নর লীলার অনুরূপ তাহাতে লিখিয়া। নর লীলা রাধাকৃষ্ণ দেখহ ভাবিয়া॥ নরবপু তাহার স্বরূপ প্রকাশিয়া। সেই এই এই দিলেন কহিয়া॥ কাঁহা স্বরূপ রধাকৃষ্ণ দুইজনে। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ তেঁহবা কেমনে॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্ব গুণক্ষণি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি

সথা তাঁর কার্য্য বহুরূপ ॥ ইতি ॥ মহাভাব স্বরূপ হন শ্রীরাধা আপনি। শ্রীরাধার অনুরূপ তারে মণি জানি ॥ তথাহি মধ্যের এক বিংশতি শিক্ষা ॥ কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপ বেশ বেণুকর, নবকৈশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ইতি ॥ মনবৃত্তি যত রাধা সকল সাধিলা। তিন বাঞ্ছা সাধি মহাভাবে মিশাইলা ॥ তেকারণে শ্রীমতী রাধিকা নিত্য হয়। আহ্লাদিনী বিনে নিত্য কেবা সে আছয় ॥ আহ্লাদিনী আর আহ্লাদিনী বিচার করিহ। আহ্লাদিনী শক্তি রাধা লীলাতে জানিহ ॥ তিন বাঞ্ছা কৃষ্ণচন্দ্র নারিলা সাধিতে। তিন বাঞ্ছা লাগি অবতীর্ণ নদীয়াতে ॥ রাধাভাব বিনে বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়। তিন বাঞ্ছা সাধি প্রভু স্বরূপে মিশায় ॥ অতএব লীলা স্থানে রাধাকৃষ্ণ নাই। নিত্য ধামে রাধাকৃষ্ণ বিহরে সদাই ॥ যদি কহ নিধুবনে নিকুঞ্জ বনেতে। কৃষ্ণ বংশীধ্বনি হয় শুনহ ভকতে ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ অবিচিন্ত শক্তি। সব সত্য কিছু মিথ্যা নহে কোন উক্তি ॥ যেই ভাব যেই মর্ম্ম যেই ক্রিয়া করি। তিন বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা প্রভু গৌরহরি ॥ সেই ধর্ম্ম সেই কার্য্য সেই ভাব বিনে। কভু না হইবে প্রভুর নিকট গমনে ॥ অতএব তিন বাঞ্ছা আগেতে জানিলে। তবে তারে হেন ক্রিয়া পশ্চাতে সে মিলে ॥ রাধা ভাব গোপীভাব এক করি জানি। রাধাভাব বিনে প্রাপ্তি মনে নাহি মানি ॥ অতএব রাধাভাবে আগেতে জানিলে। তবে তিন বাঞ্ছা পূর্ণ কহিনু সকলে ॥ রায় রামানন্দ গোঁসাই সংক্ষেপে কহিলা। শুনি মহাপ্রভু তাঁরে আত্মসাথ কৈলা ॥ অতএব শুন কহি কাতর হৃদয়। তিন বাঞ্ছা পূর্ণ বিনে প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ দন্তে তৃণ ধরি কহি শুন ভক্তগণ। সাধু সঙ্গে তিন বাঞ্ছা করহ শ্রবণ ॥ অতিদীন অতিহীন আমি দুরাচার। কি কহিব ভাই তোমা কাছে সবাকার ॥ সাধু সঙ্গ হইতে জানি শ্রীরাধার ভাব। বিবর্ত্ত করণ সব হইবেক লাভ ॥ কিন্তু গোপী-গণ মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ। তিন বাঞ্ছা পূর্ণ যাতে সন্ধান নিকট ॥ কৃষ্ণ সুখের সুখী হয় যত গোপীগণ। কৃষ্ণ সুখের সুখী রাধা সাধি প্রয়োজন ॥ গোঁসাই লিখিল

তাহা শুন মহাশয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে করিয়া নির্ণয়॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে। সর্ব্বগোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী। তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়া সাদৃশী॥ সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম রাধিকা। রূপ গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে হয় সর্ব্বাধিকা॥ লুকাইল দুই হাত রাধার অগ্রেতে। বহু যতন কৈলা কৃষ্ণ নারিলা রাখিতে॥ ইতি॥ শিক্ষা গুরু বিনে রাধা ভাব নাহি জানি॥। আমি কি কহিতে জানি জীব কীট প্রাণী॥ পরকীয়া ভাব কহি কেমন প্রকার। পরকীয়া ভাব হয় অতি চমৎকার॥ পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গে পরকীয়া নহে। সেই হেতু অনুবাদ গ্রন্থকারে কহে॥ পরকীয়া ভাব পূর্ণ

চৈতন্যের মনে। ইন্দ্রিয়গণ পাঠাইয়া কোথা হইতে আনে॥ পঞ্চবাণ বিবরণ পূর্ব্বেতে কহিল। পঞ্চগুণ যাহা আগে নাহি বিচারিল॥ পঞ্চগুণ পঞ্চবাণ একত্রে হইবে। সাধকের পাশে তার উপদেশ পাবে॥ নিত্য সাধন সিদ্ধি রাধা বিনে নাহি। সেই ভক্তভাব লয়ে চৈতন্য গোঁসাই॥ সেই ভাবে মগ্ন প্রভু আবেশ হইয়া। প্রলাপ কহিল স্বরূপ রামানন্দ লইয়া॥ প্রকাশ করিব ইহা কভু মনে লয়। মদেক স্বভাব কভু ঢাকা নাহি রয়॥ তথাহি মধ্যের ঊনবিংশতিতে॥ দুর্ব্বার উদ্ভট্ট প্রেম নহে সম্বরণ।

॥ নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা। ইত্যাদি॥ রামানন্দ স্বরূপ প্রভুর অন্তরঙ্গ। সম্যক্ জানিল দিবানিশি রহে সঙ্গ॥ তথাহি আদির চতুর্থে॥ স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর মুখ্য অন্তরঙ্গ। যাঁহাকে জানান প্রভু এসব প্রসঙ্গ॥ যদি কহ অন্যে জানেন সেহ তাঁহা হইতে। চৈনন্য গোঁসাইয়ের অত্যন্ত মমতা মর্ম্ম যাহাতে॥ ইতি॥ অত্যন্ত সে মর্ম্ম রতি কহি রঘুনাথে। কিবা কহে কবিরাজ না পারি বুঝিতে॥ উজ্জ্বল সে রস রতি ব্রজেন্দ্র নন্দন। মুখ্য অন্তরঙ্গ স্বরূপ জানেন বিবরণ॥ দাস রঘুনাথ রহে স্বরূপের স্থানে। দিবানিশি অন্তরঙ্গ প্রভুর সেবনে॥ পূর্ব্বে সমর্পণ কৈলা স্বরূপের স্থানে। অতএব দাস গোঁসাই সব তত্ত্ব জানে॥ স্বরূপ অন্তর্ধ্যান হইলে আইলা বৃন্দাবনে। রূপ সনাতন সঙ্গে করিলা মিলনে॥ আসিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে রহে দিবানিশি। তীরে রঘুনাথ সদা

প্রেমানন্দে ভাসি ॥ এক দিন কবিরাজ ভট্ট রঘুনাথে। কহে কৃপা কর মোরে কর আত্মসাথে ॥ ভট্ট রঘুনাথ গোঁসাই কহেন কান্দিয়া। কি কহিব কবিরাজ ফাটি যায় হিয়া ॥ প্রভু অন্তর্ধান হইল না পাইল দরশন। বৃথা প্রাণ ধরি মুই বৃথায় জীবন ॥ গৌরাঙ্গ বিরহে সদা ব্যাকুল হিয়ায়। নিত্যানন্দ বলি ডাকে ভাবেতে ডুবায় ॥ গৌরগত প্রাণ তাঁর ইন্দ্রিয় সকল। দেখিয়া নিকটে গৌর মানিল সকল ॥ কবিরাজ কহে গোসাই চৈতন্যের মর্ম্ম। শুনি বড় ইচ্ছা মোর সে সকল ধর্ম্ম ॥ প্রাণ রক্ষা কর গোঁসাই সেই জল দিয়া। পিপাসায় মরি যায় স্নিগ্ধ কর হিয়া ॥ ভট্ট কহে কবিরাজ কহিতে মন হয়। মনে করি কহি মুখে নাহি বাহিরায় ॥ যোগ্যপাত্র হও তুমি ইহা আমি জানি। তবু নাহি বাহিরায় হেন তত্ত্ববাণী ॥ কবিরাজ কহে গোঁসাই প্রাণ রক্ষা কর। মোর প্রতি নহে প্রভু হেনই উত্তর ॥ ভট্ট কহে কবিরাজ কি কহিব আর। কহিতে না পারি কর যে ইচ্ছা তোমার ॥ কণ্ঠা হইতে সেই ধন লহ নিজ করে। কহিতে নারিনু আমি বিদরে অন্তরে ॥ এত শুনি কবিরাজ রাধাকুণ্ডে আইলা। শরীর ছাড়িব বলি নিশ্চয় করিলা ॥ অনুরাগ সীমা কবিরাজ মহাশয়। অনুরাগ বিরাগের ঐছে রীতি হয় ॥ তথাহি মধোর দ্বাদশে ॥ কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এই হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ যে ছাড়য় ॥ প্রেমী ভক্ত চাহে প্রেমে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে তারে না পায় মরিতে ॥ ইতি ॥ একখানি পাথর লইয়া নিজ করে। ডাকিয়া কহিল গোঁসাই মরিব এই জলে ॥ সেই ডাক শুনিয়া শ্রীদাস গোঁসাই। কথা শুন কবিরাজ কেনে কর এই ॥ তবে কবিরাজ সব বৃত্তান্ত কহিল। শুনিয়া শ্রীদাস গোঁসাই কহিতে লাগিল ॥ ভট্ট রঘুনাথ মোরা এক দেহ হয়। তেঁহ না দিলেন আমি কহিব তোমায় ॥ সেই দেহ করি কান্দে হস্তেতে ধরিয়া। নিবারিয়া জল হইতে উঠাইল লইয়া ॥ উঠাইয়া দাস গোঁসাই সকল কহিল। স্বরূপ কৃত কড়চা কৃপা করি দিল ॥ তিন তত্ত্ব তিন বাঞ্ছা বাণ গুণ দশ। কবিরাজে দাস গোঁসাই করিলা প্রকাশ ॥ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে না করি বিস্তার।

কবিরাজ ভট্ট রঘুনাথে প্রত্যুত্তর ॥ কিঞ্চিৎ কহিল আছে বিস্তার কথন। যৈছে রঘুনাথ কবিরাজের অর্পণ ॥ যত সাধন ক্রিয়া আছে অনর্পিত মতে। কবিরাজে অর্পণ করিলা সর্ব্ব শক্তে ॥ বুঝ ভাই এই ধর্ম্ম স্বরূপ হইতে। শ্রোত আসি রঙ্গে হৃদে রসিক ভকতে ॥ অতএব স্বরূপের অনুগত হইলে। নিশ্চয় সে সিদ্ধ হয় নিত্য ধাম মিলে ॥ মহাপ্রভু যৈছে অষ্ট শক্তি রূপে দিল। তৈছে কবি কর্ণপূর সকল লিখিল ॥ অষ্টশক্তি বিবরণ অর্থ সুনিশ্চয়। পৃথক্ পৃথক্ করি কহি শুন মহাশয় ॥ পূর্ব্বেতে রাখিল শ্লোক করি মাত্র উক্ত। এবে যে কহিল অর্থ বুঝে সাধকত্ব ॥ প্রিয় স্বরূপ কহিল নিত্য

মহাভাব। দ্বৈত স্বরূপ রাধার শরীর স্বভাব ॥ সহযাত্রী কহি সহজ বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে সহজ মানুষ ॥ নিজানুরূপ প্রভুর নিজানুসন্ধান। ব্রজভূমি গোপীগণে হানে পঞ্চবাণ ॥ সেই পঞ্চবাণ প্রভু শ্রীরূপেরে দিল। পরতত্ত্ব সিদ্ধি তেঁই নিজানু কহিল ॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি এই তিন দশা। এই তিন দশা মধ্যে সাধন ব্যবসা ॥ এক এক দশাতে সেই তিন তিন নাম। সিদ্ধতা সাধকত্ব প্রবর্ত্ততা আখ্যান। সাধকের প্রবর্ত্ততা হয় যে করণ। বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গে চর্ব্বিত চর্ব্বণ ॥ বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গে প্রবর্ত্ত দশায়। বহু আস্বাদিল তবু বাঞ্ছা না পূরায় ॥ পুনঃ নবদ্বীপে রাধাভাব অঙ্গে করি। পঞ্চগুণে আস্বাদে সন্ন্যাসী বেশ ধরি ॥ তত্তানুরূপ তাঁরে কহিলাম সার। সাধকেরা যাতে পাইবে নিস্তার ॥ সাধকের ক্রিয়া

সেই গুণেতে সাধন। ইহা জীবে নাহি জানে করেন ভর্ৎসন ॥ প্রলাপ বিচারি দেখ আমি কি কহিব। যদি গৌর কৃপা করে তবে আস্বাদিব ॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ কৃষ্ণের যে অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, সেই নাসা ভস্ত্রা বি সমান। কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ॥ বংশী গানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্ম স্থান, ইত্যাদি ॥ প্রভুরেক যাহা প্রভু শ্রীরূপেরে কহে। যার পঞ্চ গুণে তেঁহ বিনে কেহ নহে ॥ স্ববিলাস কহি যাতে প্রভুর বিলাস। সাধনে করিল পূর্ণ কহিল নির্য্যাস ॥ সেই বস্তু শ্রীরূপেরে দিলা কৃপাময়। রাগানুরাগ

যাতে অনুভব হয় ॥ অনুভব বিনে শাস্ত্র বিচারিতে নারি। বহু গ্রন্থ কৈলা রূপ সর্ব্ব শাস্ত্রেতে নির্দ্ধারি ॥ ইষ্ট শক্তির কিছু অর্থ এইত কহিলা। ইহা মধ্যে আর হয় নাহি প্রকাশিলা ॥ প্রেম স্বরূপ শক্তি আগেতে কহিল। এবেত সর্গুন শক্তি কিছু বিবরিল ॥ স্বরূপ রূপ হইতে হেন ধর্ম্ম সে আইল। আসিয়া ভকত স্থানে ব্যাকত হইল ॥ বাণেতে প্রবর্ত্ত গুণে সাধক করণ। অষ্টকাল অষ্টপ্রহর মধুর ভজন ॥ মধুর কথন তার মধুর বচন। মধুর সন্ধান তার মধু আকর্ষণ ॥ সকল মধুর তার মধু ছাড়া নাই। মধুর সৌরভ তার কি কহিব ভাই ॥ লুকাইতে পারে সব পারে প্রকাশিতে। হেনই সন্ধান তার আছে শরীরেতে ॥ কৃষ্ণচোরা ভক্ত চোরা গোপীগণ চোরা। রাধা চোরা ভাব লইয়া চোরায়েরে গোরা ॥ মনোচোরা কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত চোরাগণ। চোরা হইতে পাবে যাতে মধুরের গুণ ॥ বাণ আব গুণ ভাই পুরুষ প্রকৃতি। ভাবেতে শৃঙ্গার তাতে হবে নিতি নিতি ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োবিংশতিতে ॥ সম্ভোগ বিপ্রলব্ধা দ্বিবিধ শৃঙ্গার। সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ইতি ॥ যোনিতে লিঙ্গিতে শৃঙ্গার করে ভাই সবে। করুক যথেষ্ট কেনে তাহে কিবা হবে ॥ পশু পক্ষী জীবাদিতে করয়ে শৃঙ্গার। প্রাপ্তি কি হইবে হেন করণে তাহার ॥ আত্মায় আত্মায় সেবা করয়ে রমণে। রসিকের শিরোমণি জানি হেন জনে ॥ আর সে শৃঙ্গার আর ভাবেতে শৃঙ্গার। ভাবেতে শৃঙ্গার আছে বহু মত তার ॥ এ সব কহিতে মোর প্রাণ ফেটে যায়। অতএব সে সাধন কহা নাহি যায় ॥ মধুরেক তার শৃঙ্গার করণ। পথে চলে হাটে মাঠে করয়ে সাধন ॥ তথাহি আগমে ॥ রসস্য লম্বিতং দেহো রস ক্রীড়া প্রয়োজনং। রসযোগবিয়োগেন বালজন্মাদিকং ভবেৎ ॥ রসে হইতে হেন দেহ জানিহ নিশ্চয়। রসিক ভকত সদা রস আস্বাদয় ॥ শৃঙ্গার সাধন বিনে কিছু নাহি করে। মানুষ আশ্রয় হয়ে সদত বিহরে ॥ ব্রজের স্বভাবি তার নিরবধি মন। নির্ম্মল সে অনুরাগে রহে হেন জন ॥ তথাহি তন্ত্রে ॥ স্বভাবনত লোকানাং মানুষাশ্রিত তত্পরে যথা শৃঙ্গবশ্চৈব নান্য কর্ম্ম কুর্ব্বতে ॥ ইতি ॥ বিশ্রাম

শ্রী

নাহিক তার একতিল মাত্র। নিত্যধাম যাইবার তেঁহ হন পাত্র॥ তাঁর বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে নাহি বুঝে। স্পষ্ট করি লেখে তাহা চাঁদ কবিরাজে॥ তথাহি মধ্যে ত্রয়োবিংশতিতে॥ সেই নবাঙ্কুর প্রেম যার চিত্তে হয়, তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ ইতি। শূন্য কুঞ্জ কোথা আছে বৃন্দাবন মাঝে। বিচারিয়া দেখ ভাই হৃদয়ের মাঝে। মহাপ্রভু শিষ্য লইয়া কোথা যেয়ে রয়। সাধকের পাশে ভাই জানিহ নিশ্চয়॥ তথাহি॥ কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যা ভবেৎসা সাধনত্রিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতে॥ ইতি॥ দশ ইন্দ্রিয় শিষ্য প্রভু করিল কিমতে। দশ ইন্দ্রিয় শিষ্য বিনে নারে ব্রজে যাইতে॥ পঞ্চ ইন্দ্রিয় শিষ্যগণ কোন্ বস্তু আনে। যেই ভিক্ষায় মহাপ্রভু রাখেন পরাণে॥ এসব সন্ধান ভাই কহা নাহি যায়। কহিতে চাহিলে যে প্রাণ ফাটি যায়॥ কোন্ বস্তু আস্বাদন করে গোপীগণ। কৈছে তাসবার শেষ প্রভু আস্বাদন॥ চণ্ডিদাস ঠাকুর সেই বস্তু আস্বাদিলা। তাঁর যত পদ প্রভু গ্রহণ করিলা॥ লক্ষপদ কৈল রস পাকা কাঁচা লইয়া। প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধি ক্রমে আস্বাদিয়া॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। মহাপ্রভুর রাত্রদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥ তথাহি পদং॥ চাঁদের উদিত, মেঘের বিদ্যুত, বামকরে যেবা ধরে। তোমার আমারি, রসের চাতুরি॥ ইত্যাদি॥ রায় মহাশয় কহে এক সখীগণে। এক জনে গণে কৈছে হইবে কেমনে॥ অকথ্য কথন প্রেমাস্বাদে রামানন্দ। রজোভব সেই প্রেমার নাহি জানে বিন্দু। কিমতে লিখিব মোর হস্ত মন কাঁপে। যদি মোর প্রভু ইহা দেখি হন কোপে॥ অতএব তাঁর পদে অনন্ত প্রণামে। দোষ না লইবেন তেঁহ নিজ ভৃত্য জ্ঞানে॥ একবর্ণ একাকার সম বয় সব। নাম মাত্র ভিন্ন ভিন্ন করি অনুভব॥ গুরুরূপা সখী রহে তাহার মধ্যেতে। কবিরাজ চাঁদ কহে আশ্রিত হইতে॥ তথাহি॥ সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মানং বাসনাময়ী॥ ইত্যাদি। নিত্যগুরু চৈত্যরূপা তাহাকেই বলি। সেই সখী চৈতন্যেরে

দেখায় জলকেলী ॥ তথাহি অন্তে অষ্টাদশে ॥ এক সখী দেখায় মোরে জলকেলী রঙ্গে। তীরে রহি দেখি মুই সখীগণ সঙ্গে ॥ ইতি ॥ প্রেমেতে গঠিত ধাম প্রেমের মন্দির। প্রেম শয্যা প্রেম বালিশ প্রেমের প্রাচীর ॥ প্রেমের বচন সুধা প্রেম আচরণ। তথাকার প্রেম সে তথাতে আস্বাদন ॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে ॥ সবে এক সখীগণে ইহা অধিকার। সখি হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ সখী বিনে এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ইতি ॥ প্রেমময় সব তথা হিঙ্গুল বরণ। নাপারি কহিতে কোথা স্থান নিরূপণ ॥ শৃঙ্গার আকৃতি সঙ্গে নব নব সখী। এক সখী একরূপ হিঙ্গুলেতে দেখি ॥ রায় মহাশয় যে প্রভুকে শুনাইল। কৌশলে কবিরাজ চাঁদ সকল লিখিল ॥ তথাহি জগন্নাথ বল্লভ নাটকে ॥ শ্রীরাধয়া ভবতশ্চ চিত্তযুক্তং নিস্বেদৈ বিলাপ্যক্রমা ॥ ইত্যাদি ॥ চৈত্যরূপে স্ফুরি রায় সকল জানিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমহাপ্রভু সব জিজ্ঞাসিল ॥ প্রকাশ কারণ লাগি পুছে সব তত্ত্ব। ভক্তের কারণ লাগি সকল মাহাত্ম্য ॥ তথাহি মধ্যের পঞ্চমে ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গর্ব্ব করিতে বিনাশ। নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ইতি ॥ অনর্পিতধর্ম্মায় অর্পণ করিবারে। স্বরূপ রূপ সনাতনে রায চারি দ্বারে ॥ তিন দশায় মহাপ্রভু গোঁয়ার আপনি। অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধ বাহ্য জানি ॥ অন্তর্দ্দশায় কন প্রভু মনের করণ। অর্দ্ধ বাহ্য দশায় প্রভুর প্রলাপ বর্ণণ ॥ বাহ্য দশায় করে প্রভু শ্রবণ কীর্ত্তন। এই তিন দশায় প্রভু রহে সর্ব্বক্ষণ ॥ এক দিন মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতে। পূর্ণমাসী বৈশাখেতে গেলা উদ্যানেতে ॥ উদ্যান ভিতরে প্রভু কৃষ্ণকে দেখিল। কবিরাজ চাঁদ তাহা সর্ব্ব বিবরিল ॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োদশে ॥ প্রতিবৃক্ষবল্লী বৈছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ ইতি ॥ রাধাকৃষ্ণ দুই এক চৈতন্য হইলা। সেই মহাপ্রভু কোন্ কৃষ্ণকে দেখিলা ॥ তথাহি আদিলীলাতে ॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই। রস আস্বাদিতে হইলা এক ঠাঁই ॥ ইতি ॥ যদি শ্রীরাধার ভাবেতে দেখায়। কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ কেনে

শ্রী

ভক্তগণে পায়। কৃষ্ণ অঙ্গের গন্ধে উদ্যান ভরিল। উদ্যানের মধ্যে সবে সে গন্ধ পাইল॥ তথাহি অন্তের উনবিংশতিতে॥ কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের গন্ধে ভরিল উদ্যান। সেই গন্ধ পেয়ে প্রভু হইলা অজ্ঞান॥ ইতি॥ বাহ্য দশায় দেখে প্রভু এ বড় অদ্ভুতে। সবে পড়ে গ্রন্থ কিন্তু নারে বিচারিতে॥ গোলোক আর বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ। তিন ধামে এক প্রভু শাস্ত্রেতে বিদিত॥ নিত্য বৃন্দাবন আর ভূমি বৃন্দাবন। নিত্য ইচ্ছায় প্রকাশিয়া বনে বিহরণ॥ তথাহি আদির তৃতীয়ে॥ সর্ব্বপরি গোলোক ব্রজলোক নাম। শ্রীগোকুল শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম॥ ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের

ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥ একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য কায় ব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়॥ ইতি॥ একই স্বরূপ ভিন্ন কায় কর অনুভব। চতুর্ভুজ নারায়ণ শ্বেত বলদেব॥ এক স্বরূপ এককায় শ্রীনন্দনন্দন। গোলোক হইতে আইলা কবিরাজের লিখন॥ ব্রহ্মাণ্ডেতে লীলা করে স্বয়ং ইচ্ছাতে। নিত্যের স্বরূপ ধরি হইলা ব্যাকতে॥ বৃন্দাবন গোলোক ইহার উপরি নিত্য যার ইচ্ছায় গোলোকনাথ ব্রজে হইলা ব্যাক্ত॥ আর এক শুন কহি বড় চমৎকৃত। কবিরাজ বর্ণে দেখ মহাপ্রভু উক্ত॥ সবে কহে রাধা ভাবে সে সকল কথা। পুরুষ সবাকায় রাধা নাহি কহে বার্ত্তা॥ তবে কৈছে শ্রীরাধার ভাব ইথে হইলা। ভিখারিণী না কহিয়া ভিখারী লিখিলা॥ যোগী লীলা কহিলেন যোগী

হইলাম। কৃষ্ণ পাব আশা ঝুলি স্কন্ধে করিলাম॥ স্বরূপ রামানন্দে যদি সখী জ্ঞান হইত। তবে ইথে অনুবাদ কিছু না রহিত॥ সখী না কহিয়া কেনে কহিল বান্ধব। বুঝি ইথে আছে কিছু চমৎকার ভাব॥ রামানন্দ কহে প্রভু কৃষ্ণ পাব কোথা। লইয়া যাহ ব্রজেন্দ্রনন্দন আছে যথা॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ কাহা কর কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥ তথাহি অন্ত্যের চতুর্দ্দশে॥ (শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।) যার লোভে মোর মন, ছাড়ি বেদ ধর্ম্ম, যোগী হইয়া হইল ভিখারি॥ ইতি॥ ললিতা বিসখা স্বরূপ রামানন্দ রায়। তবে কেনে মহাপ্রভু

তাহা না কহয় ॥ অতএব সাধু সঙ্গে সে সকল লবে। তবে প্রবেশিয়া ভাই এ সকল ভাবে ॥ ঠাকুর শ্রীচণ্ডিদাস যত পদ কৈলা। রসিক ভকত বিনে কেহ বুঝিতে নারিলা ॥ তথাহি পদং ॥ আমার পরাণ পুথলি লইয়া নাগর করয়ে পূজা। নাগর পরাণ পুথলি আমার হৃদয় মাঝারে রাজা ॥ আনের পরাণ আনে, করে চুরি তিন আনে, নাহি জানে। আগম নিগম, দুর্গম সুগম, শ্রবণ নয়ন মনে ॥ এই সাত নদী, অনন্ত অবধি, এ সাত যে দেশে নাই। সেদেশে তাহার, বসতি নগর, এদেশে কিমতে পাই ॥ এসব করণ, করে যেই জন, সে জন মাথার মণি। মরিলে সে জন

জিয়াতে পারে অমৃতরস আনি ॥ হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর, নাচে এক বাজীকর। এক কুমুদিনী দুন্দবী বাজায় বাঁশী জিনি তার স্বর ॥ দুন্দবী বাঁশীটী যখন বাজিবে তা শুনে মরিবে যে। রসিক ভকত, ভবনে বাক্ত, সখীর সঙ্গিনী সে ॥ এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার, তাহার চরণ সার। মন সুতা-দিয়া তাহারচরণ গাঁথিয়া পরিব হার ॥ বাসুলী আদেশে, কহে চণ্ডিদাসে, কাঁচা পাকা দুই ফল। যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে, তেমতি তাহা বিরল ॥ ইতি ॥ হ্রীং সে অক্ষর কোন বস্তু দেখ বিচারিয়া। তাহার উপরে কেবা নাচে মগ্ন হইয়া ॥ তার কাছে কুমুদিনী দুন্দবী লইয়া হাতে। বাজায় শুনায় কিবল রসিক ভকতে ॥ বংশীধ্বনি জিনি দুন্দবীর স্বর। স্পষ্ট করি লিখিতেই কাঁপয়ে অন্তর ॥ সিন্ধু মধ্যে রহে যৈছে

হেম জ্যোতির্ম্ময়। জল ভেদি উঠে ছটা হিল্লোলে নাচয় ॥ তার কাছে কুমুদ ফুলেতে কুমুদিনী। ষড় দলে ষড়ঋতু দুন্দবীর ধ্বনি ॥ তেজোময় বৃন্দাবন গোবিন্দ আলয়। শীতল কিরণ ভক্ত নিত্য সে ভজয় ॥ কল্পতরু তেঁহ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আগে গন্ধকানী মায়া সাধহ সত্বরে। সাত নদীর জল এক নাম তার কাম। কাম গন্ধ নাহি যার পায় সেই ধাম ॥ ষড়দল মধ্যে এক নায়িকা প্রধান। গোলোকনাথ করে তার রূপ নিরীক্ষণ ॥ তাঁরে লইয়া ভক্ত লইয়া নবদ্বীপে আইলা। একত্রে স্বরূপ সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে রহিলা ॥ অতএব পদ ভাঙ্গি কহিতে নারিল। গুরু আজ্ঞা

শ্রী

নাহি মোর মনেতে পড়িল ॥ তত্ত্ব বস্তু মন্ত্র মুই দেখি উপাসক। পরতত্ত্বে ক্বচিৎ সে দেখিয়ে ভাবক ॥ তত্ত্ব পরতত্ত্ব গোসাই সকল লিখিলা। জীবের ডরেতে গোঁসাই তাহে আচ্ছাদিলা ॥ পরতত্ত্ব জানে যেহ সেই মাথার মণি। তত্ত্ব বস্তু জানে তারে গুরু করি মানি ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র কেনে হয়ে। গুরু বস্তু জানে তারে গুরু করি কহে ॥ ব্যাখ্যানে যে তত্ত্ব বস্তু অল্প ভাগ্যে নহে। অতএব গুরু তেঁহ শাস্ত্রে কহে ॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে ॥ কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ইতি ॥ মহাপ্রভু পরতত্ত্ব জানিহ নিশ্চয়। গৌরাঙ্গ বিনে

পরতত্ত্ব নাহিক কোথায় ॥ তথাহি আদির অষ্টমে ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পরতত্ত্ব সীমা। তাঁরে ক্ষীরোদ-শায়ী কহি কি তার মহিমা ॥ ইতি ॥ কৃষ্ণশক্তি বস্তুর বর্ত্ত কবিরাজে কয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ দিয়া লিখিয়া ঢাকয় ॥ তথাহি আদির প্রথমে ॥ তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম সংকীর্ত্তন সর্ব্ব আনন্দ স্বরূপ ॥ ইতি ॥ সংকীর্ত্তন যজ্ঞ নাম কহি যে শৃঙ্গার। করয়ে জগতে সর্ব্ব আনন্দ সবার ॥ বেদ পুরাণেতে কহে যজ্ঞ করিবারে। পুরাণেতে মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে ॥ যজ্ঞে ঘৃত দাহ করিবারে আজ্ঞা দিল। ঈশ্বরের বাক্য কেহ বুঝিতে নারিব ॥ ছাগ-মেদ অশ্ব-মেদ গো-মেদ আর। সর্ব্ব যজ্ঞ হইতে হয় দেহ মেদ সার ॥ দেহমেদ যজ্ঞ করেন গোপীগণ। আত্মা ঘৃত দাহ করে সাধকেরগণ ॥ পশুগণে নাহি দেখ মাশী

পিশী জ্ঞান। দিগ্বিদিক নাহি যখন কামে আকর্ষণ ॥ হেন পশুমেদ যজ্ঞ করে যেই জন। কলিযুগে শ্রেষ্ঠ প্রভু কহে নাম-সংকীর্ত্তন ॥ জীবে নাহি বুঝে মর্ম্ম প্রভু নাহি কহে। কলিযুগে পুন প্রভু সংকীর্ত্তনে রহে ॥ চৈতন্যের মর্ম্ম লোকে বুঝিতে নারিলা। সংকীর্ত্তনে তেঁই গোরা কাঁদিতে লাগিলা ॥ কবিরাজ জীউর ডরে না দিলা কহিয়া। প্রভুর যে মর্ম্ম নাহি কহে প্রকাশিয়া ॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে ॥ যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈলা শ্লোকময়ে, ইতর জনে নারিবে বুঝিতে। প্রভুর যে আচরণ, সেই করি বর্ণন, সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥ নাহি কাঁহা স্ববিরোধ, নাহি কহি অনুরোধ,

হজ বস্তু করি বিরচন। যদি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ইতি ॥ বস্তু অন্তগত হইয়া
াব সে ফিরয়। বুঝিতে না পারি তবু কেবা আকর্ষয় ॥ সকল উপরে আছে দেখ বিচারিয়া। হস্তীকে ফিরায় যৈছে
রে ঘাত দিয়া ॥ চক্ষুহীন জনে যৈছে ফিরয়ে ধরিয়া। তৈছে সর্ব্বোপরি বস্তু রহে আকর্ষিয়া ॥ যেনমতে ফিরায় জীবে
াহি জানে আন। আপনার সুখমাত্র করয়ে সন্ধান ॥ তথাহি আদির পঞ্চমে ॥ সর্ব্বাশ্রয় তেঁহ তো সংসার। অন্তর
হ্য রূপে তেঁহ জগত আধার ॥ ইতি ॥ আধার যে ঘৃত তারে করহ দাহন। এই প্রভুর মর্ম্ম অগ্নি শৃঙ্গার করণ ॥

অগ্নিতে ঘৃত দিলে ভস্ম হইয়া যায়। রতি খণ্ড হইলে ভাই সর্ব্বনাশ তায় ॥ পরতন্ত্র নহে কাম স্বতন্ত্র সে
হয়। কামরস নহে তেঁই অনর্থ সদায় ॥ দেহের উপরে সর্ব্ব রিপুর প্রধান। কামের ঘরেতে সব্ব রিপুর
বিধান ॥ ভক্তিপথে নিরন্তর রহে বাটপাড়। কামকে বান্ধিল সে ভক্তি সিদ্ধি তার ॥ প্রেমভক্তি গ্রন্থে
শ্রীঠাকুর মহাশয়। অনর্থাদি যার ধাম করি তেঁহ কয় ॥ স্থানে স্থানে পঞ্চরিপু নিযুক্ত করিলা। কামের
যে স্থান তেঁহ প্রকারে কহিলা ॥ প্রকৃতির শরীরে সে কামের স্থান হয়। নিযুক্ত করহ যেন তাহে নাহি
যায় ॥ সর্ব্বগত কহি কবিরাজ চাঁদ লেখে। কৌশল বর্ণন কেহ নাহি বুঝে লোকে ॥ তথাহি আদিতে ॥
সর্ব্বাঙ্গ অনন্ত পূর্ণ বৈকুণ্ঠ আদি ধাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম ॥ ইতি ॥ বহু গ্রন্থ শাস্ত্র
কৈলা এ বস্তু জানিতে। বস্তুতত্ত্ব বুঝে কেহ সহস্রেক হইতে ॥ বস্তু বিদ্যা পাত্র সে মধ্যম করি মানি। ইহার পরে
গমা তারে কোটি মধ্যে গণি ॥ পরতত্ত্ব কোটি মধ্যে ক্বচিৎ জানে সেহ। সেই ভক্ত সঙ্গ যদি ভাগ্যে করে কেহ ॥
গোঁসাই করিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা। চৈতন্যের মর্ম্ম নাহি জানে কোন জনা ॥ রসরাজ মহাভাব দেখায় কিমতে।
পরতত্ত্ব সীমা জানি চৈতন্য কৃষ্ণেতে ॥ বিদ্যাপুরে রামানন্দ সব দেখাইল। অষ্টমের অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল ॥
প্রথমে দেখায় তাঁরে সন্ন্যাসী স্বরূপ। তার পরে দেখাইল রাধাকৃষ্ণ রূপ ॥ ইহাপরে নিজ মূর্ত্তি দেখিতে

শ্রী

চাহিলা। হাঁসি মহাপ্রভু কোথা হইতে দেখাইলা॥ রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরে নিজ মূর্ত্তি কিবা। সাধু সঙ্গ কর তবে বুঝিতে পারিবা॥ অবশ্য আছয়ে মিথ্যা না ভাবিও কভু। কবিরাজ বর্ণে লেখে নিত্যানন্দ প্রভু॥ রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে থাকে বিশাখা সুন্দরী। রাধাকৃষ্ণ রূপ দেখিয়াছে ইচ্ছাভরি॥ সেই বিশাখিকা যদি রামানন্দ হয়। যাহা নাহি দেখিয়াছে দেখিবারে চায়॥ শ্রীরাধার মর্ম্ম ব্রজে সখী না জানিল। অতএব বিশাখিকা তাহা না দেখিল॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী, যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে॥ ইত্যাদি॥ ইথে রায় চৈত্যরূপে

জানিল দেখিল। রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যকে বুঝিয়া কহিল॥ রায়ের প্রেম ভক্তি দৈন্য এড়াইতে নারি। স্বরূপ দেখাইল তাঁরে হাঁসি গৌরহরি॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে॥ তবে হাসি তারে দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব মিলে এক রূপ॥ ইতি॥ তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করি স্বরূপে মিশাইয়া। দেখাইল রামানন্দে হৃদি উঘারিয়া॥ এসব সিদ্ধান্ত ভাই অকথ্য কথন। দুই মেলি একরূপ যে পাইল দরশন॥ রসরাজ মহা-ভাবের যোগ মিলন। ॥ জীবেতে সাক্ষাৎ কভু হেন রূপ নহে। তেকারণে শিক্ষাগুরু কবিরাজে কহে॥ সাধুসঙ্গ হইতে ভব বন্ধন মায়া যাবে। প্রেমের সহিতে মহা আনন্দ পাইবে॥ সব তত্ত্ব লিখি গোঁসাই করিয়া বিচারে। সব লিখি বরাং রাখেন সাধুর উপরে॥ কৃষ্ণ কৃপা হইতে জীবের সকল ছাড়ায়। সাধু কৃপা তৈছে ভাই জানিহ নিশ্চয়॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা দ্বাবিংশতিতে॥ কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। সেই সব জীব সাধু সঙ্গ করি লয়॥ সাধু সঙ্গ কৃষ্ণ কৃপা ভক্তির সভাব। এই তিনে সব ছাড়ায় করায় কৃষ্ণে ভাব॥ কৃষ্ণ কৃপায় সাধু সূর্য্য সম হয়। এই দুই যাঁহা তাঁহা মায়া নাহি রয়॥ তথাহি মধ্যের ত্রয়োবিংশে॥ কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিচাশী পলায়॥ ইতি॥ তথাহি মধ্যের বিংশতিতে॥ সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে

যৈছে পিতৃ ধন পায়। সাধু উপদেশে তৈছে প্রেমোৎপত্তি হয়॥ প্রেম যাতে জন্মে সে বীজ কর আবরণ। নতুবা করয়ে বহু দিগেতে গমন॥ সাধন হয় যাতে রহে নিজ শক্তি। যাতে রহে শুন করি একে একে উক্তি॥ ক্রোধে যায় নিজ শক্তি জলবৎ হইয়া। ঘর্ম্মের সহিত অঙ্গ হইতে পড়ে নিকসিয়া॥ অন্যশ্রমে যায় দুঃখ অন্য ভাবনায়। নবদ্বার আছে তাহে নিরন্তর ধায়॥ তথাহি মধ্যের শেষে॥ কৃষ্ণ লীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিগ্ বহে যাহা হইতে॥ ইত্যাদি॥ আপন উচ্ছিষ্ট অন্যে কৃপা করি দিলে। তাহাতেই যায় শক্তি কহিল সকলে॥ দেখহ মহাপ্রভু যারে

হয়ে মন প্রশন্ন। গোবিন্দেরে আজ্ঞা নিজ উচ্ছিষ্ট সে প্রদান্য॥ চরণামৃত দিলে যায় আপনার ধন। গুরু বিনে হেন নারে অন্য জন॥ মহাপ্রভু দিলা দেখ পূর্ণ কৃপা করি। কালিদাসে শিবানন্দের পুত্রের নাম পুরী॥ তথাহি অন্ত্যের ষোড়শে॥ এক দুই ক্রমে তিন অঞ্জলী পাইলা। তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা॥ আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাঁর মুখে দিলা॥ ইত্যাদি॥ শিবানন্দ পুত্র প্রভুর পাদাঙ্গুল দ্বারে। শক্তি পাইলা যাতে প্রভুর লীলা বর্ণিবারে॥ বৃদ্ধাঙ্গুলের গুণ কহনে না যায়। বামা স্বভাবে রাধাভাবে ভকত সদয়॥ পুরুষ হইয়া যেই প্রকৃতি আকৃতি। নিত্য সিদ্ধ সেই পায় কৃষ্ণ সেবে নিতি॥ তবে শ্রবণাদ্যে তার রুচি নিরবধি। গুণে আবিষ্টতা সদা চিত্ত শুদ্ধি॥ কৃষ্ণ করিবেন কৃপা দৃঢ় মনে কয়।

আপন মাধুরী যেই প্রকৃতি করয়॥ জগত উত্তম মানে আপনাকে দীন। নিত্যসিদ্ধ প্রেমে বস্তু স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ॥ তথাহি মধ্যমের ত্রয়োবিংশতি॥ সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥ নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদ্যে শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ ইতি॥ হেন সাধু চরণামৃত কিঞ্চিৎ পাইলে। আপন স্বভাব ধরে যদি কভু মিলে॥ অধর চরণামৃত মহাবল ধরে। পদধূলী এই তিন যদি সদা মিলে॥ তবে কি অভাব ভাই আনি কি কহিব মোর মনোবৃত্তি সদা তিন বস্তু পাব॥ তথাহি অন্ত্যের ষোড়শে॥ ভক্ত পদধূলী

শ্রী

আর ভক্ত পাদজল। ভক্তভুক্তশেষ এই তিন মহাবল ॥ ইতি ॥ কৃপাকরি দিলে লেহ কভু না ছাড়িও। দয়াকরি নাহি দিলে হট না করিও ॥ অতএব নিজ বস্তু সদা সাবধান। তাবৎ করিও যাবৎ পুণ নাহি হন ॥ বিচার করিয়া দেখ এসব সন্ধান। এসব বিচারে যেই সেই ভাগ্যবান্ ॥ তথাহি ॥ বিচার করিয়া যদি ভজে কৃষ্ণ পায়। সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে তাঁরে পায় ॥ ইতি ॥ মধ্যের চতুর্ব্বিংশতিতে ॥ অনুভব যার সেই মহাভাগ্যবান্। অনুভব নাস্তি জনে না জানে সন্ধান ॥ বুদ্ধি আর বিচার অনুভব এই তিন। এই তিন যার তাঁরে করহ মহাজ্ঞান ॥ সামান্য মাত্র বুদ্ধি সব আছয়ে জীবের। বিশেষ বুদ্ধি আত্মজ্ঞান ভক্ত রসিকের ॥ তথাহি মধ্যের চতুর্ব্বিংশে ॥ আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহি বুদ্ধি বিশেষ। সামান্য বুদ্ধি যুক্ত সব জীবের অশেষ ॥ ইতি ॥ বুদ্ধিমাম হয় যদি বিচারে চতুর। কৃষ্ণে কাম আত্মা দিয়া ভজয়ে প্রচুর ॥ তথা তত্রৈব মধ্যেদ্বাবিংশতিতে ॥ বুদ্ধিমানে অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়। নিজ কাম লাগি তবে সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ইতি ॥ নিজ কাম হইতে ভাই ব্রজপ্রাপ্তি হবে। না ছাড়িও সাবধানে কাম রাখ হৃদে ॥ ধাতু বস্তু তামা কহে কবিরাজ বাণী। ক্রমে উঠাইতে মহাভাব চিন্তামণি ॥ পাইবে অনায়াসে ভাই কহিলাম সার। ধাতু স্থাই বিনে ধন জাড়ি নাহি আর ॥ তথাহি মধ্যমের অষ্টমে ॥ তামা কাঁসা রূপা সোণা রত্ন চিন্তামনী। কেহ যেন পোঁতা পথে পায় এক ক্ষণি ॥ তথাহি মধ্যের বিংশতিতে ॥ তাতে পূর্ব্ব দিগে মাটী অল্প খোদিতে। ধনের জাড়ি পড়িবে সব তোমার হাতেতে ॥ ইতি ॥ স্থায়ী ভাব ধন জাড়ী আধার কহিয়ে। তাহা লইয়ে স্থিতি অষ্ট দলেতে করিয়ে ॥ রাগ পথের উপায় এই সে যেবা করে। কহিয়ে রসিক উত্তম বস্তু অনুসারে ॥ তথাহি মধ্যের ঊনবিংশে ॥ মালী হইয়া সেই বীজ করিয়ে রোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সিঞ্চন ॥ ইতি ॥ পোতা একক্ষণি তারে কহিলাম সার। এই ক্ষণি ক্রমে উঠাইতে শক্তি যার ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম সেই জনে পায়। ইহা বিনে নিত্যানন্দ পাইতে নাই ॥ তথা তত্রৈব মধ্যের ঊনবিং-

শতিতে ॥ উপজিয়া বাড়ি লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী যায়। বিরজা ব্রহ্মাণ্ড ভেদী পরব্যোম পায় ॥ ইতি ॥ কামে না নাচিও ভাই কামকে নাচাই। পঞ্চবাণ সঙ্গে লইয়া কাম সঙ্গে যাই ॥ রাগ পথের এই সে উপায় সুনিশ্চয়। ব্রজ বাসীর এই ভাবে লাভ যার হয় ॥ শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে মাধুর্য্যেতে মন। তত্তৎ কর্ম্ম নিরবধি স্মরণার সাধন ॥ তথাহি মধোব দ্বাবিংশতিতে ॥ লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি ॥ রাগময়ী ভক্তের হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ তথাহি ॥ বিরাযন্তি মভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিসৌ ॥

ইত্যাদি ॥ তত্তৎভাবাদি মাধুর্য্য শ্রুতি ইত্যাদি ॥ আর কি কহিব দেখ মনেতে খতিয়া। চরিতামৃত সিন্ধু মাঝে মন ডুবাইয়া ॥ নন্দ যশোমতীর প্রতি গর্গের বচন। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তোমার নন্দন ॥ তিন বর্ণ ধরে এবে কৃষ্ণ বর্ণ কহে। বর্ণের কারণ কেনে বাঞ্ছা মনে রহে ॥ লীলাবতারেতে আর যুগ অবতারেতে। লীলা নিত্য ঘটে শ্লোক সাধক ভকতে ॥ সত্য যুগে শুক্লবর্ণ রক্ত ত্রেতাযুগে। কলিযুগে পীতবর্ণ বুঝে মহা-ভাগে ॥ কৃষ্ণ প্রতি সেই শ্লোক তুতৃপ্তি হয়। দ্বাপরেতে কৃষ্ণ বর্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ যৈছে যুগে যুগে কৃষ্ণ ভক্তে হয় তৈছে। শ্লোক মর্ম্ম হয় যাহা কেবা কাকে যাচে ॥ মহাভাগ্যবান বুঝে তার ঐছে হয়। নিত্য পরিকর সেই সাধু মহাশয় ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তুল্য তারে কয়। সে দরশন ভাগ্য যোগে জীব তরে যায় ॥

ব্রজলোকের ভাগ্যে কৃষ্ণ জন্মিয়া। জগতের ভাগ্য তৈছে হেন সাধু পাইয়া ॥ আনুকূল্য রূপে কর তারে সর্ব্ব সমর্পিয়া। গৃহাদি ধনাদি বধূ কন্যা দিক্ দিয়া ॥ তবে সেই শ্রীরূপের হবে কৃপা পূর্ণ। আনুকূল্য বিনে রূপ নাহি জনে অন্য ॥ অন্য গোপী সঙ্গে কৃষ্ণে করায় মিলন। কোটিগুণ সুখ মানে করিয়া দরশন ॥ শ্রীরাধার গুণে তেঁহ প্রধান মঞ্জরী। নিজ কার্য্য দেখি বলে পূর্ণ কৃপা করি ॥ আমার করণ যেই করয়ে যাজনে। অতএব তারে কৃপা করি কায় মনে ॥ প্রধান সাধন এই কহিল তোমারে। হয় নয় বুঝি ঐছে কৃপা কর মোরে ॥ লজ্জা ভয় ছাড়ি ঐছে করহ যাজন। আনুকূল্যে

পাবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন ॥ প্রস্তাব পাইয়া কহি আনুকূল্য সার। গ্রন্থ মর্ম্ম বুঝে সেই সাধুসঙ্গ যার ॥ সাধভক্ত গুরু বৈষ্ণব আনুকূল্য বিনে। কভু নাহি পাবে কেহ নিত্যানন্দ ধনে ॥ অন্যাভিলাস ছাড়ি. সাধু সেবা কর। জ্ঞান কর্ম্ম ধর্ম্ম সব দূরে পরিহর ॥ তথাহি রসামৃতসিন্ধু ॥ অন্যাভিলাসিতাশূন্যং ॥ গীতায়াং ॥ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ ইত্যাদি ॥ আনুকূল্য বিনে সাধুর মন পাওয়া ভার। অতএব অকৈতব হয়ে কর সার ॥ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিন যুগ কহি। প্রবর্ত্তেই সত্য যুগ শুক্ল কৃষ্ণ নহি ॥ ব্যাপক আছয়ে হরি সবার শরীরে। শ্লোক মর্ম্ম সাধু সঙ্গে পাইবে নির্দ্ধারে ॥ বাহ্য মর্ম্ম বুঝে ঐছে সাধু কৃপা হইলে। মুনি যৈছে নন্দ প্রতি কহে যোগ বলে ॥ তথাহি ॥ আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুং ॥ ইত্যাদি ॥ অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপ ইত্যাদি ॥ বাহ্যে আনুকূল্য কর সাধু মহাজনে। মর্ম্ম আনুকূল্য পরমাত্মা ইন্দ্রিয় গণে ॥ কপিলদেব শিক্ষা দিলা দেবহুতী মায়েরে। বপু মধ্যে বপু তারে দাহ করিবারে ॥ তোষণী সন্দর্ভ দেখ বিচার করিয়া। সনাতন জীব গোসাই দিলা প্রকাশিয়া ॥ শিশুবুদ্ধি দেবহুতী ঠাকুরাণী। পুত্রে জিজ্ঞাসিলা যেন কিছুই না জানি ॥ অগ্নি বিনে দাহ দেহ জারণ কেমনে। কৃপা করি কত বাপ শুনিব শ্রবণে ॥ ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিতে নাহি জানি। তিন অগ্নি কোথা বাপ কত দেখি শুনি ॥ ভক্তি কারে বলি রাগ বিধি কারে বলি। আপনি বলিবা চাঁদমুখেতে সকলি ॥ কহিতে লাগিল তবে কপিল মহাশয়। শুদ্ধ সাধু রাগ মার্গ মাধুর্য্য দেখায় ॥ তিন অগ্নি কহি ক্রমে সামান্য বিশেষ। বিশেষণ অগ্নি যাতে প্রেমের প্রকাশ ॥ সামান্য কহিয়ে যার বিবেচনা নাই। সার অসার দুই অগ্নিতে পোড়াই ॥ বিশেষ অগ্নি কহি যারে সার বখ্যায়। জঠর মধ্যেতে আছে জানিহ নিশ্চয় ॥ সার ভাগ রাখি দেহে করায়। অসার করায় ত্যাগ মলমূত্র ॥ বিশেষ অগ্নি মাতা শুন নিবেদন। সামর্থ অসারকে সার করে প্রেমের কারণ ॥ সার কহি কৃষ্ণ শক্তি দেহ মধ্যে রতি। দেহ মধ্যে দেহ যাতে সকলি উৎপত্তি ॥ সেই দেহ সঙ্গে ছয়

রিপু যে মিশাল। ইন্দ্রিয় মধ্যেতে অগ্নি তাতে দিবে জ্বাল ॥ ইন্দ্রিয় সকলে অগ্নি বিশেষণ জানি। আনুকূল্য আনুশীলন হইতে সে মানি ॥ কপিলদেব এই শিক্ষা দিলেন মায়েরে গোস্বামীরা সেই ধর্ম্ম করিলা প্রচারে ॥ কবিরাজের মর্ম্মার্থ বুঝিতে কার শক্তি। সেই বুঝে কবিরাজে যার দৃঢ় ভক্তি ॥ কৃষ্ণের সমান যৈছে ভাগবত হয়। চরিতামৃত তৈছে প্রভুর শরীর নিশ্চয় ॥ তথাহি ॥ কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়। প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ হয় ॥ ইতি ॥ প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধে কৃষ্ণ পাদদ্বয়। তৃতীয় চতুর্থ দুই উরুযুগ হয় ॥ নাভি কটি দুই কৃষ্ণের পঞ্চম ষষ্ঠম। সপ্তম অষ্টম স্কন্ধ বাহু-

যুগ হন ॥ কণ্ঠদেশ নবম প্রভুর দশম বদন। একাদশ ললাট মস্তক দ্বাদশ সম ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ দীপ্তি শ্লোকের কিরণ। সর্ব্বাবতার সহ কৃষ্ণরাগ বৈধি হন ॥ তথাহি সন্দর্ভে ॥ পাদৌ মদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়-তূর্য্যৌ কথিতৌ তদোরু নাভীকটী পঞ্চম এব ষষ্ঠ ভুজান্তরৌ দ্বৌ যুগলস্ত মানে। কণ্টস্থ রাজন নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দে দশম প্রফুল্লং একাদশোস্য ললাটে স্পষ্টং শিরসিচ দ্বাদশ স্কন্ধএব ভাতি। ত্বমাদিদেবং সহিতাবতারং নমামহে ভাগবতস্বরূপং ॥ ইতি ॥ ভাগবত শ্লোক যৈছে শত শত ধার। চরিতানৃতের সিদ্ধান্ত তৈছে নাহি পার ॥ গায়ত্রীর অর্থ ব্যাস ভাগবতে কৈলা। আদি অন্ত বাঞ্ছা কবিরাজ বর্ণিলা ॥ তথাহি মধ্যের শেষে ॥ গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থের আরম্ভণ। সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন ॥

ইতি ॥ প্রণবেতে মূলাধার জানিহ নিশ্চয়। ভূ শব্দে আধার সে পৃথিবী অঙ্গময় ॥ আধার আর মূলাধার গূঢ় অর্থ বড়। আধার লইয়া মূল আধারেতে জড় ॥ আধার আর মূলাধার এক স্থানে স্থিতি। এক কিন্তু ছাড়া লক্ষ যোজনেতে গতি। মূলাধার দেখে আধার নাহি দেখে তারে। আধার পঞ্চতা হইলে দেখে মূলাধারে ॥ তথাহি আদির দ্বিতীয়ে ॥ প্রাকৃতা প্রাকৃত সৃষ্ট যত জীবরূপ। তাহার যে আত্মা তুমি মূল স্বরূপ ॥ নার শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিশ্চয়। অয়ন শব্দে কহে সব তাহার আশ্রয়। নারের অয়ন তুমি কর দরশন। তাহাতেই হও তুমি মূল নারায়ণ ॥

ইতি ॥ ভুবস্ব শব্দেতে দেহ ইন্দ্রিয় আদি যত। সর্ব্বদেব আবির্ভূত আছয়ে নিশ্চিত ॥ তথাহি আগমে ॥ শরীরং সর্ব্ব-বিদ্যানাং শরীরং সর্ব্বদেবতা শরীরং সর্ব্বতীর্থানি গুরুভক্তিঃ সুলভ্যতে ॥ তত্রৈব ॥ কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধং পয়োঘৃতং। দেহমধ্যে তথা দেবং পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতং ॥ ইতি ॥ ব্রহ্মরূপে শক্তি আত্মা আধার কহিয়ে। পরব্রহ্ম পরমাত্মা মূলাধার হয়ে ॥ ব্রহ্ম আর পরব্রহ্ম দুই বস্তু জান। ব্রহ্ম গুরু পরব্রহ্ম শ্রী নন্দনন্দন ॥ গায়ত্রীর এই ন্যাস ব্রাহ্মণে জানিলে। নারায়ণ তুল্য সেই বিপ্র শাস্ত্রে বলে ॥ ব্রজলোকাশ্রয় কিম্বা মথুরাতে বাস। কৃষ্ণ সম হেন বিপ্রে করহ বিশ্বাস ॥ তথাহি মথুরা মাহাত্ম্যে ॥ যদাপি শ্রয়তে ঘোষঃ মথুরায়াং প্রপদ্যতে। অবিদ্যো বা সুবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ ॥ তথাহি গায়ত্রীকবচে কথিতং ॥ গায়ত্রীন্যাসমাত্রেণ পরব্রহ্ম দ্বিজো ভবেৎ ॥ ইত্যাদি ॥ ব্রহ্ম যেই জানে সেই ব্রাহ্মণের সম। ব্রহ্ম না জানিলে দ্বিজ চণ্ডাল অধম ॥ শূদ্র যদি হেন তত্ত্ব জানি ভজে তাঁরে। শূদ্র নহে সেই দেখ শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ॥ ন শূদ্রো ভগবদ্ভক্তাস্তেপি ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ইত্যাদি তত্রৈব ॥ বিপ্রাদ্দ্বি ষড়্‌গুণযুতা ॥ ইত্যাদি ॥ পদ্মপুরাণে ॥ চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠঃ ॥ ইত্যাদি ॥ বেদমাতা গায়ত্রীর কৈল বিবরণ। এবে কাম গায়ত্রীর অর্থ কহি শুন ॥ ক্লীং শব্দে কৃষ্ণ যেঁহ পরমাত্মা রূপ। কামদেবায় শব্দে যে আধার রসকূপ ॥ বিদ্ম শব্দে বর্ত্তমান পাই দরশন। হে শব্দ প্রার্থনা দেহ ইন্দ্রিয় সমর্পণ ॥ পুষ্পবাণায় শব্দে দুই কমল নিশ্চয়। দুই গায়ত্রীর এক অর্থ বুঝ মহাশয় ॥ ধীমহি শব্দেতে কহি সাধনের ক্রম। পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা যাতে জন্মে প্রেম ॥ শ্রীং শব্দে রাধা কহি ক্লীং শব্দে কৃষ্ণ। দ্রীং শব্দে গুরু বস্তু রসিক সতৃষ্ণ ॥ দুই গায়ত্রীর এক অর্থ দুই ব্রহ্ম হয়। ব্রহ্ম পরব্রহ্ম বস্তু জানিহ নিশ্চয় ॥ হেন ব্রহ্মবস্তু ভাই জানে যেই জন। কেহ কেনে নহে সেই ব্রাহ্মণের সম ॥ ইথে নাহি অন্যথা জানিহ সর্ব্বজন। শাস্ত্রেতে আছয়ে ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ ॥ ইহার পর নিত্য বস্তু সাধ

সঙ্গে পাই। গুণেতে সাধিয়ে যেই পরতত্ত্ব সেই ॥ গায়ত্রীর অর্থ মুই কহি ভাগ সার। সর্ব্বার্থ দহিতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার
আর কি কহিব মুই বড় অভাগিয়া। গৌর নিতাই নামে না গেল গলিয়া ॥ জানিল দেখিন ব্রহ্ম নারিল ভক্তিতে।
বিধি বিড়ম্বিল বুঝি নিশ্চয় আমাতে ॥ মোর কর্ম্মদোষে নাহি দেখি পার। সাতসিন্ধু মধ্যে যেন দ্বীপ নাহি তার ॥
হেন একাকারার্ণবে সদাই সাঁতার। খেলিয়া বুঝিল মোর নাহিক নিস্তার ॥ কৃপারজ্জু দিয়া যদি তোলে গৌরহরি।
তবে উদ্ধারিব মুই দেখিল নিদ্ধারি ॥ নতুবা পাথার মধ্যে রহিল ভাসিয়া। নিত্যানন্দ দয়া যদি তোলেন আসিয়া ॥
তবে উদ্ধারিব আমি নিশ্চয় বুঝিল। হাহা প্রভু ত্রাহি মম বোন ফুরাইল ॥ কপট করিয়া আমি
পরেরে ভুলাই। অন্য জন ভুলে কিন্তু না ভুলে নিতাই ॥ নিষ্কপটে না ভজিনু নিতাই চাঁদেরে।
অতএব উদ্ধার সে নাহিক আমারে ॥ দৈন্য স্তুতি ভকতি মিনতি নাহি করি। প্রাকৃত প্রস্তাবে
মুই আপনা বিচারি ॥ জানে না ভজেনা তার উপায় সে আছে। জানি শুনি নাহি ভজি তার
উপায় কৈছে ॥ আমার অঙ্গের বায়ু লাগে যার গায়। বহু জন্ম পুণ্য তার সব ক্ষয় পায় ॥ অপরাধ
করি লোকস্থানে লুকাই। অন্য নাহি জানে জানেন সব নিতাই ॥ এধর্ম্মের এধর্ম্মের যোগ্য আমি
নহি। রসিক ভকত লাগি অর্থ করি কহি ॥ এদৃষ্টে যে যজিবে মোর হবে উপকার। এতেকারণে
কহিলাম করিয়া বিস্তার ॥ গায়ত্রীর যত অর্থ আপন শরীরে। আছয়ে ব্যাপক ভাই জানিহ অন্তরে ॥ তথাহি মধ্যে
ষষ্ঠে ॥ প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হইতে সর্ব্ব বেদ জগতে উৎপত্তি ॥ প্রভু কহে ব্যাস সূত্র সূর্য্যের
কিরণ। স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে কৈল আচ্ছাদন ॥ ইতি ॥ সাধন কারণ এই শরীর নিশ্চয়। গায়ত্রীর অর্থ আর
না কহিলে হয় ॥ ব্রহ্ম গায়ত্রী বেদমাতা গায়ত্রীর এক ফল। গুরুগায়ত্রী কাম বীজ জানিহ সকল ॥ বীজ গায়ত্রী
মন্ত্র যত কৃষ্ণের সম্বন্ধ। এক করি জান ভাই নহে ভব বন্ধ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রভুর মর্ম্ম হইতে। সাধ-

শ্রী

নের ফল গোঁসাই করিল ব্যাকতে॥ ঈশ্বর যৈছে চারি শ্লোক ব্রহ্মাকে কহিল। তৈছে তিন বাঞ্ছা প্রভুর স্বরূপ জানিল॥ তথাহি আদির চতুর্থে॥ স্বরূপ গোঁসাই প্রভুর মুখ্য অন্তরঙ্গ। যাহাতে জানিল প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥ ইতি॥ ব্রহ্মা চারি শ্লোক যৈছে নারদে কহিল। তৈছে তিন বাঞ্ছা স্বরূপ রঘুনাথে দিল॥ তথাহি মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ স্বরূপ গোঁসাইয়ের মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ইতি॥ যৈছে চারি শ্লোক নারদ ব্যাসে আনি দিল। তৈছে রঘুনাথ বাঞ্ছা কবিরাজ বলিল॥ তথা তত্রৈব মধ্যের দ্বিতীয়ে॥ চৈতন্য লীলা রত্ন সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,

তেঁহ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁর যেবা শেষ ছিল, আনি দুঃখীজনে দিল, ভক্তগ[illegible] দিতে এই ভেটে॥ ইতি॥ যৈছে ব্যাস চারি শ্লোকে ভাগবত কৈলা। তৈছে কবিরাজ তিন বাঞ্ছা প্রকাশিলা॥ ইতি॥ যৈছে ভাগবতে ব্যাস জগত তারিল। তৈছে কবিরাজ দিলে ভকতে সাধিল॥ তথাহি মধ্যের শেষে॥ ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকেতে কহিল। ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥ সেই অর্থ নারদ পুন ব্যাসেরে কহিল। শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥ ইতি॥ ঈশ্বর ইঙ্গিতে ব্রহ্মা নারদে কহিল। প্রভুর ইঙ্গিতে স্বরূপ রূপে সমর্পিল॥ তথাহি অন্ত্যের প্রথমে॥ যোগ্য পাত্র হয় এহ রস বিবেচনে। তুমিও কহিয় কিছু গূঢ় রসাখ্যানে॥ ইতি॥ কৃষ্ণ ভক্তি স্বরূপ যৈছে শ্রীভাগবত। তিন

বাঞ্ছা স্বরূপ তৈছে চৈতন্য চরিত॥ বেদশাস্ত্র হইতে যৈছে ভাগবতে বড়। সর্ব্ব গ্রন্থ হইতে তৈছে চরিতামৃত দৃঢ়॥ নিজ গণ লাগি গোঁসাই মর্ম্ম প্রকাশিল। তথাহি আদির চতুর্থে॥ এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়। না কহিলে নিজলোক অন্ত নাহি পায়॥ ইতি॥ রসিক ভকত লাগি গোঁসাই ভেট আনি দিলা। তথাহি মধ্যে শেষপরিচ্ছেদে॥ তার যেবা শেষ ছিল, আনি দুঃখীজনে দিল, ভক্তগণে দিতে এই ভেটে॥ ইত্যাদি॥ মধ্যের শিক্ষা॥ কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ শ্রীভাগবত। তাতে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহত্ব॥ ইতি॥ ভাগবত স্বরূপ যৈছে শরীর কৃষ্ণের। চৈতন্য

চরিতামৃত গ্রন্থ তৈছে অঙ্গ চৈতন্যের ॥ তথা তত্রৈব ॥ কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়। প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ হয় ॥ ইতি ॥ এই দুই গ্রন্থে অবিশ্বাস হইবে যাহার। কোন কালে কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হইবে তাহার ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আর ভাগবত। এই দুই গ্রন্থে যার মন অনুরত ॥ সেই সে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ। আমি অতি দীন মোর এই নিবেদন ॥ পুন কহি বর্ত্তমান সাধন ভজন। নয়নে না দেখি কৈছে করিবে সাধন ॥ অদৃষ্টে ভাবনা নাস্তি দৃষ্টিতে বিলয়। স্থূল সূক্ষ্ম দুই নহে মহাদেবে কয় ॥ ভক্তগণে কৈছে কৃষ্ণে করিবে ভাবনা। ইহার বিশেষ পুন কহিয়ে

লক্ষণা ॥ শঙ্কর ঠাকুর তাহা বিচারি দেখিল। বিবর্ত্ত যে ধর্ম্ম তন্ত্রে প্রমাণ লিখিল ॥ সে প্রমাণে নাহি যদি কোন প্রয়োজন। তবে কেনে গোস্বামীরা করিলা গ্রহণ ॥ তথাহি রূপামৃতে ॥ অদৃষ্টে ভাবনা নাস্তি দৃষ্টস্য বিনয়ঃ স্তুতিঃ। স্থূলসূক্ষ্মদ্বয়ং নাস্তি ভক্তানাং কিমভাবাতে ॥ ইতি ॥ যাহা কোন কালে বস্তু না দেখি নয়নে। তাঁহাকে কেমন করি আরোপিব মনে ॥ দেখিতে সন্মুখে যাহা পাইয়ে নয়নে। তাহাকে ভাবিবে ভক্ত কিসের কারণে ॥ কোন্ ভাবে মহাদেব না পরে অম্বর। চিতাভস্ম অঙ্গে মাখে পরে বাঘাম্বর ॥ ভাঙ্গ ধুতুরা লইয়া সদা ব্যবহার। অনুবাদ মাত্র ইহা জানিহ অন্তর ॥ ইহাতে আছয়ে কোন চমৎকার ভঙ্গি। সংসারের জীবে কহে মহাদেবের ভঙ্গি। গোপত গ্রামের পথের ধূলী যেই

৪৯

শ্রী

হয়। সেই ধূলী অঙ্গে শিব সদত মাখয় ॥ গুপ্ত চন্দ্র দেখ অর্দ্ধ কপালে লইল। নিজ বিষ জারিব তাহে নেত্র প্রকাশিল ॥ যেই বিষে জীবে সদা করে উচ্চাটন। হেন বিষ জারি শিব সদা করে পান ॥ বিশ্বাসময় নাম বিশ্বেশ্বর তেকারণ। জীব ছার কি জানিব শিবের মরম ॥ চক্ষু ঢুল ঢুল কবি উল্লাস অন্তরে। বিষ যদি জীর্ণ ভাং ধুতুরা কি করে ॥ যোগ বলে মহাদেব পরতত্ত্ব জানে। কিঞ্চিৎ জানিল দেখ তাহার লিখনে ॥ শিবকৃত লতাতন্ত্রে দেখ বিচারিয়া। করণ কারণ তাহে লেখে প্রকাশিয়া ॥ আগম তন্ত্রেতে হেন ধর্ম্ম স্পষ্ট উক্ত। কেবল বুঝয়ে মাত্র রসিক ভকত ॥ মহাদেব

কহে যাহা শুনিল পার্ব্বতী। বাসুদেব পাশে তাহা করেন সম্মতি॥ আনন্দে ডুবিয়া তাহা লিখেন গণেশ। আগম দাঢ্যতা এই কহিল বিশেষ॥ তথাহি॥ আগতং শিববক্তুবাং গতঞ্চ গিরিজাসুতা। মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি॥ কালী ভগবতী সঙ্গে নিরবধি সাধে। সে তত্ত্ব জানিয়া শিব স্থির নাহি বান্ধে॥ কুচনী পাড়ায় শিব জ্ঞান নিরবধি। রাগের ভজন করে অটল অবধি॥ মহাদেব মনে কহে কি করি উপায়। ধৈরজ ধরিতে নারি আপন হিয়ায়॥ সদা কেনে ভাঙ্গি মরে দেখিবেক জীবে। ভাঙ্গ ধুতূরা বিনে ঢাকা না রহিবে॥ ভাং ধুতূরা আনি অবশ্য খাইব। মর্ম্ম নাহি বুঝে জীবে ভাঙ্গি সে কহিব। মহাদেব মর্ম্ম এই কহিল ঢাকিয়া। সাধু সঙ্গ যার যেই লইবে বুঝিয়া॥ সেই ভাবে মোর সদা মন যদি পৈশে। তবে সে তাহার কিছু অনুভব আইসে॥ হাহা মহাদেব মোরে কৃপাদৃষ্টে চাহ। আপনার সমরীতে আমারে ভজাহ॥ শ্রদ্ধা করি শুন মহাদেবের চরিতে। কৃপাকর সবে ভজি মহাদেব রীতে॥ এ সাধন নাহি ভূমি ভারাক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে দেব শক্তি অন্তর্দ্ধান হইল॥ ভক্তি ধর্ম্ম শূন্য আর পাপাদিক দেখি। ইহাতে ঈশ্বর কভু পৃথিবীতে না থাকি। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥ কলের্দ্দশ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনী। তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা॥ ইতি॥ সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে এ সাধন দৃঢ়। এ সাধন করে সেই সবাকার বড়। একে একে কহি সর্ব্ব দ্বীপ খণ্ড নাম। করহ শ্রবণ তাহা করিয়ে গণন॥ জম্বু ব্রহ্ম কুশ মায়া বিষ্ণু বায়ু লীলা। এই সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাস্ত্রেতে কহিলা॥ এ নব খণ্ড ভাই কহিয়ে বিবরি। ভূখণ্ড নভখণ্ড চক্রি হয় চারি স্তবখণ্ড বিষ্ণু খণ্ড খণ্ড সেন হিতা। অষ্টখণ্ড উদিতা লইয়া নবখণ্ড জ্ঞাতা॥ শুনহ সকল লোক গুরু আত্মা ভজ। গুরু যেই ক্রিয়ে মগ্ন সেই কর্ম্ম যজ॥ ইহার পরে ধর্ম্ম নাহি এ মহীমণ্ডলে। চৈতন্য মর্ম্ম ধর্ম্ম কহিনু সকলে॥ এইত কহিল মোর শুন যত শক্তি। সবে কৃপা কর মোরে জন্মে হেন ভক্তি॥ আর এক চমৎকার কহি

শুন ভাই। যাঁহার কৃপাতে মুই হেন তত্ত্ব গাই॥ আমার প্রভুর প্রভু রঘুনাথ নাম। কহিয়ে তাহার কিছু শুন গুণগ্রাম॥ কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরেন সামর্থ। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ছিল যে চরিত॥ অসংখ্য তাহার গুণ কহিতে কি জানি। যদি কহান নিজ গুণ তবেত ব্যাখ্যানি॥ শ্রীপাঠ অম্বিকা বাগ্‌নাপাড়া গ্রাম। তাহার নিকট গ্রাম নাহি কহিলাম॥ সেই গ্রামে রহে আমার পরম গুরু। জীবের উপরে যেন বাঞ্ছা কল্পতরু॥ আমারে কহিলা যেরূপে আজ্ঞাদান। প্রকাশিয়া সেই গুণ শুন শ্রোতাগণ॥ যত মর্ম্ম যত ধর্ম্ম যত ক্রিয়া তাঁর। বিবর্ত্ত সন্ধান সব নাহি দেখি পার॥ কহি

এক শুন তাঁর অসম্ভব রীত। কহিলেও কারও মনে না জন্মে প্রতীত॥ কহিতে না হয় তাহা কিমতে কহিব। না কহিলে তাঁর গুণ কিবা সে জানিব॥ কহিলে হইবে প্রায় ঈশ্বরের কর্ম্ম। তাঁর ধর্ম্ম না জানিলে না বুঝিবে মর্ম্ম॥ ঈশ্বরত্ব নহে ভাই বিশ্বাস করিহ। রতি রস খেলা ভাই তাঁহার জানিহ॥ বিশেষে কৃষ্ণগুণ ভকত শরীরে। বৈসয়ে সকল দেখ গোসাই প্রচারে॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা দ্বাবিংশতিতে॥ সর্ব্ব মহাগুণ গণ বিষ্ণুর শরীরে। কৃষ্ণের যতেক গুণ কৃষ্ণভক্তে সকল সঞ্চরে॥ ইতি॥ যে বৎসর তেঁহ নিত্য গমন করিলা। সে বৎসর মোরে অন্য দেশে পাঠাইলা॥ অন্তর্ধানের পূর্ব্বে অষ্টবৎসর থাকিতে। সেকথা কহিয়ে আগে লাগে চমকিতে॥ একদিন সন্ধ্যাকালে সকলে ডাকিয়া। শাখা উপশাখা আর ভক্তিবন্ত লইয়া॥ বসিলা চৈতন্য নিত্যানন্দ আলাপনে। বাদ অনুবাদ তিন বাঞ্ছার সন্ধানে॥ আপনে করয়ে ধ্যেয় বিধেয় সকল। শুনিলা যতেক জন হইলা পাগল॥ কহিতে লাগিলা তেঁহ সিদ্ধান্ত তরঙ্গে। সকলে শুনিয়া ভাসে প্রেমের তরঙ্গে॥ কৃষ্ণ কথা সমাপন হইল যখন। করিতে উঠিলা সবে ভোজন শয়ন॥ মোর প্রভুর প্রভু কহে শুন বাপু সব। অনিত্য শরীরও ইহার মধ্যে আছে সব॥ বিষামৃত আর যত ব্যাধি হয়। সবার শরীরে আছে জানিহ নিশ্চয়॥ রোগ ব্যাধি ইত্যাদিক আছয়ে সকলে। সর্ব্বজনে এই কথা কহে রাত্রিকালে॥ দণ্ডবৎ হইয়া সবে

করিলা গমন। যার সেই বাসা যাই করিল ভোজন ॥ নিজ নিজ গৃহে যাইয়া চিন্তে মনে মনে। এ কথা কহিল ঠাকুর কিসের কারণে ॥ প্রাতঃকালে পুনঃ সবে কৈলা আগমনে। আসিয়া করিলা তারে প্রণাম নিবেদনে ॥ দেখায় সকলে তাঁর অঙ্গে বৈলক্ষণ। কি হইল কহি সবে কহয়ে বচন ॥ তেঁহ কহে কি জানি বাপ কিবা হইল গায়। অনিত্য শরীর যদি গলিয়ে পড়য় ॥ মনুষ্যের সাধ্য নহে গৌরাঙ্গের ইচ্ছা। মোর মোর বলি বাপ এবচন মিছা ॥ ক্রমে ক্রমে ব্যাধি ব্যক্ত হইতে লাগিল। দেখি সব মোর প্রভু কান্দিতে লাগিল ॥ হস্তপদ অঙ্গুলীর দেখিতে লাগে ত্রাসে। তাঁর ব্যাধি তিনি কহেন বচন উল্লাসে ॥ সপ্তদশ দিন পরে সকলে আসিয়া। কহিতে লাগিলা তাঁর চরণে ধরিয়া ॥ মো সবার লজ্জা প্রভু ঢাক নিজ হাতে। তবেত বাঁচিব সবে মরিব নিশ্চিতে ॥ এত শুনি তেঁহ হাঁসি কহে নিজগণে। কেশুরিয়া সত্ত্ব অঙ্গে করহ লেপনে ॥ তবে মোর অঙ্গের কুষ্ঠ ব্যাধি দূরে যাবে। এত শুনি গাছ খুজিবারে গেলা সবে ॥ কেশুরীয়া গাছ সবে অনেক আনিল। সেই গাছে রস সবে বাহির করিল ॥ সেই রস তার অঙ্গে করিতে লেপন। পঞ্চদশ দিন সেই রস করিলা মর্দ্দন ॥ মর্দ্দন করিতে হইল আছিলা যেমন। পূর্ব্ব অঙ্গ যথা বর্ণ হইল দরশন ॥ সর্ব্বব্যাধি নাশ সবে আনন্দ হইলা। এই যে মোর প্রভুর গুণ যে লিখিলা ॥ একদিন প্রেম দিলা এক প্রকৃতেরে। রূপের লাবণ্য তা বাড়য়ে শরীরে ॥ হাঁসি গায় কন্দে মুখে বলয়ে কিশোরী। অস্থির হইল স্থির হইতে না পারি ॥ তাঁর গোষ্ঠী কহে এটা পাগল হইল। বাতিক বলিয়া বহু চিকিৎসা করিল ॥ তার পরে তাঁর প্রেম কাড়িয়া লইল। পূর্ব্ব প্রায় যথা রূপ শরীর হইল ॥ নিজগণ সবাকার বিশ্বাস লাগিয়া। এতেক করিলা নিজ শরীরে দেখাইয়া ॥ বহুদিন বহুলীলা করিলা প্রকাশ। গ্রন্থের বিস্তার ভয়ে কহিল আভাস ॥ নিত্যেতে গমন দিনে যত কহি গেল। প্রত্যক্ষ হইল আসিয়া শুনিল ॥ সে সব লিখিতে গ্রন্থ বাহুল্য হইবে। তেকারণে নাহি কহি কথা সেই সবে ॥ তেঁহ রক্ত নীল পীত তিন

বর্ণ ধরি। অন্তর্ধান করিলা তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥ ইচ্ছাতে সকল হয় এই মাত্র জানি। ঈশ্বরত্ব গুণ ইথে কিছু নাহি মানি॥ কেগুরিয়া গাছে নাকি কুষ্ঠ ভাল হয়। এদৃষ্টে জানিয়ে তাঁর মনের আশয়॥ রসের ঘরেতে করণ বেকরণ করিলা। অন্তরে কাপিয়ে যে বাহিরে দেখাইলা॥ পুন সেই ধর্ম্ম ক্রিয়া স্নিগ্ধ আচরিয়া। ভাল হইল নিজ গণের সন্তোষ লাগিয়া॥ অপ্রাকৃত রস রতি সর্ব্বশক্তি ধরে। রতি রস যেহ করিল তেঁহ কিনা পারে॥ তাতে অপ্রাকৃত রতি প্রেম যার নাম॥ শ্রীনন্দনন্দন সম রতি করি জান॥ ইথে কি বিস্ময় ভাই দেখহ বিচারি। বৃন্দাবন অপ্রাকৃত

গোস্বামী প্রচারি॥ তথাহি মধ্যের অষ্টমে॥ বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামবীজ কামগায়ত্রী যাহার উপাসন॥ তথাহি মধ্যের শিক্ষা॥ সর্ব্ব মহাগুণ গণ বৈষ্ণব শরীরে॥ ইত্যাদি॥ তাহার সাধন কথা অসম্ভব হয়। তত্ত্ব বস্তু ধন মুখে আনিতে পারয়॥ কেমনে বাহির করে কেবা তাহা জানে। তাহার তুলনা দিতে না পায় ভুবনে॥ তাহার যতেক ধর্ম্ম বিবর্ত্ত সন্ধান। আমি কি কহিবু তাঁর যত লীলা গুণ॥ আমি অজ্ঞ ছার তাঁরে নারিল চিনিতে। দুর্দ্দৈব বেড়িল মোর শরীর মনেতে॥ চোরে ধন লইয়া গেলে ঐছে বুদ্ধি হয়। তৈছে মোর মনোখেদ দ্বিগুণ বাড়য়॥ হায় হায় কি করিমু ধিক্ রহু মোরে। অঞ্চলের স্পর্শমণি নিল চুরি করে॥ আর না হেরিব আমি সে পদ্ম কমল।

শ্রী

৫১

আর না পাইব মুই সে চরণ জল। না পাইব আর সেই অধরের শেষ। আর না লাগিবে তাঁর অঙ্গের বাতাস॥ আর না পাইব সেই চরণ সেবিতে। না শুনিব আর তাঁর বচন অমৃতে॥ বিহার প্রকট শেষ না পাইল দরশন। এই মোর মনোদুঃখ উঠে শতগুণ॥ অপ্রকট পরে ছয় মাস যেন আমি। দেশেতে আইল মুই ভাগ্যহীন প্রাণী॥ আসিয়া পড়িনু যত দুঃখের সমুদ্রে। দিবানিশি ভাবনায় নাহি হয় নিদ্রে॥ তৃতীয় দিবস রাত্রে তৃতীয় প্রহরে। নিদ্রা হইল চেতন মোর নাহিক শরীরে॥ শেষ রাত্রে আসি মোর মস্তক ধরিয়া। তোলাইল

উঠ বাপ বলিল ডাকিয়া ॥ যে ধর্ম্ম যে মর্ম্ম পাইলা করহ লিখন। গৌরাঙ্গ কুশল করুন না কর চিন্তন ॥ সেইক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল আমার। বড় অদ্ভুত মোরে লাগে চমৎকার ॥ সেই স্বপ্ন প্রাতে মোর প্রভুকে কহিল। শুনিয়া আমার প্রভু কান্দিতে লাগিল ॥ কান্দিতে কান্দিতে মোরে করিলেন আজ্ঞা। প্রভু যাহা কহিলেন সেই সে প্রতিজ্ঞা ॥ করহ পালন তাঁর আজ্ঞা যে নিশ্চিত। আজ্ঞাগুরু ন্যাহা বিচারে নিয়ত ॥ আমি নিবেদিল প্রভু কেমনে লিখিব। অল্পবুদ্ধি বিদ্যাহীন কৈছে প্রকাশিব ॥ মোর প্রভু মোরে কহে না করিও ভয়। মোর প্রভুর কৃপায় গ্রন্থ হইবে নিশ্চয় ॥

মনকে বুঝাহ বাপু যাতে ভালো হয়। মন না করিলে গুরু কেহ কার নয় ॥ সেই আজ্ঞা পাইয়া হইল ভরসা। আরম্ভিল গ্রন্থ মুই করিয়া সাহস ॥ শ্রীগোবাঙ্গ কবিরাজ যে বলিল বাণী। তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ হাহা গৌর নিত্যানন্দ কৃপাদৃষ্টে চাহ। তবে মর্ম্ম ইথে স্পষ্ট গোপনে রাখিহ ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমার ইচ্ছাতে সে হয়। কলার কলা যেঁহ তেঁহ করে হয় নয় ॥ হাহা শ্রীস্বরূপ এই করহ গোঁসাই। অরসজ্ঞ জনে যেন ইহা বুঝে নাই ॥ বিবর্ত্ত বিলাস গ্রন্থ তোমা দোহার মর্ম্ম। প্রকাশ করিল তোমা করিয়া স্মরণ ॥ এই গ্রন্থ অরসজ্ঞ পাশে নাহি যায়। এই কৃপা দেহ কর হইয়া সদয় ॥ এই কৃপা কর মোরে শ্রীদাস গোঁসাই। এধর্ম্ম অবেদা জনে এগ্রন্থ নাহি পায় ॥ আহা কবিরাজ চাঁদ স্মরণ তোমার। তব পাদপদ্মে মায়া রহুক আমার ॥ এই গ্রন্থে একবার কৃপাদৃষ্টে চাহ। নিন্দুক পাবণ্ডে যেন নাহি পায় এহ ॥ মোর এই বাঞ্ছা পূর্ণ করহ গোঁসাই। জন্মে জন্মে কার নিন্দা যেন নাহি গাই ॥ নিন্দায় সে লাভ নাহি হয় মাত্র হানি। জীবত্ব স্বভাবে নিন্দা হেন অনুমানি ॥ শ্রীরূপের গণে মোর ক্ষেম অপরাধ। জন্মে জন্মে পাই তোমা সবার প্রসাদ ॥ ক্রোধ না করিহ সবে হবেন সন্তোষে। তোমা সবার দাস মুই লিখিলা উল্লাসে ॥ মাতার সে ভর্ত্তা সবে বাপের ঠাকুর। শ্রীরূপের গণ যেই ঠাকুরের ঠাকুর ॥ বালকের দোষ কেহ না লইবে

মনে। নিজ দাস করি সবে রাখহ চরণে ॥ শুভ দৃষ্টি করি এই করহ করুণা। দিবানিশি করি যেন স্বরূপ ভাবনা ॥ মোর মন বায়ুবেগে সদাই ফিরয়। তোমার সবার কৃপায় যেন রূপ স্থির হয় ॥ মন নয়নে দুই জনে প্রয়োজন। মন যাঁহা যায় নেত্র করয়ে গমন ॥ কিছু নাহি চাহি তোমা সবার ভরসা। অধম পাপিষ্ঠ মুই করি আশা ॥ বাণ পঞ্চে যক্তি সদা রূপ নিরীক্ষণ। এই মোর মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ ॥ এজন্মে না হইল মোর সাধন ভজন। পুন জন্ম পাই যেন এধর্ম্ম রতন ॥ কোটী জন্মে হয় যদি ভাগ্য করি মানি। এক জন্মের কর্ম্ম নহে সাধু মুখে শুনি ॥ যতবার জন্ম পাই ভারত ভূমিতে। ততবার পাই ধর্ম্ম কৈশোর কালেতে ॥ সেই শ্রীরসিকচাঁদ পায় বেড়ি বেড়ি। এইত হৃদয়ে আশা সদত আমারি ॥ ঠাকুর রসিক বিনে লাভ যে কাহারে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ তাহারি শরীরে ॥ অমি অতি মূঢ়মতি আর কি চাহিব। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ আনন্দ গাইব ॥ লালস না ঘুচে মোর কি করি উপায়। কবিরাজ চাঁদ যদি হয়েন সদয়। তবে সে হইবে মোর লালসা দুর্গতি। কায়মন চিত্তে তাঁর পদে রউক মতি ॥ ওহে গোঁসাই এই গ্রন্থে চায়ী কবিরাজে। বস্তু নিষ্ঠা নাহি যার সেই নাহি বুঝে ॥ ধর্ম্ম অবিশ্বাসী জনে মনে নাহি মানে। হেন ধর্ম্ম নিন্দে তারে তৃণ প্রায় গণে ॥ তথাহি অন্ত্যের পঞ্চদশে ॥ চৈতন্য গোঁসাইয়ের নিন্দা যার মুখে শুনি। তাহারে বধিলে ব্রহ্মহত্যা নাহি গণি ॥ অভক্ত বৈষ্ণব ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ তথাহি নাটকে ॥ ধিকস্তং ব্রহ্মাহং বৈকুণ্ঠ তপস ইত্যাদি ॥ এই ধর্ম্ম আর প্রভু গৌর নিতাই। এক করি জানি সত্য ভিন্ন ভেদ নাই ॥ বৈষ্ণব গোঁসাই মোরে করহ প্রসাদ। তোমার চরণে মোর নহে অপরাধ ॥ গৌরভক্তগণ মোরে করহ সন্তোষে। এই গ্রন্থ নাহি যায় অবিশ্বাসীর পাশে ॥ মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মোর শুদ্ধ হউক মন। গুরু পাদপদ্ম মধু করি আস্বাদন ॥ ভক্তগণ শুন মোর এই নিবেদন। এই গ্রন্থে প্রাণাধিক করিবা গোপন ॥ নিজ শিষ্য বিনে কভু গ্রন্থ নাহি

শ্রী

জানি ভক্তি পাই গৌর নিতাই ॥ বিদ্যামানে ধনে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নাহি হয়। ভজিলে পাইয়ে প্রেম শুনহ সবায় ॥ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাতে কভু নাহি পায়। নিরভিমানী হইলে হয় প্রেমোদয় ॥ উচ্চ স্থানের জল যেমন নীচে গড়ি যায়। সাধু সঙ্গ করি তৈছে জানিলে সে হয় ॥ তথাহি ॥ শ্রীমুখবাক্যং ॥ তৃনাদপি শুনীচেন ইত্যাদি ॥ উর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক। নাম সূত্র গাঁথি পরি কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ইতি ॥ তত্ত্ব জানি অভিমান ছাড়িয়া ভজিলে। অবশ্য তাহারে নিত্যানন্দ চন্দ্র মিলে ॥ হেন ধর্ম্ম তত্ত্ব বেত্তার গুণ কি কহিব। যদি কভু কৃপা করে তবেত্ত জানিব ॥ হেন পরতত্ত্ব

বেত্তার নাহি জানি গুণ। দিতে নিতে পারে তেঁহ কৃষ্ণ প্রেম ধন ॥ এই গুণে নিত্যানন্দ হৃদে সবাকার। প্রেম তৃষ্ণা অনর্গল শক্তি সে সবার ॥ তথাহি আদির শাখাবর্ণনে ॥ গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেম উদাম ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেম দিতে নিতে তেঁহ ধরে শক্তি ॥ অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল। কৃষ্ণ দিতেন দিতে প্রেম সবে ধরে বল ॥ ইতি ॥ নিত্যানন্দ শাখার বুঝি এই গুণ হয়। তাহা বিনে ঐছে শক্তি কোথাতে বর্ত্তয় ॥ গুরু পাশে শুনি মন তোমারে কহিল। লিখিয়া রাখিনু আর তোমায় শিক্ষা দিল ॥ যাঁহার কৃপায় মুই আশ্রয় জানিল। তাহার চরণে মন তোমারে সঁপিল ॥ এতেক বচনে অভিমান থাকে যদি। মোটা বুদ্ধি কহি সেই পাপী অপরাধী ॥ শ্রীরসিকের পদে যেন মোর হয় আশ। জন্মে

জন্মে লাগে তাঁর পদের বাতাস ॥ তাঁর কাছে অভিমান নহে যেন মোর। জন্মে যেন হই যেন তাঁর গুণে ভোর ॥ বৈষ্ণব গোঁসাই পদে এই বর চাই। শ্রীরঘুনাথ সঙ্গে যেন রসিকেরে পাই ॥ জয় জয় শ্রীযুত রসিক মহাশয়। অনন্ত প্রণাম করি তব পাদ দ্বয় ॥ হইয়াছে হইবে যত শ্রীরূপের গণ। সবার চরণে মোর অসংখ্য পরণাম ॥ শ্রদ্ধা করি এই গ্রন্থ করহ আস্বাদ। মর্ম্ম বুঝি মোরে সবে কর আশীর্ব্বাদ ॥ বিবর্ত্ত বিলাস নিষ্ঠা ভক্তি দেখে। আমি সে বিশ্বাস করি তাঁর পাদোদকে ॥ মন্ত্র ধ্যান জপ তপ নাহি এই মতে ॥ হেন যেই জানে সে পারে বুঝিতে ॥ দূরে হইতে

ভক্তি দেবীর চারি সহোদর মধ্যে যেই। অনুরাগ হইলে বিরাগ প্রধান এই দুই॥ অনুরাগ যেহ কারাকর মধ্যে বপু মধ্যে গোপী দেহ আপনি গড়য়॥ ভক্তের আধার সেই মৃত্তিকা লইয়া। মর্ম্ম পরক্রিয়া তাহে জল মিশাইয়া॥ গোড় রূপে বর্ণ দিয়া করিবে গঠন। পক্ক হইলে তুমি হবে সে দেহ জীবন॥ প্রণয় করিয়া যেই জন সঙ্গ রাখে। সঙ্গে রাখি দেহে অনুরাগ নাহি থাকে॥ অতএব যেই প্রকারেতে অনুরাগ। দেহেতে রাখয়ে যেই যেই মহাভাগ॥ সামান্য লোকের অর্থ শুন বিচারণ। রথ অগ্রে প্রভুর যে নর্ত্তন পঠন॥ রাজার নন্দিনী এক রাজার নন্দন। বেত্র বনে রেবানদী তীরেতে ঘটন॥ সেই রাজা নিজ পুত্রের সন্ধান বুঝিল। সেই কন্যা আনি রাজপুত্রের বিভা দিল॥ কৌমার কৌমারী দুই রজনী বঞ্চিতে। বেত্র বনের সুখ নাহি পায় আস্বাদিতে॥ পূর্ব্ব মহাজনে ইহা করিলা বিস্তার। সাবধান লাগি মাত্র কিছু পরচার॥ অতএব পূর্ব্বাপর বিচারিয়া দেখ। সঙ্গে নাহি রাখিয়াছে মহাজন এক॥ বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ করিনু প্রকাশ। সাধন সন্ধান ইথে পাইবে নির্যাস॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে যার আশ। অকিঞ্চন ইহা করি বিবর্ত্তবিলাস॥ ইতি শ্রীবিবর্ত্ত বিলাসে নিত্য লীলা সন্দেহ ভঞ্জনং সাধক সাধন সন্ধান মর্ম্ম বিধেয় হরিনাম সহিত গায়ত্রীর মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যান বর্ণনং পঞ্চম বিলাস॥

গ্রন্থ সম্পূর্ণং।